

ତୁମି ସେହି ରାନୀ

ড. মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান





বইটির লেখক-প্রকাশক, কারোরই আর্থিক ক্ষতি আমাদের কাম্য নয়।
বরং বইটিকে আরও বেশি পাঠকের কাছে পৌঁছে দেয়াই আমাদের
মূল উদ্দেশ্য। তাই বইটির মূল সংস্করণ নিজের জন্য সংগ্রহ করুন
এবং প্রিয়জনদের উপহার দিন।

বইটি কিনতে নিচের লিঙ্কগুলোতে ভিজিট করতে পারেনঃ



কিতাব ঘর^{com}

রেকমার্ক^{com}

A AL FURQAN SHOP
www.alfurqanshop.com

ড. মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান

তুমি সেই গ্রানী

অনুবাদ

ইয়াহিয়া ইউসুফ নদভী

মাকতাবাতুল আখতার

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বালোবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোনাইল : ০১৭১৮৫২৭১০২



আরও পিভিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରକାଶ : ଆଗସ୍ଟ ୨୦୦୯ ଈ.
ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରକାଶ : ଜାନୁଆରି ୨୦୧୦ ଈ.
ବିଲୀନ ପ୍ରକାଶ : ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୦୮ ଈ.
ଅଧିମ ପ୍ରକାଶ : ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୦୭ ଈ.

पृष्ठि से इ ग्रनी

- ପ୍ରକାଶକ : ହାତେଯ ମୋତ୍ତାନୀ ଆହ୍ୟମ ଆଣୀ
ମାକଭାବାତୁଳ ଆଖଭାବ
 - ସମ୍ପଦ : ସଂରକ୍ଷିତ □ ପ୍ରାଚ୍ୟଦ : ନାଜମୁଲ ହାତେଯର □ କର୍ମସ୍ଥାନ :
ଆସ-ସାଲାମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଫିସ୍ ସିଟେୟ ୪୫ ବାଲ୍ମୀକୀୟ ଢାକା

मूल्य : १३० टाका मात्र

ISBN : 984-70136-0008-4

অনুবাদকের কথা

আমাদের একটা সোনালী অঙ্গীত আছে। সে অঙ্গীত-
বড়ো গরবের অঙ্গীত। বড়ো পুণ্যময় অঙ্গীত। সে
অঙ্গীতকাল যোজন যোজন দূরে হলেও আমাদের তৃষ্ণিত
আজ্ঞা বারবার ফিরে যেতে চায় সে সোনালী অঙ্গীতে-
কল্প-জগতের ডানায় ডুর করে হলেও। কেননা, সে
অঙ্গীতের জন্যে আমাদের দরদ ও মাঝা অনেক বেশী।
সে অঙ্গীতের কোলে ফিরে যেতে আমরা তীব্র
লালায়িত। প্রতিদিন, প্রতিষ্ঠণ। কারণ সে অঙ্গীতের গর্ভে
ছড়িয়ে আছে-

আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি।

শিক্ষা ও দীক্ষা।

চিন্তা ও চেতনা।

ইমান ও আকিদা।

জিহাদ ও কুরবানী।

অহঙ্কার ও গর্ব।

সেখানে লুকিয়ে আছে আমাদের সবকিছু।

তাই সেখান থেকে সম্পদ না নিলে- আমরা নিঃশ্ব।

সেখান থেকে আলো না নিলে- আমরা আলোহীন।

সেখান থেকে শিক্ষা না নিলে- আমরা মৃৎ, বর্ধম।

সেখান থেকে দীক্ষা গ্রহণ না করলে- আমরা পরকাল-
বিচ্ছিন্ন। আধ্যাত্মিকতা-শূন্য।

সে ইতিহাস আমাদের সবকিছুর উৎস ও কেন্দ্র।

‘ভূমি সেই গানী’- বইটি মূলত সেই সোনালী
ইতিহাসেরই একটি ঝলক ও আলোকিত পরিবেশনা।

এটি আরব বিশ্বের সাড়া জাগানো একটি নারীগ্রহ।
কিশোরী ও তরুণীদের হনুম জয়-করা একটি গুরুগ্রহ।
এ বইটি সম্পর্কে— আরব-জাহানের পাঠক-পাঠিকাদের
পাঠ্যস্তর অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়া একসঙ্গে জমা করলে
আলাদা একটি বই হয়ে যাবে। একজনের প্রতিক্রিয়া
এমন—

(إما ملكة) عبارة عن مجموعة من القصص القصيرة،
قصص أبطالها من الملوك، ملكات في الإيمان الكامل
والأخلاق الرفقاء ، الكتاب ممتع فعلاً وستلاحظون بعد
قراءة سطور قليلة منه عدم القدرة على التوقف عن
القراءة.

'(إما ملكة)' বা 'তুমিই নারী' বইটি আসলে ছেট ছেট
গল্প সমষ্টি। এমন সব গল্প, যার মূল চরিত্র রানীরা! না।
সিংহাসনের রানী না। পরিপূর্ণ ইমান ও উন্নত চরিত্রের
রানী! বইটি আগা-গোড়াই সুব্রত্য। কয়েকটা লাইন
পড়লে শ্রেষ্ঠ না করে উঠাই যায় না।'

পাঠক হিসাবে এ বইয়ে বেছে নেয়া হয়েছে প্রধানত
কিশোরী ও তরুণীদের। এবং সব নারীদের।

কী আছে এ বইয়ে তাদের জন্যে? ..

ছেট থেকে কীভাবে বড় হতে হয়,

অক্ষর থেকে কীভাবে আলোতে আসতে হয়,

নারী থেকে কীভাবে রানী হতে হয়,

এ-যুগে বাস করেও কীভাবে ইসলামের পুণ্য যুগের মানুষ
হতে হয়— এ-সবই এ-বইয়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

যে সকল রানীদের কথা ও কাহিনী এখানে বলা হয়েছে—
তাঁরা কে কে? তাঁরা ত্বো অনেক! বইটি তত্ত্ব হয়েছে এক
রূপ-কন্যার আধার থেকে আলোতে ফেরার বিশ্ময়কর ও

মুক্তির এক অসাধারণ কাহিনী নিয়ে। তাৰ পৱ এসেছে
কা'বা গৃহেৰ প্ৰথম প্ৰতিবেশিনী হয়ৱত হাজৱোৱা
কাহিনী। ভাৱপৱ এসেছে সৰ্ব প্ৰথম ইসলাম কবুল-কৱা
মহিয়নী নাৰী বিবি খাদিজাৱ কাহিনী। ভাৱপৱ এসেছে
ফেরাউন কন্যাৱ নাম না-জানা কেশবিন্যাশকাৰিনীৰ এবং
তাৰ পাঁচ সন্তানেৰ অশ্রময় কাহিনী। এমন আৱো অনেক
অনে-ক কাহিনী!

তোমাকে বলছি হে কিশোৱী ও তুম্পী!

যাদেৱ কথা বললাম আমি, তুমি হয়তো আগেও পড়েছো
তাদেৱ কথা ও কাহিনী। কিন্তু আজ পড়বে-

একটু ভিন্নবাদে।

ভিন্ন আমেজে।

ভিন্ন পরিবেশনায়।

গঞ্জেৱ মজা নিয়ে।

উপন্যাসেৱ স্বাদ নিয়ে।

কবিতাৱ শিল্প-সুবৰ্মা ও ভাৰ-গ্রাচৰ্য নিয়ে।

দেখবে, আজ এ-বই পড়তে শিয়ে তুমি কখনো হাসছে,
কখনো কাঁদছো। যদি হাসো, তাহলে বুঝতে হবে-
দিমানেৱ ফুল-ফসলে এবং ইয়াকিনেৱ জোৱ-প্ৰাবনে
হৃদয় তোমাৱ আবাদই আছে! আৱ যদি কাদো, তাহলে
দু' কাৰণে কাঁদতে পাৱো- এ-কান্না হয়তো আনন্দেৱ
অংকণা নয়তো অনুশোচনাৱ শিশিৱকণা!

প্ৰিয় বোন!

আৱ নয়। এখানেই ইতি টানি। আড়াল তুলে নিই। পড়ো
এবাৱ- 'তুমিই রানী'। জানো, সত্যিকাৱেৱ রানী কাৱা-
ভালো কৱে জানো। তাদেৱ মতো হতে তুমিৰ পণ
কৰো।

তবে যাওয়াৱ আগে বই সেখাৱ নিয়মিত 'ৱোজনামচা'টা
লিখে যাই।

- বইটি অনুবাদ করতে পেরে আমি খুশি। অনুবাদ কিন্তু বেশ কঠিন কাজ। এ-কঠিন কাজটা করতে গিয়ে শব্দের চেয়ে ভাবকে বেশী প্রাধান্য দিয়েছি। তবে মৌলিকত্ব অস্ফুল রেখেছি। ভাবের প্রাবল্যে ভেসে যাই নি। আমার মহান কলম-শিক্ষক এভাবেই আমাকে কলম ধরতে শিখিয়েছেন।
- সুল! সুলকে পাশ কাটায় সে সাধ্য ক'জনের আছে? অন্তত আমার নেই। তাই বিনয়ের সাথে সীকার করছি—
সুল আছে। কিন্তু আশা এই যে, সুল দেখে তুমি কুকু হবে না। এবং কুচকাবে না। যেহেতু তুমি ক্ষমারও গ্রানী।
- 'মাকতাবাতুল আখতার' বইটির প্রকাশক। কৃতিশীল পরিচ্ছন্ন ইসলামী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। আমি আন্ত নিকভাবে ধন্যবাদ জানাই তার বড়কর্তাকে, তিনিই জোর করে এতো ভাড়াভাড়ি আমাকে দিয়ে বইটি অনুবাদ করিয়ে নিয়েছেন। প্রতিদিনই তার টেলিফেনের আশঙ্কায় ধাক্কাম— এই বুরি এলো। এটা তাঁর যোগ্যতা।
ধন্যবাদ আরো অনেক নাম না-বলা সংশ্লিষ্ট বকুকে।
আল্লাহ আমাদের মেক আমল সমূহ কবুল করুন।

বিনীত

ইয়াহইয়া ইউসুফ নসভী

www.banglayislam.blogspot.com

প্রকাশকের কথা

মনটা এখন বুব আনন্দিত ও প্রফুল্ল। কারণ, 'ভূমি সেই রানী' পাঠকের হাতে ভুলে দিতে পেরেছি। শোকর তোমার হে আঘাত! আবার বলছি- শোকর তোমার হে আঘাত! 'ভূমি সেই রানী' এ বইটির একটি ছোট (ও মজার) ইতিহাস আছে। একবার ভেবেছিলাম- ইতিহাসটা বুকের ভিতরে চেপেই রাখবো। কিন্তু ছোট হওয়ার পাশাপাশি যেহেতু তা একটু মজারও, তাই মজাটা একা একা না করে সবার মাঝে ভাগ করে দেয়াটাই সমীচীন মনে করলাম।

একদিন কথা হচ্ছিলো স্নেহাঞ্চল মাওলানা সাধাওয়াত হেসাইন-এর সাথে। সব্দ্য আমার প্রকাশনা থেকে 'এ যুগের মেয়ে' নামে তার একটি বই বের হয়েছে। বললাম- ভালো আর কী আছে অনুবাদ করে দিন। তিনি একটি অনাবিল হাসি উপহার দিয়ে বললেন- 'আছে, তবে আপনাকে দেবো না!' আমার বেশ কৌতৃহল হলো। বললাম- 'কী আছে?' তখন তিনি বললেন- একটা!

আমি বললাম- 'নামটা তো চমৎকার! দেবেন না কেনো?' তিনি বিলয়ের সাথে অপরাগতা পেশ করে জানালেন- 'বইটি আমিই অনুবাদ করবো এবং আমার প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'কিশলয়' থেকে ছাপবো।'

আমি ঘেনে নিলাম। কিন্তু আমার মন মানলো না।

কয়েকদিন পরের কথা। কথা হচ্ছিলো আরেক স্নেহাঞ্চল ইয়াহইয়া ইউসুফ নদী'র সাথে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম- 'আপনার কাছে কি একটা! আছে?' তিনি প্রথমে হেসে ফেললেন। পরে রহস্য করে বললেন- 'তার

আগে বলুন মাত্র! -এর খবর আপনার কাছে এলো কী
করে?' আমি তাকে সব বললাম। তিনি তখন বললেন-
'হ্যা, আছে।' আমি বললাম- 'দ্রুত অনুবাদ করে দিতে
পারবেন আমাকে?' তিনি তখন জানালেন- 'পারা যাবে।
কিন্তু...।'

আমি তার কাছে কিন্তু'র ইতিহাসটা জেনে আরো মজা
অনুভব করলাম। বললাম- 'সেটা আমি দেখবো। আপনি
শুরু করুন।'

তখন অনুবাদ শুরু হলো। টেলিফোন করে করে
বারবার আমি তাড়া দিচ্ছিলাম। অনুবাদক অলসতা করার
কোনো সুযোগই পেলেন না।

হ্যা, এভাবেই মাত্র! এ পর্যন্ত এসেছে। এর উৎস
হলেন মাওলানা সাধা ওয়াত। অনুবাদক হলেন ইয়াহইয়া
ইউসুফ নদজি, আর প্রকাশক হলাম আমি। 'উৎস'কে
আন্তরিক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ দিতে চাই প্রিয়
অনুবাদককেও। আরব বিশ্বে সাড়া জাগানো এমন একটি
কিশোরী ও তরঙ্গী-ঘনিষ্ঠ অতি প্রয়োজনীয় বই-এর
অনুবাদ উপহার দেয়ার জন্যে।

প্রতিক্রিয়া রইলো, আগামীতেও মাকতাবাতুল আখতার এ
ধরনের আরো বই উপহার দেবে- ইনশাআল্লাহ! যদান
আল্লাহ বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের শ্রম
করুল করুন এবং একে দুনিয়া-আধেরাতের কল্যাণ ও
মুক্তির উপরিলাভ করে দিন। আমীন!

মাকতাবাতুল আখতার
ঢাকা।

বিমীত
আহমদ আলী

সূচিপত্র

- সূচনা / ১৫
বিবাহ / ১৯
এই হিজাব না সেই হিজাব / ২০
রাশিয়ায় / ২২
মক্কাতে / ২৫
কীভাবে তুমি ঘুমোচ্ছো? / ২৭
মেহের বাগিচার নিষ্ঠুরতার মূল? / ২৯
বিজ্ঞদের সময় কি ঘনিয়ে এসেছে? / ৩১
দেখা হলো তার সাথে / ৩৩
তার অবিচলতা তার অসিল্লত / ৩৪
বিমানবন্দরের পথে / ৩৫
নিষ্ঠুরতার দিন-রাত / ৩৭
'... তার জন্যে তিনি মুক্তির পথ বের করেই দেন।' / ৩৮
প্রিয় বোন! / ৪১
জানো! পবিত্র কা'বা'র প্রথম বাসিন্দা কে? / ৪২
হে নাম না-জানা নারী! ধন্য তোমার কুরবানী! / ৪৮
দুর্ঘণ্য শিক্ষন মুখে কথা ফুটলো তবুও ফেরাউনের মনে
দয়া ফুটলো না! / ৫৩
হে মহিয়সী! বৃদ্ধা যায় নি তোমার কুরবানী! / ৫৬
কবরে কেনো আশন ছুলে! / ৫৯
রানী / ৬১
ইয়াকুত খচিত মোতির বাড়ি!! / ৬৪
সর্বশেষ আঘাত!! / ৬৯
আকাশ তোমায় পান করাবে!! / ৭২
দেখতে চাও জান্নাতী মহিলা!! / ৭৫

উম্মে সোলাইমের সাথে কিছুক্ষণ! / ৭৯
উম্মে সুলাইমের সাথে আরো কিছুক্ষণ! / ৮২
নরওয়ে থেকে আফ্রিকা / ৮৭
হে বঙ্গিত নারী! / ৯৫
সমুদ্র তরঙ্গে / ৯৭
তুমি সুস্দর চাও? / ১০৮
তুমি রানী, তুমিই রানী! / ১০৫
সুরলহরী ও বেদনাপুর / ১০৭
ব্যাভিচারের সম্মোহন / ১০৯
কোথার সেই অসহায়া? / ১১৩
মারলো কে আর মরলো কে!! / ১১৪
নববধূ!! / ১১৮
পথ দুটি— তোমার প্রিয় কোনুটি? / ১২২
প্রতিযোগিতার ময়দানে!! / ১২৭
জান্মাত যখন তাকে এক গণিকাকে / ১২৭
বেঙ্গুর এবং জান্মাত / ১২৮
শুক!! / ১৩২
তুমি নারী। তুমিই রানী! তুমিই দৃত!! / ১৩৭
উম্মে উমারাহ রা. -এর বীরত্ব / ১৩৯
জানো? তুমি আমাদের কাছে কভো মূল্যবান? / ১৪০
মেশক ও আবর!! / ১৪১
হে নারী! তোমার জন্যে পারি আমি ঠঁড়িয়ে দিতে আমার
মাথার খুলি!! / ১৪৩
খাটিলার উপরেও!! / ১৪৫
হায় বেচারি!! / ১৪৮
বনী ইরান্সিলের বৃক্ষার গাল / ১৫১
'বড় চিঞ্চা' কী? / ১৫৩
একটি কাহিনী শোনো! / ১৫৫
প্রথম রাত্রি / ১৫৭

দ্বিতীয় ব্রাতি / ১৫৮
পুরস্কার ও বিনিয়ন!! / ১৬০
সলিল সমাধির মহিমা!! / ১৬২
তাওবার অক্ষতে হাসে বৰন নারী! / ১৬৭
হে নারী! এমন যদি হয়,
সুসংবাদ তোমার নিত্য সঙ্গী!! / ১৭০
তাকাও তোমার আশ-পাশে!! / ১৭৫
আমি কার আনুগত্য করবো? / ১৭৭
কবরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে এক মহিলা.. / ১৭৯
শেষে তোমাকে যা বলতে চাই-
হে সুরক্ষিত অহরত! / ১৮০

পরিপিট

হে নারী! পর্দা তোমার অহকার / ১৮৫
তবু কেনো পর্দাকে তুমি 'হ্যাঁ' বলবে না? / ১৯৬



সূচনা

ও হিলো এক রাশিয়ান তরুণী। এক বৃক্ষশীল পরিবারে ওর জন্ম। শৃঙ্খর্মের ‘প্রটেক্ট্যান্ট’ গোষ্ঠীর কঠোর অনুসারী।

একবার এক রূপ বিপিক ওকে উপসাগরীয় অঞ্চলের একটি দেশে বাণিজ্য-সফরে তার সাথে যাওয়ার প্রস্তাব দিলো। সাথে থাকবে আরো অনেক কুশ তরুণী। উদ্দেশ্য হলো সেখান থেকে কিছু বৈদ্যুতিক পণ্যসামগ্রী কিনে এনে রাশিয়ার বাজারে বিক্রি করা। তরুণীটি এ প্রস্তাবে দেশ ভ্রমণের আনন্দ ঘাড়া ধারাপ কিছু পেলো না। তাই সে রাজি হয়ে পেলো। অন্যান্য তরুণীদের সাথে একদিন সে রাত্তিয়ানাও হয়ে গেলো।

কিন্তু ‘বাণিজ্য-কাফেলা’ সেখানে পৌছার পরই ঐ ‘বিপিক-নেতা’র বক্রপ উন্মোচিত হলো। দাঁত বের করে সে আসল পরিচয়ে সামনে এলো। সাথে মিয়ে আসা তরুণীদেরকে সে দেহপসারিণী হওয়ার প্রস্তাব দিলো। সাথে একবোক লোভনীয় রঙিন প্রস্তাবও দিলো। গাড়ি-বাড়ি ও বিশাল অর্থ-পদ্মসুর মালিক হওয়ার ঝপালী ব্যপ্তি দেখালো। আন্তর্জাতিক পরিমজ্জলে সদর্প পদচারণার সবুজ ইঙ্গিত দিলো। তার এ লোভনীয় প্রস্তাবে অধিকাংশ তরুণী রাজি ও হয়ে গেলো।

কিন্তু নিজ ধর্মের প্রতি অতিশয় আসক্ত কঠোর তরুণীটি এ প্রস্তাব ঘৃণাভূতে গত্যাখ্যান করলো।

'বণিক' লোকটি তরুণীর এ অভ্যাখ্যানে রাগ করলো না। তার দিকে তাকালো সক চোখে। হাসলো অন্তত হাসি। বিদ্রূপের হাসি। তারপর বললো :

'দেখো মেয়ে! এখন এখানে তোমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো দাম নেই। এখানে তুমি মূল্যহীন। পরনের কাপড় ছাড়া কী আছে তোমার? আমাকে অঙ্গাবে রাজি হওয়া ছাড়া কোনো পথ তোমার সামনে খোলা নেই।'

এভাবে লোকটি ভীষণ চাপাচাপি শুরু করলো তরুণীটির উপর। ওর থাকার ব্যবস্থা করা হলো অন্যান্য তরুণীদের সাথেই— একটি নির্জন ঝ্যাটে। 'সবার পাসপোর্ট 'ছিন্নে' নিয়ে গেলো এ ধূর্ত লোকটা।

দেখতে দেখতেই সবাই দেহ-ব্যবসার স্রাতে গা ভাসিয়ে দিলো— রঙিন ঘপ্পের ফানুস উড়িয়ে অজানা আকাশে। ব্যতিক্রম শুধু এই তরুণীটি। নিজের মান-ইচ্ছাত ও সতীত্বকে নিরাপদ রাখার সংযোগে অন্ত থাকলো ও একাই। ও পাসপোর্ট কেবল চাইলো। কিংবা ওকে রাশিয়ার পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে বললো। কিন্তু লোকটা অঙ্গীকার করছিলো। বলছিলো— 'তোমাকে এখানেই থাকতে হবে এবং আমার শর্তও মানতে হবে!'

তারপরও তরুণীটি নিরাশ হলো না। সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলো। একদিন সুযোগ এসেও গেলো। অন্য সব মেয়েরা 'বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে' বাইরে চলে গেলো। ও এক। সুযোগই বটে। পাসপোর্টটা উকারের জন্যে সামাটা ঝ্যাট তন্ত্র করে খোজাবুজি করলো। নিরাশ হতে হতে শেষে তা পেয়েও গেলো। দেহে ও মনে শক্তি সঞ্চয় করে তারপর সে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে পরিষ্কৃতি বিশ্রেষণ করলো। ধরা পড়ার আশকা কম। এভাবে বিশেষ কেউ নেই। এখানে থাকার কোনো অর্থ হয় না। তাই কিছুটা ঝুঁকি নিয়েই সে বেরিয়ে পড়লো সংগোপনে, সন্তর্পণে। দ্রুতপদে ও রাঙ্গাম এলো উঠলো। সাথে কিছুই নেই— পরনের কাপড়টুকু ছাড়া। বুকটা দুর্মসূল কাঁপছে। কিছুক্ষণ ও নিচল দাঢ়িয়ে রাইলো। বুঝতে পারছে না— কোথায় যাবে, কী করবে?

এখানে নেই পরিবার-পরিজন!

নেই কানো সাথে জানাশোনা!

নেই অর্থকড়ি!

নেই কৃধায় অন্ন!

নেই মাপা ওজার ঠাই!

কিন্তুই নেই! দখু নেই, নেই আর নেই!

কিন্তু এ সব 'নেই'-এর শিতরে দাঁড়িয়েও ও প্রশান্ত। কেননা সতীতৃ রক্ষার পথামে ও প্রাথমিকভাবে বিজয় লাভ করেছে। পূর্ণ বিজয় যে আসবেই-সে বাপারে ও ছিলো আস্থাশীল। নৈতিক শক্তির প্রচণ্ডতা যার ঘতো বেশী সে ঘতো প্রশান্ত। ঝড়ের কবলেও প্রশান্ত। এখন তার জীবনে কি ঝড় চলছে না? তবুও সে প্রশান্ত। কারণ কিছু মানুষ-নামের জানোয়ার থেকে সে নিজের নারীত্বকে রক্ষা করতে পেরেছে। সামনেও হয়তো আরো ঝড় আছে। সে ঝড় পারবে কি শুকে কাবু করতে?

তরুণীটি অস্থিরচিত্তে .. উদ্বেগমাধা চোখে এদিক-ওদিক দেখতে লাগলো। ঠাঁঁৎ তার দৃষ্টি পড়লো এক যুবকের উপর। সাথে তিনজন মহিলা। কালো আবরণে আবৃত। সম্ভবত এরা তার মা-বোন হবে। এদের সঙ্গে নিয়ে কোথাও যাচ্ছে যুবকটি। তার মনে হলো- নির্ভর করার মতো মানুষ। তাই সে ধীরপায়ে তার দিকে এগিয়ে গেলো।

কাহে গিয়ে তাদেরকে রাখিয়ান ভাষায় কিছু বলতে চাইলে যুবকটি জামালো যে, সে তার ভাষা বুঝতে পারছে না। তখন তরুণীটি বললো :

'ইংরেজী জানেন?'

স্বাহাই সম্ভিস্চক মাধা নাড়লো :

'মা, ইংরেজী আবরা জানি!'

মেয়েটি তখন আনন্দে কেঁদে ফেললো! বললো :

'আমি এক অসহায় প্রবাসীনী। আমার বাড়ি রাশিয়া।' তারপর সে কাঁদতে কাঁদতে এ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া সবকিছু সংক্ষেপে তাদেরকে বললো। শেষে বললো বিনয় ঝরিয়ে, মানবতার দোহাই দিয়ে :

'এখন আমি দেশে ফিরে যেতে চাই। কিন্তু আমি এখন নিঃস্ব! নেই টাকা-পায়সা। নেই ঠিকানা। নেই একটু ধাকার জায়গা। আমি আপনাদের কাছে

কিছুই চাই না। আমাকে শধু একটু আশ্রয় দিন। দু'দিন উর্ধে তিনদিন। এবং
মধ্যেই আমি আমার পরিবারের সাথে যোগাযোগ করে একটা উপায় বের
করে নেবো।'

যে চারজনের কাছে তরুণীটি আশ্রয় প্রার্থনা করলো তারা মা-ভাই-বোন।
মুবকচির নাম খালেদ। তরুণীর অঙ্গভরা মিনতি ভীষণ স্পর্শ করলো
খালেদকে। ওর চোখের পাতা শিজে এলো। তাবলো- ও এক কুশ-ললনা
না হয়ে শদি আমার বোন হতো, তাহলে আমি কী করতাম? কিন্তু আবেগে
ভেসে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি ছিলো না। তাই খালেদ সহসাই ওকে বাড়ি
নিয়ে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করলো না। তাবলো- যদি সে প্রতারিণী হয়!
একটু নীরব থেকে মা ও বোনদের সাথে পর্যামৰ্শ করলো। তখন হেয়েতি
তাকিয়েছিলো মিনতিভরা চোখে- খালেদের দিকে। চোখে বাধডাঙ্গা অঙ্গ।
সবাই বাসায় নিয়ে যাওয়ার পক্ষেই মত দিলো এবং ওকে নিয়ে বাসার
পথে রওয়ানা দিলো।

একটু আগের মিনতিভরা চোখে এখন কৃতজ্ঞতার ছায়া। আশ্রয় পাওয়া
মানুষের কৃতজ্ঞতা-নির্বার চাহনি, যা সতীত্ব রক্ষার যথিমায় ভাস্বর।

'বাসায়' এসে তরুণীটি রাশিয়ায় নিজের পরিবারের সাথে কোনে
যোগাযোগের চেষ্টা করলো। বারবার। অনেকবার। কিন্তু কোনো সাড়া
পাওয়া গেলো না। হয়তো টেলিফোন 'লাইন' খালাপ। তারপরও সে
যোগাযোগের চেষ্টা অব্যাহত রাখলো।

এর মধ্যেই খালেদের পরিবার জানতে পারলো- তরুণীটি খৃষ্টান। অবশ্য
এতে ব্যবহারে কোনো তারতম্য হলো না। বরং 'বিজ্ঞাতীয় অভিধি' হিসাবে
ওর সাথে তাদের ব্যবহার ছিলো আরো সৌজন্যমূলক ও কোমল। বোনেরা
ওকে নিজেদের গঞ্জ-সঙ্গীনী বানিয়ে নিলো। তরুণীটিও সবাইকে পছন্দ
করলো। ভালোবাসলো। সবার নিবিড় স্বৰ্য্যতাম মুক্ত হলো। পরের
বাড়িকেই নিজের বাড়ি বলে বারবার ভূল হতে লাগলো।

মুসলমানদের কাজ হলো ইসলামের দিকে মানুষকে ডাকা। খালেদের
পরিবারও তরুণীটিকে ইসলামের দিকে ডাকলো। কিন্তু ও সাড়া দিলো না।
'না' বলে দিলো। বরং ও ধর্ম নিয়ে কোনো বিভক্তিই জড়াতে চাইলো না।
কেননা ও ছিলো মনে প্রাপ্ত এক কষ্টরপ্তী খৃষ্টান। ধর্ম বদল ওর জন্যে

ওই কঠিন, 'অকল্পনীয়'। কিন্তু আলেদের পরিবার আশা ছাড়লো না। আলেদ ছুটে গেলো হানীয় 'ইসলামী দাওয়াত সংস্থা'র অফিসে। সেখান থেকে নিয়ে এলো কৃশ ভাষায় লিখিত ইসলাম সম্পর্কে বেশ কিছু বই-পত্র। এনে মেরেটিকে পড়তে দিলো। এবার মেরেটি 'না' বলতে পারলো না। বরং পড়তে শুরু করলো। পড়তে পড়তে দেখলো— আরাপ লাগছে না। ধীরে ধীরে ইসলামের প্রতি তার কৌতুহল বাড়তে লাগলো। ও আজবিত হতে লাগলো।

ঝাঙাবে গড়তে লাগলো সময়। সাথে সাথে চলতে লাগলো পরিবারের পক্ষ থেকে— চেষ্টা সাধনা কৌশল, সর্বোপরি দু'আ। অবশেষে তরুণী'র দিল পরিষ্কার হয়ে গেলো। ও ইসলাম করুণ করে ধন্য হলো!

ইসলামই এখন তার ভালোবাসা।

ইসলামই এখন তার অনুরাগ।

ইসলামই এখন তার ধ্যান-জ্ঞান-সাধনা।

আমুল বদলে গেলো তার জীবনধারা।

চিন্তাধারা।

কিম শোধায় এখন সে আজনিবেদিত।

শুণাবতী নারী-সংস্কৰ এখন তার কাছে লোভনীয়।

দেশে ফেরা? না, একদম মনে চায় না।

দেশে গেলো মা-বাবা জোর করে আবার ওকে বৃষ্টিধর্মে ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা জালাতে পারেন। কে চায় আলো থেকে আঁধারে যেতে? কিন্তু এ অবস্থায় আরেকজনের বাসায়ই বা ক'দিন থাকা যায়? .. তার চেহারায় দুশ্চিন্তা-যোগ্য ফুটে উঠলো। এ দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো পথ কি তার দামনে খোলা আছে? জানে না, ও কিছুই জানে না।

বিবাহ

দশচ' প্রশংস্ত পথটাই অবশেষে তার সামনে খুলে গেলো! আর সেই খেলা পথেই এখন ওর জীবনের চাকা ঘূরতে লাগলো। কিছুদিন পর আলেদের পাখে বিবাহ হয়ে গেলো! সকল দুশ্চিন্তার অবসান হলো। এমন স্তী পেয়ে

খালেদ যেমন খুশি, অকূল দরিদ্রার তীব্র পাওয়ার মতো এমন স্বামী গেঞ্জে
মেয়েটি আরো বেশী খুশি। খুশি বোগ (+) খুশি, সমান সমান (=)-
সৌভাগ্য ও আনন্দ এবং মুখ ও ত্বষ্টি!! জীবনের অঙ্ক- এতো চমৎকার
করে সহজে মিলে না। মিলে তখনই, যখন থাকে কুদরতের ইশারা।
এখানেও ছিলো সেই আসমানী ইশারা। সতীত্ব ও সম্মানকে যারা সংরক্ষণ
করতে সংকল্পবক্ত হয়, কুদরতের সহযোগিতা তাদের ন্যায্য পাওনা। নইলে
যে কৃশ তক্ষণীর হওয়ার কথা ছিলো দেহপসারিণী, সে কেনো হবে ইসলাম
'প্রচারিণী'!!

•

এই হিজাব না সেই হিজাব

একবার স্বামী খালেদের সাথে ও এক বিপণী কেন্দ্রে বের হলো। সেখানে
ও এক হিজাবপরা মহিলাকে দেখতে পেলো, যার চেহারা সম্পূর্ণ আবৃত।
এই প্রথম সে কোনো পূর্ণ হিজাবপরা মহিলাকে দেখলো। তাই (হিজাবের)
এই অচেনা আকৃতি দেখে ভীষণ অবাক হলো ও। বললো-

'খালেদ! এ অন্দু মহিলা এমন করে সারা মুখ ঢেকে রেখেছেন কেনো? তার
চেহারা কি তবে 'এসিড দফ্ত' যা প্রকাশ করতে তিনি লজ্জা পাচ্ছেন?'

খালেদ বললো-

'না। ইনি আসলে হিজাব পরেছেন। এ হিজাবই প্রকৃত হিজাব। এমন
হিজাবেরই নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়া সাল্লাম।'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে ঝী বললো-

'হ্যা, আমার কাছে ব্যাপারটা আগে স্পষ্ট ছিলো না। আমিও মনে করি
সত্যিকারের ইসলামী হিজাব এমনই হওয়া উচিত। এমন হিজাবই আল্লাহ
চান আমাদের কাছে।'

খালেদ বললো-

'কিন্তু কী করে বুঝলে তুমি?'

'শোনো। আমি এখানে আসার পর যে বিপণী বিভানেই প্রবেশ করেছি,

দেখতে পেয়েছি একদল মানুষ আমার চেহারার দিকে হা করে তাকিয়ে
আছে। দৃষ্টি নায়াচেছে না। যেনো ওরা আমার চেহারাকে গোগ্যাসে গিলজ্বে।
টুকরো টুকরো করে খাচ্ছে। সুতরাং বোধ্যা শেলো— আমার চেহারা জেকে
খাখতে হবে। শ্বামী ও নিকটাত্তীয় ছাড়া আর কেউই আমার মুখ্যবয়ব
দেখতে পারবে না। আজ হতে আমি পূর্ণ ইসলামী হিজাব না পরে আর
কোনো বিপণী কেন্দ্রে যাবো না। বাইরেও বের হবো না। বলো তো,
কোথায় পাওয়া যায় এই হিজাব?’

ধার্মেস বললো—

‘তৃষ্ণি বরং আমার মা-বোনের মতো মুখ-খোলা হিজাবই পরো।’

শ্বামী বললো—

‘দা! তা হয় না! আমি মুসলমান। পূর্ণ মুসলমান। তাহলে আমার হিজাব
কেমো হবে ‘অমুসলমান’, অপূর্ণ?! সে হিজাবই পরতে চাই আমি, যা
শুভল করেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।’

ঝোবেই সময় গড়িয়ে যায়। তরুণী’র ঈমান-আমলও দিনদিন বাড়তে
থাকে। খালেদের পক্ষ থেকে ওর প্রতি দয়া ও দরদের এবং প্রেম ও
জালোবাসার কোনো অভাব ছিলো না। ক্রীতি খালেদের মনের গভীরে
ঠিকানা গড়ে তোলে— আনুগত্য ও ভালোবাসার পাপড়ি ছড়িয়ে ছড়িয়ে।
শ্বামীর সরব ও নীরব অনুভূতির সাথে কথা বলে বলে। খালেদের পরিবার
জীবন বুশি। তারা ভাবে— ‘সেদিন কি আমরা রাত্তায় কোনো ‘রুশ তরুণী’
আবিষ্কার করেছিলাম না পেয়েছিলাম জীবন্ত কোনো হীরা?’

বেশ কিছুদিন পরের কথা। তরুণীটি নিজের পাসপোর্ট বের করে দেখলো—
মেয়াদ প্রায় শেষের দিকে। অতিসম্ভব নতুন পাসপোর্ট করতে হবে। শুধু
ওই নয়, রাশিয়ায় গিয়ে তার নিজের শহর থেকে তা করে আনতে হবে।
মুশ্রাং রাশিয়া যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। নইলে এখানে তার
সমবাস অবৈধ বলে গণ্য হবে। খালেদও তার সাথে যাওয়ার সিদ্ধান্ত
মিলো। কেননা মাহরাম ব্যতিত মহিলাদের একাকী সফর করা বা দূরে
কোথাও যাওয়া জায়েয় নেই।

রাশিয়ান এ্যারলাইন্সের একটি বিমানে তারা চেপে বসলো। পরিপূর্ণ
ইসলামী হিজাবে আবৃত হয়েই সে বিমানে আরোহণ করলো। শ্বামীর পাশে

বসে আছে সে গর্ব নিয়ে, অহঙ্কার নিয়ে। পর্দা তো এখন তার গর্বই!

খালেদ তার কানে কানে বললো—

‘তোমার পর্দার কারণে আমরা এখানে সমস্যায় পড়তে পারি।’

‘যা হয় হোক। আঘি আল্লাহর হৃকুম অমান্য করতে পারি না। কারো ইচ্ছে-
অনিচ্ছৱ তোয়াক্তা করতে পারি না।’

খালেদের আশঙ্কাই সত্ত্ব হলো। ‘বেঙ্গিমান’ যাত্রীরা বাঁকা চোখে ওর ঝৌর
দিকে তাকাতে লাগলো। বিমানবালারা খাবার পরিবেশন করলো। খাবারের
সাথে মদও। মদ বেয়ে মদ্যপরা ঘাতলামি শুরু করে দিলো। বিভিন্ন কটুকু
এদিক-ওদিক থেকে তার দিকে নিষিণ্ঠ হতে লাগলো। কেউ কৌতুক
করছিলো। কেউ মুখ টিপে হাসছিলো। কেউ ঠাষ্ঠা-বিন্দুপের আনন্দে ঝু
দিছিলো। কেউ চলতে চলতে তার পাশে এসে একটু থমকে দাঁড়াছিলো।
মন্তব্য ছুঁড়ে দিছিলো। খালেদ নির্বাক তাকিয়ে তাকিয়ে সবই দেখছিলো
কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছিলো না। সবই বলা হচ্ছিলো কৃষ ভাষায়। সে
মনে মনে কৃষ হচ্ছিলো, ফুসছিলো। পক্ষান্তরে তার স্ত্রী মৃদু মৃদু হাসছিলো।
ওদের কিছু কিছু কথা ও খালেদকে তরজমা করেও উনালো। তরজমা উনে
খালেদের রক্তে আগুন জুলে উঠলো। কিন্তু স্ত্রী তাকে শান্ত ধাকতে বললো।
আর বললো—

‘সাহাবায়ে কেরাম দীনের জন্যে যে মেহলত-মুজাহাদা করেছেন এবং যে
জঙ্গম-নিপীড়ন সয়েছেন, সে তুলনায় আমরা আর কী করছি, কী সইছি?’

শামী-স্ত্রী ধৈর্য ধরলো। ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলো। এক সময় বিমান
তাদের গন্তব্যে পৌছে গেলো।

বাণিয়াল

এর পরের ষট্টনাবঙ্গী শুনবো আমরা খালেদের কাছে—

‘বিমানবন্দরে নামার পর আমার ধারণা ছিলো আমরা তার মা-বাবার
কাছেই গিয়ে উঠবো এবং সেখানেই অবস্থান করবো। এর মাঝে পাসপোর্ট
নবায়নের কাঞ্জকর্ম সেরে ফিরে যাবো। কিন্তু আমার স্ত্রী ডাবছিলো অন্য
কিছু। ও আমাকে বললো—

তুমি সেই মালী ৩ ২৩

‘আমার পরিবার গোড়া খৃঁটান। ধর্ম পালনে জীবন কঢ়িয়া তারা। তাই শুধানে
আপাততঃ যাওয়া ঠিক হবে না। আমরা বরং একটা বাসা ভাড়া নিয়ে
সেখান থেকেই কাজ-কর্ম শেষ করবো। ফিরে যাওয়ার আগে তাদের সাথে
দেখা করে খোজ-ব্বর নিয়ে যাবো।’

আমি দেখলাম- ওর চিন্তা যথার্থ ও সঠিক। সুতরাং আমরা একটি ছোট
গামা ভাড়া করে সেখানে গিয়েই উঠলাম।

পরদিন গেলাম পাসপোর্ট অফিসে। অফিসারের নিকট শিয়ে আমাদের
আবেদন পেশ করলাম। তিনি পুরোনো পাসপোর্ট দিতে বললেন এবং সদা
কোলা রঙিন ছবি চাইলেন। আমি তখন আমার স্ত্রীর কয়েকটি সাদাকালো
ছবি বের করে দিলাম। সর্বাঙ্গ হিজাব-চাকা। শুধু চেহারার গোলাকৃতিটুকু
অনাবৃত। অফিসারটি এ-সব দেখে বললেন-

‘এ ছবি চলবে না। রঙিন ছবি দিতে হবে। চেহারা, চুপ ও কাঁধ খোলা
ঝাঁঝতে হবে।’

শিষ্ট আমার স্ত্রী এ সাদাকালো ছবি ছাড়া অন্য ছবি দিতে অসীকার
করলো।

আমরা প্রথম অফিসারের কাছে ব্যর্থ হয়ে গেলাম একে একে দিতীর ও
কৃষ্ণীয় অফিসারের কাছে। কিন্তু কোনো কাজ হলো না। সবাই অনাবৃত
রঙিন ছবি চাইলো। এ অবস্থায় আমার স্ত্রী বললো-

‘আমি কোনো অবস্থাতেই অনাবৃত বঙ্গিন ছবি দেবো না।’

তখন অফিসার আবেদন মন্তব্য করতে এবং পাসপোর্ট নথাইন করতে
অধীক্ষিত জানলো।

ঘলে আমরা শুরণাপন্ন হলাম বিভাগীয় প্রধানের কাছে। তিনি ছিলেন
একজন মহিলা। আমার স্ত্রী তাকে অনুরোধ করলো এ ছবিগুলোই অহং
করতে। কিন্তু তিনিও মুখের উপর ‘না।’ বলে দিলেন। কিন্তু আমার স্ত্রী হাল
ছাড়লো না। তাকে বোঝানোর অনেক চেষ্টা করলো। বললো-

‘আপনি কি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না? যে ছবিগুলো আপনাকে দিলাম
তার সাথে আমাকে একটু ভালো করে মিলিয়ে দেখুন না! চেহারাই তো
আসল! চুপ এক সময় বদলে যায়। সুতরাং আমি মনে করি আমার এ

তুমি সেই মানী ও ২৪

ছবিটলোই যথেষ্ট। অনাবৃত রঙিন ছবির কোনো প্রয়োজন নেই।'

পরিচালিকা তবুও 'না'-ই করলেন। বললেন-

'প্রশাসন এটা অনুমোদন করবে না। আমাদের কিছুই করার নেই।'

আমার স্ত্রী বললো-

'আমি এ ছবি ছাড়া অন্য ছবি দেবো না। এখন বলুন সমাধান কী!'

পরিচালিকা বললেন-

'এ সমস্যার সমাধান এখানে আমার কাছে নেই। এর সমাধান দিতে পারবেন তখু মক্ষের প্রধান পাসপোর্ট অফিসের মহা পরিচালক। আপনি ইচ্ছে করলে সেখানে গিয়ে চেষ্টা করতে পারেন।'

আমরা পাসপোর্ট অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম। আমার স্ত্রী আমার দিকে ভাকিয়ে বললো-

'বালেদ। আমাদেরকে এখন মক্ষ যেতে হবে।'

আমি বললাম-

'মক্ষ গিয়ে কাজ নেই। তুমি বরং হিজাববিহীন রঙিন ছবিই প্রদেরকে দিয়ে দাও। আল্লাহ সাধ্যাতীত কোনো কিছু মানুষকে চাপিয়ে দেন না। তাই আল্লাহকে ভয় করো- যতোটুকু পারো- সাধ্যের ভিতরে। এটা তো একটা প্রয়োজন। তা ছাড়া তোমার পাসপোর্ট তো আর সবাই দেখছে না। কেবল নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি ছাড়া। তাও প্রয়োজনের খাতিরে। তারপর তুমি নিজের পাসপোর্ট নিজের কাছেই রেখে দেবে। মেয়াদ শেষ না পর্যন্ত কেউই আর তা দেখতে চাইবে না। সুতরাং তুমি ব্যাপারটাকে সহজভাবে নাও। তাহলে মক্ষ যাওয়া ছাড়াই কাজ হয়ে যাবে।'

কিন্তু ও নিজের সিদ্ধান্তে অনড়-

'না! হিজাববিহীন ছবি দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব না। কারণ এখন আমি দীনের মর্যাদা বুঝি। পর্দার মাহাত্ম্য বুঝি। পর্দা আল্লাহর হৃকুম। একদল 'বেইমান'-এর জন্যে আমি আমার রব-এর হৃকুম অমান্য করতে পারি না। কক্ষনো করবো না! ফল যা হয় হোক।'

ঘৰকোতে

আমাৰ স্ত্ৰী তাৰ সিঙ্কাস্তে অটল অবিচল। ও মঙ্কো যাবেই। অগত্যা আমিও
শাখি হলাম। প্ৰথম অভিযানে ব্যৰ্থ হয়ে আমাৰ মনটা খুব খাৱাপ। জানি
পা, দ্বিতীয় অভিযানটা আৱো শক্ত ও কঠিন হবে কি না। মঙ্কো পৌছে
আমৰা একটা ঘৰ ভাড়া নিলাম। সেখানেই রান্টটা কাটালাম।

পঞ্চদিন দুর্মদুৰ মনে গিয়ে হাজিৰ হলাম মঙ্কো পাসপোর্ট অফিসে। কিন্তু
এখানেও অবস্থা তৈথেবচ। প্ৰথম যে অফিসারেৰ কাছে আমৰা গেলাম,
তিনি 'না' বলে দিলেন। এই 'না' শুনতে হলো দ্বিতীয় ও তৃতীয় অফিসারেৰ
কাছেও। অবশ্যে এই 'না', 'না' আৱ 'না'-এৱ বুকভৱা বেদনা নিয়ে
শাখিৰ হলাম বৱং হতে বাধ্য হলাম 'বড়কৰ্তা'-এৱ কাছে। কিন্তু
'বড়কৰ্তা'টি ছিলেন আৱো বেশী 'খবিস'। তিনি পাসপোর্ট হাতে নিয়ে
আগেৰ সংযুক্ত ছবিটা উল্টেপাল্টে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখে বললেন-

'মামাণ কী যে, আপনিই এ ছবিৰ বাহক?'

অৰ্পণ তিনি অবগুণ্ঠন সৱাতে বললেন এবং আমাৰ স্ত্ৰীৰ চেহাৰা দেখতে
ঢাইদেস। আমাৰ স্ত্ৰী বললো-

'আমি কোনো পুৱৰষেৰ সামনে আমাৰ অবগুণ্ঠন খুলবো না। তবে এখানে
কোনো মহিলা অফিসার বা মহিলা সেক্রেটাৰী থাকলে সে আমাৰ চেহাৰা
এ-ছবিৰ সাথে মিলিয়ে দেখতে পাৱে।'

এ কথায় 'বড়কৰ্তা' ভীষণ ক্ষুণ্ণ হলেন। চটে গেলেন। পুৱৰানো
পাসপোর্টটি, ছবিটো এবং অন্যান্য কাগজ-পত্ৰ এক সাথে জমা কৱে তাৰ
'খশেষ দ্রোঁয়াৱে' বেখে দিয়ে বললেন-

'আমাদেৱ শৰ্ত মুভাবেক ছবি না নিয়ে এলে আপনি পুৱৰানো পাসপোর্টও
পাবেন না, নতুন পাসপোর্টও পাবেন না!'

আমাৰ স্ত্ৰী তাকে বাৱবাৰ বোৰালোৰ চেষ্টা কৱিলো। বিভিন্ন উপায়ে,
বিভিন্ন যুক্তিতে। তাৱা কথা বলছিলো আমাৰ অজানা- কুশভাষায়। তাই
মীৰাবে শোনা এবং দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আমাৰ কিছুই কৱাৰ ছিলো না।
তবে আমাৰ শৱীৰে বাৱ বাৱ কেক্ষ-ৰক্ষ-কণিকাৱা' জুলে জুলে উঠিলো।
মনে মনে বলছিলাম- 'কী দুষ্ট এই বেঙ্গলী লাল কুশৱা! এটা কি আইনেৰ
শাখি নিষ্ঠা না ইসলাম বিষেষ?'

আমার স্ত্রী অনেক চেষ্টা করলেন তাকে বোঝানোর। কিন্তু তিনি বুঝলেন না। আমার স্ত্রীর কোনো যুক্তি তিনি উন্নেন না। তিনি বারবার এবং কথাই বলছেন-

‘ছবি দিতে হবে আমাদের শর্ত অনুযায়ী।’

আমি কাতর চোখে আমার স্ত্রীর দিকে তাকালাম। বললাম-

‘দেখো, এখানে তুমি অসহায়। কিছুই করার নেই তোমার। পর্দা রক্ষার জন্যে অনেক চেষ্টাই তো তুমি এতোক্ষণ করলে, কিন্তু কোনো ফল হলো না। তোমার চেষ্টা তুমি করেছো। যতটুকু তোমার সাধ্যে কুম্ভায়। এখন বাকিটুকু আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। ওদের শর্ত মেনে নাও। নইলে কভো আর আমরা ছুটোছুটি করবো—লোকে লোকে, ঘারে ঘারে?’

স্ত্রী আমার তখন বললো-

وَمَنْ يُقْرِبِ اللَّهَ بِحَفْلَةٍ فَلَا يَرْجِعُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَبِسُ.

‘যে ভয় করে আল্লাহকে, তার জন্যে আল্লাহ মুক্তির পথ বের করেই দেন। এবং তাকে নিয়িক দান করেন এমন জায়গা থেকে যা সে কল্পনাও করে না।’

এভাবে আমার এবং তার মাঝে কথা হচ্ছিলো। মাঝে মাঝে আমাদের কথা—কথা-কাটাকাটি ও বিতর্কের পর্যায়েও চলে যাচ্ছিলো। এতে বড়কর্তা ‘রাগ করে’ আমাদেরকে তার অফিস থেকে তাড়িয়ে দিলেন!

আমরা তাড়া থেঁয়ে বের হয়ে এলাম। আমার স্ত্রীর প্রতি আমার দয়াও হচ্ছিলো আবার ক্ষেত্রেও সৃষ্টি হচ্ছিলো। বাসায় ফিরে আমরা বিষয়টা পর্যালোচনা করলাম। আমার স্ত্রী আমাকে নিজের মতের পক্ষে যুক্তি পেশ করছিলো আর আমি আমার মতের পক্ষে যুক্তি পেশ করছিলাম। ও চাইলো আমাকে বোঝাতে আমি চাইলাম ওকে বোঝাতে। এভাবেই রাত নেমে এলো। দু'জনে ইশা পড়লাম।

উন্নত সকাটে আমার মনটা ছিলো ভীষণ ভার। নামাজের পর কোনো রকম

তুমি সেই রানী ক' ২৭

বাতের বাবারটা খেয়ে বিছানার গা এলিয়ে দিলাম- ঘুমাতে। ঘুম কি
আসবে?

কীভাবে তুমি ঘুমোচ্ছে?

আমাকে অমন নিষ্ঠেজ ভঙ্গিতে শয়ে থাকতে দেখে আমার ক্রীর চেহারা
ধ্বর্ণ হয়ে গেলো। আমার দিকে সরু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো—
'খালেদ! তুমি ঘুমোচ্ছে!'

আমি বললাম—

'ষ্যা, তুমি কি ক্লান্তি অনুভব করছো না? ঘুমাবে না?'

ও অবাক হয়ে বললো—

'থায় আল্লাহ! এ সঙ্গিন পরিস্থিতিতে কী করে ঘুম আসে? এখন ঘুমানোর
সময় না খালেদ- আল্লাহর কাছে আশ্রয় ও সাহায্য চাওয়ার সময়! উঠো!
আল্লাহর সাহায্য চাও! দু'আ করো।'

আমার ক্রীর কষ্টে কী ছিলো জানি না। আমি আর শয়ে থাকতে পারলাম
না। দ্রুত উঠে নামাজে দাঁড়িয়ে গেলাম। অনেকক্ষণ আমি নামাজ
পড়লাম। দু'আ করলাম। আল্লাহর নুসরাত ও সাহায্য চাইলাম। এরপর
আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। আবার আশ্রয় নিলাম বিছানায়। কিন্তু
আমার ক্রী। ও একটুও ঘুমালো না। সামাটা রাত ইবাদতে ইবাদতে আর
দু'আয় দু'আয় কাটিয়ে দিলো। যখনই আমার ঘুম ভেঙ্গে দেখেছি—
কখনো ওকে সিজদায়,

কখনো রুকুতে,

কখনো দাঁড়ানো,

কখনো মুনাজাতরত,

কখনো কানুরাত!

একেবারে ফজর পর্যন্ত!!

কঞ্জরে ও আমাকে ঘুম থেকে জাগালো। বললো—

‘উঠো! ফজরের সময় হয়ে গেছে।’

আমি উঠে ওঞ্জু করলাম। ফজরের পড়লাম। ফজরের পর ও একটু মুশালো
পুর অল্প সময়। সূর্যালোক ছাড়িয়ে পড়তেই ও উঠে গেলো। বললো-
‘চলো! আমাদেরকে তাড়াতাড়ি পাসপোর্ট অফিসে যেতে হবে।’

আমি বললাম-

‘কী! পাসপোর্ট অফিসে! কিন্তু কী নিয়ে যাবো? কোনু যুক্তিতে আবার
তাদের সাথনে গিয়ে দাঢ়াবো? কোথায় নতুন ছবি? কোনো ছবিই তো
এখন আমাদের কাছে নেই।’

ও তখন বেশ আস্থার সাথে বললো-

‘আমরা যাবো। চেষ্টা চালিয়ে যাওয়াই আমাদের কাজ। মঞ্চুর করবেন
আস্থাহ। তাঁর রহমত ও দয়া থেকে নিরাশ কেনো হবো?’

অবশ্যে আমরা গেলাম।

আস্থাহুর কী শান! আমরা অফিসে চুক্তিতেই আমার শ্রীর ‘পরিচিত’ আকার-
আকৃতি দেখে এক অফিসার ডেকে উঠলেন-

‘অমুক মহিলা কোথায়?’

আমার শ্রী বললো-

‘এই তো আমি এখানেই।’

লোকটি বললো-

‘এই নিন আপনার পাসপোর্ট।’

হাতে নিয়ে দেখলাম- নতুন!!

সদ্য সবকিছু পূরণ করা!!

ওক্ততেই শোভা পাচ্ছে- তার ছবি!

হিজাবময় ছবি!!

আমার শ্রী ভীষণ ঝুঁশি। আমার দিকে তাকিয়ে বললো-

‘আমি কি তোমাকে বলি নি-

‘যে আস্থাহকে ডয় করে আস্থাহ তার যুক্তির পথ বের করেই দেন।’

আমরা বের হতে ঘাঁচিলাম। তখন অফিসারটি বললেন-

‘আপনারা এবার ফিরে যেতে পারেন সে শহরে যেখান থেকে এসেছিলেন। সেখানে ছানীয় অফিস থেকে সিল লাগিয়ে নেবেন।’

আমরা ফিরে এলাম প্রথম শহরে। যেখান থেকে উক্ত হয়েছিলো আমাদের ঐ অভিযানের প্রথম পর্ব। আমার স্ত্রীর পরিবার যেখানে বাস করে, সে পাইরে। আমি মনে মনে ভাবছিলাম— এবার কাজ শেষ করে ওর পরিবারের সাথে দেখা-সাক্ষাতের পালা। আমরা আবার একটি ছোট ঘর ভাড়া করে সেখানে গিয়ে উঠলাম। পরদিন ছানীয় অফিস থেকে অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করলাম।

আপ-হামদুলিল্লাহ! এবার আর কোনো সমস্যা হয় নি। সবাই বেশ ‘শীর্ষীহের দৃষ্টিতে’ আমাদের দিকে তাকাতে বাধ্য হলো। মঙ্গো অফিস জয় করে-আসা অভিযানী দলের এটাই তো মায়া পাওনা!

বেহের বাগিচায় নির্দৃষ্টতার ফুল।

এখনোর আমরা গেলাম আমার স্ত্রীর পরিবার-পরিজনের সাথে সাক্ষাত করতে— আমার অজানা খন্দর বাড়িতে। দরোজায় আওয়াজ দিলাম। আড়িটি ছিলো ওদের বেশ পুরোনো। অতি সাধারণ। বাড়িটির জীর্ণদশা রালে দিছিলো— এর অধীবাসীরা দারিদ্র-গীড়িত।

ওর বড় ভাই দরোজা খুললো। হাজিসার এক যুবক। আমার বেচারি ঝী-ঝাইকে সামনে দেখে খুশিতে আটবানা। নেকাব খুলে ভাইটিকে লক্ষ্য করে ‘মিশন-হাসি’ হ্যসলো। তাকে উক্ততা ছড়িয়ে হাল-পুরসি করলো। আশিসন করলো।

এ দিকে ভাইটির অবস্থা কেমন ছিলো? নিরাপদে বোনের ফিরে আসায় ও দেমন আনন্দিত আবার কালো কাপড়ে তার সর্বাঙ্গ ঢাকা ধাকায় ঠিক ঝঠোটাই বিস্মিত।

আমি ওর পেছনে পেছনে ভিতরে প্রবেশ করলাম। বৈঠকখানায় বসলাম। আমি একাই সেখানে বসলাম। আর ও চলে গেলো অন্দর মহলে। ভিতরে গিয়ে ও রুশভাষায় কথা বলছিলো। আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।

কিন্তু অনুমান করতে কষ্ট হলো না যে, ভিতরের পরিবেশটা ধীরে ধীরে ধূমায়িত হয়ে উঠছে। তেসে আসছে আমার কানে ধারালো কথার বাস্তব হৈচৈ, চীৎকার। সবাই ওকে ঘিরে ক্ষোভ প্রকাশ করছিলো। চীৎকার করছিলো। ও সবাইকে সামাজ দেওয়ার চেষ্টা করছিলো।

আমি শঙ্খা অনুভব করলাম। ওর প্রতি জুলুমের আশঙ্খা করলাম। কিন্তু আমি কোনো ছির সিঙ্গাণ্ডে পৌছতে পারছিলাম না ভাষা-অভ্যন্তর কারণে পরিস্থিতির নাজুকতাও আঁচ করতেও পুরোপুরি ব্যর্থ হলাম।

হঠাতে মনে হলো— চীৎকার-চেঁচামেচিটা আমার নিকটবর্তী হচ্ছে। ধীরে ধীরে আরো কাছে আসছে। আরো কাছে। একেবারে আমার মূখ্যে উপরে। দেখলাম এক বৃক্ষ উত্তেজিত তিন যুবককে নিয়ে আমার দিনে তেড়ে আসছে। আমি প্রমাদ গোলাম। প্রথমটায় ভেবেছিলাম— তারা বুনি মেয়ে-জামাইকে শাগত জানাতেই আসছে। কিন্তু ভাষা-অভ্যন্তরকে তিরঙ্গা করলাম। তারা আমাকে শাগত জানাতে এসেছে বটে, কিন্তু থালাজ মিটান নিয়ে নয়, বরং 'কোচড়-ভৱা' কিল-ঘূর্ষি নিয়ে। একটু পরই সে কিল-ঘূর্ষি আমার উপর উজাড় করে দিলো। আমার একটু আগের জামাই বৱণ-চিন্তা বদলে গেলো নিমিশেই নিষ্ঠুর কিল-ঘূর্ষিতে!

আমি আরব রাজের সন্তান। তাই প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করলাম কিন্তু আমার আপদ-মন্ত্রককে কেন্দ্র করে ঘোলাটি হাত-পায়ের সিল্ক সঞ্চালন আমাকে কাবু করে ফেললো। আমি চীৎকার করে করে সাহার প্রার্থনা করতে লাগলাম। অনুভব হলো— শক্তি আমার নিঃশেষ হয়ে আসছে। আরো অনুভব হলো— এখানেই বুঝি আজ আমি শেষ হয়ে যাবো ওদের কিল-ঘূর্ষি-লাখি ক্রমেই তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠলো। জীবন বাঁচানোর আকৃতি নিয়ে আমি কেবল দরোজাটা খুজছিলাম। চেষ্টা যে করতেই হবে! যদি পালিয়ে জান্টা বাঁচানো যায়!

হঠাতে দরোজাটা নজরে পড়লো। হঠাতে অচিন্তনীয়ভাবে দরোজা শক্ত করে দিলাম একটা ভোঁ-দৌড়! শরীরের সমস্ত শক্তি ব্যয় করে। দ্রুতহয়ে দরোজাটা ফাঁক করে পালালাম। ছুটতে লাগলাম। ওরাও আমার পেছনে পেছনে ছুটে ছুটে আসছিলো। আমি দ্রুত লোক-সমাগমের ভিতরে ছুটে পড়লাম। এবং তাদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেলাম।

কামপর কোনো রকমে ঘরে এসে নিশ্চিন্ত হলাম। ভাগ্যিস! ঘরটা বেশী
নুরে ছিলো না। গোসলখানায় তুকে নাকে-মুখে লেগে থাকা রক্ত ধূইলাম।
পিজোর দিকে একটু ভালো করে তাকালাম। আঁতকে উঠলাম। কিল-সুষি
আর লাথির আঘাতে নাকে-মুখে-দেহে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে ছোপ ছোপ
কষ। মুখ থেকে বের হচ্ছে গলগল করে তাজা রক্ত। বের হচ্ছে নাক
থেকেও। বেয়ে বেয়ে তা ছড়িয়ে পড়ছে আমার বিশ্বস্ত দেহে, ছিন্নভিন্ন
শাশ্বাতীতে। মনে হচ্ছিলো— আমি যুক্ত-ফেরৎ এক আহত সৈনিক। তবুও
জ্ঞান শোকর আল্লাহর। তিনি আমাকে জানে বাঁচিয়ে দিয়েছেন এই
মাপত্তদের হাত থেকে!

মিষ্টি পরস্পরে মনটা আবার বাধায় কাতর হয়ে গেলো। আমি তো বেঁচে
গেলাম! আমার স্ত্রীর কী অবস্থা? ওরা যদি শুকে মেরে ফলে? ..

আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগলো ওর হিজাব-চাকা ছবি! সেও কি
আমার মতো অমন নির্দয় নিষ্ঠুর প্রহ্লাদের মুখেমুখি হয়েছে? আমি তো
পুরুষ। ধৈর্য দিয়ে, শক্তি দিয়ে এবং তাৎক্ষণিক বৃক্ষি দিয়ে পরিষ্কৃতি
সামলে উঠতে পেরেছি। সে তো এক অবলা নারী! পারবে কি সইতে!!
আমার বড় আশঙ্কা হচ্ছে— আমার স্ত্রী স্তেনে পড়তে পারে!!

বিচ্ছদের সময় কি ঘনিয়ে এসেছে?

প্রত্যানের কাজ শয়তানি করা। সে শয়তানি শুরুও হয়ে গেলো। শয়তান
আমার মনে চুকিয়ে দিলো নানা দুশ্চিন্তা ও অচিন্তা— ‘তোমার স্ত্রীর আশা
মাধ দাও। ধর্মত্যাগীনী ও হবেই হবে। ও ফিরে যাবে খৃষ্টধর্মে। তোমাকে
দেশে ফিরতে হবে একা, সঙ্গনীবিহীন!’

আমার চিন্তা বড়ো অস্ত্র হয়ে উঠলো। অজ্ঞান-অচেনা দেশ। কোথায়
যানো, কী করবো? আমি পত্নি-পত্নিকায় পড়েছি— এ-দেশে জীবনের বিশেষ
কোনো মূল্য নেই। কাউকে মারতে হলে দশ ডলারেই ভাড়াটে খুনী পাপড়া
ধায়।

ওহ! কী হবে অবস্থা? যদি আমার স্ত্রী অত্যাচারের মুখে ইয়ান ছেড়ে
শাশ্বাতীতে ফিরে যায় এবং আমার বর্তমান অবস্থান বলে দেয়— এই
মাপত্তদের? তখন ওরা যদি ভাড়াটে খুনী পাঠিয়ে আমাকে? না!

আর ভাবতে পাৰছি না!

বাতটা কাটলো আমাৰ ভীৰুৎ দুৰ্ভাবনায়। ভীত-সন্তুষ্ট অবহৃত
কোনোভাবেই চোখেৰ পাতা এক কৱতে পাৰলাম না। সকালে হুষুৰে
ধাৰণ কৱলাম। দূৰ থেকে আমাৰ শ্ৰীৰ ঘৰৱাখবৰ জন্যে গোপ্রেন্দুৰ ভূমিকায় অবজীৰ্ণ হলাম।

সারা শৰীৰে প্ৰচণ্ড ব্যথা। বেৰুতে ইচ্ছে কৱছিলো না। কিন্তু কৰ্তব্যে
ডাকে সাড়া না দিয়ে কাগুৰুষতাৰ অপৰাদ মাথায় নেবো— তেমন পুৱু
আমি নই। তাই ব্যথা-জজিৱিত দেহটা টেনে নিয়েই ওদেৱ বাড়িৰ কাটে
একটা সুবিধাজনক জাগায় অবহৃন নিলাম। সেখান থেকে ওদেৱ বাড়ি
পৱিষ্ঠাৰ দেখা যাচ্ছিলো। বাড়িৰ দিকে তাকিয়ে রইলাম। সবকিছু নিৰীক্ষ
কৱছিলাম। বাড়িৰ ফটক আটকানো। আমি বসেই থাকলাম। উত্তেজনাপূ
ণহৰ কাটাতে লাগলাম। হঠাতে দেখলাম ফটক খুলে একজন প্ৰৌঢ় বে
হচ্ছেন। সাথে সেই যুবক তিনটি, যারা সবাই মিলে ‘ভগ্নিপতিয়ে
পিটিৱেছিলো।

মনে হচ্ছে এৱা কাজে যাচ্ছে। ফটক আবাৰ বন্ধ হয়ে গেলো। একটা ব
তালাও ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। আমি নিৰীক্ষণ ও পৰ্যবেক্ষণে খণ্ড পেতে
বসেছিলাম। আমাৰ শ্ৰীৰ মুখ দেখাৰ জন্যে আমাৰ দৃষ্টি ছিলো ব্যাকু
চক্ষে। কিন্তু না! কোনো লাভ হলো না।

এ অবহৃত আমাৰ কেটে গেলো ঘণ্টাৰ পৱ ঘণ্টা। এৱ মধ্যেই দেখলা
আমাৰ ‘শঙ্কু’ তাৰ তিন জোয়ানকে নিয়ে ফিৰে এসেছেন। আমি ভীৰুৎ
ক্লান্তি অনুভব কৱলাম। দুশ্চিন্তাৰ পাহাড় মাথায় কৱে ফিৰে গেলাম।

পৰদিন আবাৰ এসে আমাৰ সতৰ্ক অবহৃন গ্ৰহণ কৱলাম। অপেক্ষা
অপেক্ষায় এবং পৰ্যবেক্ষণে পৰ্যবেক্ষণে কেটে গেলো অনেক বেলা। আবা
ফিৰে এলাম ঘৰে। ক্লান্তি নিয়ে, শ্রান্তি নিয়ে। রাজ্যেৰ দুশ্চিন্তা নিৱে
ষ্টিয়ায় দিনেৰ ব্যৰ্থতা নিয়ে।

এলো তৃতীয় দিন। না। আজো কোনো লাভ হলো না। শ্ৰীৰ কোনো ব্যৰ
পেলাম না। আমি ধীৱে ধীৱ ভেড়ে পড়তে লাগলাম। হতাশা আমাটো
চেপে ধৰলো। বাৱবাৰ এ-আশঙ্কা আমাৰ মনকে তচ্ছনহ কৱে দিচ্ছে— আ

আমার প্রিয়তম স্ত্রীকে মেরে ফেলে নি তো! শান্তির তাঙ্গে তার মৃত্যু হয় নি তো?!

শিষ্ট সাথে সাথে মন থেকে এ-আশ্কাটা ঠেলে দূর করে দিলাম।
ভাবলাম- ও যদি মরে যেতো তাহলে নিদেনপক্ষে ঘরে লোকজনের
আমাগোনা বেড়ে যেতো। একটা অস্বাভাবিক পরিষেশ বিরাজ করতো।
শিষ্ট এ-সব তো কিছুই আমার চোখে পড়ে নি! আমি যনকে প্রবোধ দিতে
গাগলাম-

‘অপেক্ষা করো মন! ও নিষ্পত্তি বেঁচে আছে! শিষ্টই তার দেখা পাবে!!’

দেখা হলো তার সাথে

চতুর্গ দিনও আমি ঘরে বসে থাকতে পারলাম না। ছুটে গেলাম ওর বাড়ির
কাছে। যথারীতি দেখলাম বাপ-বেটারা কাজে বের হয়ে চলে গেলো। আমি
অপলক তাকিয়ে রইলাম জীৰ্ণ বাড়িটার দিকে।

হঠাৎ দেখলাম ফটকটা খুলে গেছে! আরো দেখলাম ফটকের মুখটায়
আমার স্ত্রীর মুখটাও দেখা যাচ্ছে। ও এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। আমি
গভীরভাবে তাকালাম ওর দিকে। মনটা হাহাকার করে উঠলো। দেখলাম
আমার চেয়ে ওর অবস্থা আরো বেশী ধারাপ। সীমাহীন কিল-গুম্বি ও
কায়ড়ে ওর চেহারার বেহাল অবস্থা! চেহারার লাল-নীল দাগগুলোই বলে
দিছিলো- নির্যাতনের কী ঝড় বয়ে গেছে ওর উপর দিয়ে। ওর পরনের
কাপড়টাও মালে লাল।

আমি ওর করণ দশা দেখে আঁতকে উঠলাম। পারিপার্শ্বিকতা দূরে ঠেলে
ছুটে গেলাম তার একেবারে নিকটে। আরো গভীর করে ওকে দেখলাম।
মনটা হ হ করে কেঁদে উঠলো। ওর মুখের ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত ঝরছিলো।
হাত-পা'ও রক্তাক্ত। পরনের কাপড় প্রায় ছিন্নিত্ব। কোনো রকমে সতরটা
চাকা আছে। পা শেকল-বাঁধা। হাতও পেছন দিক থেকে শেকল-বাঁধা।
আমি আর সইতে পারলাম না, তুকরে কেঁদে উঠলাম! তার নাম ধরে ডেকে
উঠলাম!

www.banglayislam.blogspot.com

ভাব অবিচ্ছিন্ন।

ভাব অসিম্যত।

বেদনাম মুছতে মুছতে ও আমাকে বললো-

‘খালেদ! আমি সত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি! আমার জন্যে মোটেই উচ্চিতা হবে না! কসম মহান আল্লাহর, যিনি ছাড়া নেই কোনো ইলাহ! আমি এখন যে জুনুম-নির্যাতন সয়েছেন তার সামনে কিছুই না। চূল পরিমাপও না। সাবধান, তুমি ভুলেও আমার পরিবারের কারো মুখোমুখি হবে না। এক্ষুণি তুমি ফিরে যাও। ঘরে বসেই আমার অপেক্ষা করো। আমি আসবো। আসবোই। ইনশা আল্লাহ! তুমি দু'আ ও কান্নাকাটি বাড়িয়ে দাও। নফল নামাজ বাড়িয়ে দাও। শেষ রাতের কান্না বাড়িয়ে দাও। বিপদ মুকাবিলায় নামাজ এবং দু'আর অন্ত-সবচে' বড় অন্ত।’

আমি ফিরে এলাম আমার ঘরে। বসে বসে অপেক্ষা করলাম পুরো দিন। রাতটাও। না, সে এলো না।

এভাবে আরেকটি দিন কেটে গেলো। সেদিনও সে এলো না। তৃতীয় দিনও প্রায় শেবের পথে। দিন শেষে নেমে এসেছে রাত্রি। ধীরে ধীরে বাড়ছে রাত্রি। বাড়ছে আমার হস্তপিণ্ডের স্পন্দনও। হঠাৎ তনলাম দরোজায় কে যেনো আওয়াজ দিছে। ভীত-সন্ত্রাসচিত্তে ভাবতে জাগলাম— ‘এতো রাতে কে দরোজায়? কে হতে পারে? আমার ক্রী নয় তো? নাকি ওর পরিবার আমার অবস্থান জেনে ফেলেছে এবং আমাকে শেষ করে দিতে ভাড়াটে খুনী পাঠিয়েছে? সম্ভবত খুনী আমার সইতে না পেরে সব বলে দিয়েছে! মনে হয় ওরা এসেছে এখন আমাকে কতল করতে! মৃত্যুশীতল ভয়ে আমি কাঁপতে জাগলাম। মৃত্যু এবং আমার মধ্যকার ব্যবধান কি তাহলে একেবারেই কমে এসেছে? তবু উঠে দাঁড়ালাম। মনটাকে বশে রাখার চেষ্টা করলাম। হয়ত মণ্ডতের মালিক তো আল্লাহ! আমি এগিয়ে গেলাম। দরোজায় কান পেতে কাপাকাপা কঢ়ে জিজ্ঞাসা করলাম—

‘কে দরোজায়? কে এতো রাতে?’

তখন ভেসে এলো আমার ছীর কঠ! ও ধীর শান্ত কঠে বলছে—

তুমি সেই মানী কু ওঁ

'খালেদ, দরোজা খোলো! আমি এসেছি। তয়ের কিছু নেই।'

আমি আলো জ্বলে দরোজা খুলে দিলাম। আমার শ্রী বিষ্ণু অবস্থার ঘরে
শৈবেশ করলো। সারা দেহে ক্ষত। ছেপ ছেপ রক্ত। কাল বিলম্ব না করেই
ও আমাকে বললো-

'এক্ষণি আমাদেরকে এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে!'

আমি বললাম-

'কিন্তু তোমার এই নাজুক অবস্থায়?'

'হ্যা, কোনো উপায় নেই। জলদি! এখানে ধাকা এখন বিপজ্জনক!'

শিশুত্তির নাজুকতার পুরো উপলক্ষি আমারও ছিলো। তাই ধিমত
করলাম না। কাপড়-চোপড় দ্রুত একটা ব্যাগে ভরলাম। ও নিজেও ওর
ধাগ গোছাতে লাগলো। ও নিজের পোষাকটা একটু বদলে ফেললো।
ঠিকাবের উপরে পরলো একটা সমা চিপোচালা আবা। সবকিছু নিয়ে আমরা
গিয়ে নেমে এলাম। আমাদ্বয় মেহেরবানী, একটা ভাড়া-গাড়ি পেয়ে
গেলাম। আমার শ্রী ক্রান্তি কৃধার্ত নিপীড়িত দেহটা নিয়ে গাড়ির আসনে
বসলো।

বিমানবন্দরের পথে

গাড়িতে উঠেছিলাম আমি। উঠেই চালককে বললাম কল্প ভাষায়—
'বিমানবন্দর'। কিছু কিছু কল্প শব্দ ততোদিনে আমার আয়ত্ত হয়ে
গিয়েছিলো। কিন্তু শ্রী বললো—

'হা, এখন বিমানবন্দরে যাওয়া নিরাপদ নয়। আমরা বরং যাবো সামনের
গামে।'

আমি বললাম-

'কোনো? আমরা তো এ-দেশ ছেড়ে পালাতে চাই!'

'তা ঠিক, কিন্তু এ বিমানবন্দর থেকে নয়। কেননা আমার অবরুটা
জোলাজানি হয়ে গেলেই ওরা হমড়ি থেঁয়ে পড়বে এসে এখানে, এ
বিমানবন্দরে। আমরা বরং কোনো গামে গিয়ে এখন আশ্রয় নেবো।

তৃষ্ণি সেই রানী ৪০৬

তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবো।'

চালককে যে গ্রামের কথা বলা হয়েছিলো আমরা সেখানে ততোক্ষণে (পেছি)। নেমেই আরেকটি পাড়িতে করে অন্য আরেকটা গ্রামের ছুটলাম। তারপর আরেকটা গ্রামের দিকে। এভাবে গ্রামের পর পেরিয়ে উপনীত হলাম এমন একটা শহরে, যেখানে আন্তর্জ বিমানবন্দর রয়েছে।

বিমানবন্দরে পৌছেই আমরা দেশে ফেরার টিকেট 'বুক' করলাম। যাত্রা হিলো বিলিষ্ট। তাই শহরে দিন কয়েক ধাকার আয়োজনে ইতে হলো। একটা ছেটে ঘর ভাঙ্গা নিয়ে সেখানে উঠে পড়লাম।

ঘরে যখন আমরা কিছুটা ছিত হলাম এবং শঙ্খ ও আশঙ্খা দূর হয়ে দে তখন আমার স্ত্রী তার রাশিয়ান আবাটা খুলে ফেললো। আমি ওর পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম।

হ্যায় আস্তাহ।

দেখলাম অন্যাচার থেকে তার শরীরের কোনো অংশই বাদ যায় নি।

দেহের চামড়া ক্ষত-বিক্ষত।

এখানে ওখানে ছোপ ছোপ জমাট রঞ্জ।

কেশগুচ্ছের উপর দিয়ে বয়ে গেছে সংহারী তুফান।

ওষ্ঠব্য বেদনা-নীল।

কিন্তু চোখ দু'টো তার জুলছিলো-

বগীয় আভায়।

ঠিকানা-পাওয়া মানুষের জ্যোতির্ণোকে।

ওর চোখ দেখে আমি ভাবতেই পারছিলাম না-

ওর দেহটা বিধৰ্ণ্ণ।

আমার নীরব দৃষ্টি আপসা হয়ে আসতে লাগলো বেদনায় আনন্দে-
অমন করে জাহান্নামের উপর হাসতে দেখে- পুল্পের হাসি!

‘আমি অসবয়ে গিয়ে সবাইকে সালাম করলাম। বসলাম আমার প্রিয় পুত্রারের মাঝে।’

তারা আমার কাছে জানতে চাইলো-

‘এ আবার কী ধরনের পোষাক পরে এসেছো?’

বললাম-

‘এ ইসলামের পোষাক।’

‘ইসলামের পোষাক! সাথের লোকটি কে?’

‘আমার স্বামী! আমি ইসলাম করুল করেছি। এ মুসলিম লোকটির সাথে আমার বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে।’

তারা তখন বললো-

‘এ কিছুতেই হতে পারে না। এ কিছুতেই আমরা মেনে নেবো না।’

আমি বললাম-

‘আগে আমার কাহিনী শোনো! তারপর যা বলার বলো।’

বেপর আমি ঐ ভঙ-বণিকটির কাহিনী তাদেরকে বললাম। বললাম সে জোরে আমাকে পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করতে চেয়েছিলো তারপর কী করে আমি তার কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে তোমাদের বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছিলাম।



এরপর তারা শব্দে আমাকে বললো-

‘এ ঘর থেকে তুমি আর কক্ষনো বেঙ্গতে পারবে না! হয় ফিরে আসবে
শৃষ্টধর্মে নয় এখান থেকে বেঙ্গবে তোমার শাশ!’

এরপর এরা আমাকে বেংধে ফেললো। এবং তোমার দিকে ঝুটে এলো।
তোমাকে মারতে শাগলো। আমি শুনছিলাম তোমার চীৎকার ও আর্তনাদ।
তুমি পালিয়ে যাওয়ার পর ওরা আবার আমার কাছে ফিরে এলো। পালি
তিরঙ্কারের বিশাঙ্ক তীর নিষ্ক্রিয় হতে শাগলো আমার উপর।

এরপর ওরা বাজার থেকে শেকল কিনে এনে আমাকে শক্ত করে বাঁধলো।
তারপর তরু হলো নিষ্ঠুর বেআঘাত। প্রতিদিন নতুন নতুন ও অদ্ভুত অভ্যন্তর
বেত ব্যবহার করতো ওরা। বেআঘাত তরু হতো আসরের পর থেকে আর
একটানা চলতো গভীর রাত পর্যন্ত। সকালে আমাকে পেটানোর ক্ষেত্রে
থাকতো না। সবাই কাজে বেরিয়ে যেতো। মা আর পনের বছরের হেনে
বোনটা শুধু বাড়িতে থাকতো। বোনটাও আমাকে নিয়ে হাসি-ঠাণ্ডা ও
বিদ্রূপ করতো। এ সময়টাতেই আমি একটু নিষ্কৃতি পেতাম নিষ্ঠুর
বেআঘাত থেকে। কেননা রাতে বেহঁশ না হওয়া পর্যন্ত বেআঘাত থামতে
না।

ওদের দাবি একটাই— আমাকে ইসলাম ছাড়তে হবে। বাপ-দাদার ধর্মে
ফিরে আসতে হবে। আর আমি ক্রমাগত তা অধীকার করছিলাম। নির্যাতন
সহয় যাচ্ছিলাম। একদিন পাশে এসে আমার ছেটি বোনটি বললো—

‘আচ্ছা বলো তো, কেনো তুমি আমাদের স্বধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম করুণ
করলে? কেনো ফিরে আসবে না— তোমার মার ধর্মে? তোমার বাবা
ধর্মে? তোমার পূর্ব-পুরুষের ধর্মে?’

‘... তার জন্যে তিনি মুক্তির পথ বের করেই দেন।’

আমি আমার বোনের এ কৌতুহলকে গণীয়ত মনে করলাম। কেননা তারে
বোঝানোর এবং তার সাথে কথা বলার একটা সুযোগ পেয়ে গেলাম। আমি
তরু করলাম তাকে বোঝাতে। ইসলামের ইতিহাস ও দর্শন খুলে খুলে এক
বোধগম্য ভাষায় তার সামনে উপস্থাপন করতে শাগলাম। ব্যাখ্যা করামে

তুমি সেই রানী ফ় ৩৯

গাগলাম তাওহীদ ও একত্ববাদের বাপী। ও ধীরে ধীরে প্রভাবিত হতে শাগলো। ইসলামের শাস্তি পঞ্জাম ও সত্যতা ওর মনের আকাশে রাঙ্গা আলো ছড়াতে শাগলো।

কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি যে ওর কাছ থেকে ইসলামের পক্ষে সুস্পষ্ট বক্তব্য আসবে তা আমি কল্পনাও করতে পারি নি। আমার কথা শেষ হতে না হতেই ও বলে উঠলো-

'আপু! তুমি সত্যের উপর রয়েছে। ইসলামই সত্য ধর্ম। আমিও তোমার হতে ইসলাম করুল করতে চাই!!'

আমাকে ও অবাক করে দিয়ে আরো বললো- ঠিক বড় ও বিচক্ষণ মানুষের হতো-

'আপু! তুমি ভেঙে পড়ো না। একটু ধৈর্য ধরো। আমি তোমাকে সহযোগিতা করবো। করবোই!'

আমি বললাম-

'শোম আমার! সত্যি যদি তুই আমাকে সহযোগিতা করতে চাস্ তাহলে আমাকে আমার স্বামীর সাথে একটু কথা বলিয়ে দেয়!'

এরপর থেকেই ও ছাদে বসে তোমাকে খুঁজে ফিরতো। নীচে নেমে নেমে আমাকে জিজ্ঞাসা করতো-

'আপু দুলোভাই দেখতে কেমন?'

আমি তখন ওকে তোমার আকার-আকৃতি বলে দিতাম।

এরপর একদিন ও ঠিকই তোমাকে আবিক্ষার করে ফেললো এবং আমাকে এসে তোমার বর্ণনা দিলো। আমি বললাম-

'তুই ঠিকই ধরেছিস। ইনিই তোর দুলোভাই! আবার যখন তোর চোখে নাথে সাথে সাথে আমাকে ঘৰ দিবি।'

শোধিন তোমাকে দেখে ও আমাকে ঘৰ দিলো এবং সত্যি সত্যি দরোজা নাথে দিলো। এরপরের কাহিনী তোমার জানা। আমি বেরিয়ে এসে তোমার পর্যবেক্ষণ কথা বললাম। কিন্তু ফটকের বাইরে আসতে পারলাম না। আমার পায়ে পা ছিলো তিনটি শেকলে বাঁধা। দু'টোর চাবি ছিলো আমার প্রাইস--

তুমি সেই রানী ও ৪০

কাছে আর একটির চাবি ছিলো আমার বোনের কাছে। এ তৃতীয় চাবিটি
দিয়ে ও আমাকে শেকলমুক্ত করে বাধকমে নিয়ে যেতো। তোমার সাথে
কথা বলার পর আমার বড়ো স্তুতি অনুভব হলো।

এরপর আমার বোন ইসলাম করুণ করে ধন্য হলো। আমাকে শেকলমুক্ত
করে তোমার কাছে পাঠানোর জন্যে ও এক গোপন অভিযানে নেমে
পড়লো। ও নিজের জীবনকে সুর্কির মধ্যে ফেলে আমার জীবন রক্ষা করার
জন্যে রাতের ঘূম হারাম করে দিলো।

কীভাবে আমার ভাইয়ের কাছ থেকে চাবিটা কজা করা যায়- তার জন্যে ও,
'ফন্দি-ফিকির' শর্ক করে দিলো।

পরদিন আমার বোন ভাইদেরকে ঘোঁঝালো মদ পরিবেশন করলো। এই
দায়িত্বটা ও-ই পালন করতো। সে মদ একটু বেশী করেই শুদ্ধেরকে
খাওয়ানো হলো। ওরা পূর্ণ মাতাল হয়ে বিছানায় পড়ে থাকলো। আমার
বোনটা এ সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগালো। আস্তে করে পকেট থেকে
চাবিটা বের করে সোজা চলে এলো আমার কাছে। এসে বললো-
'প্রত্যুত হও! এক্ষুণি তোমাকে বেরিতে হবে!'

তারপর নিমিষেই ও আমাকে শেকলমুক্ত করে ফটক খুলে দিলো। অপ্রতি
বারিয়ে ঝরিয়ে বিদায় দিলো। আমি রাতের আঁধারকে আশ্রয় করে তোমার
কাছে ফিরে এলাম।'

আমি এভোক্ষণ তন্ত্রচিক্ষে আমার জীৱ মুখে তার মুক্তিৰ কাহিনী
শুনিলাম। জিজ্ঞাসা কৰলাম-

'কিন্তু তোমার বোন?! আমার প্রিয় শ্যালিকা? তার ভাগ্যে কী ঘটলো?!"

জী হাসিমুখে বললো-

'শ্যালিকাকে নিয়ে অতো ক্ষয় পেতে হবে না! ওকে আপাতত ইসলাম
গ্রহণের কথা গোপন রাখতে বলেছি! যতোদিন না ওর কোনো ব্যবহা
আমরা করবো।'

এরপর আমরা বাকি রাতটুকু ঘূমিয়ে কাটালাম।

তৃষ্ণি সেই মালী ৬ ৪১

আমা নির্ধারিত সময়ে দেশের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রান্ব দিলাম। দেশে পৌছেই
আমি ওকে একটা ভালো হাসপাতালে ভর্তি করলাম। সেখানে ওর চিকিৎসা
হলো। ও পুরোপুরি সেরে উঠলো। কিন্তু নির্যাতনের কিছু কিছু চিহ্ন তখনো
ঝোঁঝো গিয়েছিলো।^১

মিয়ে বোন!

তোমার আবেগ-সমুদ্রে ঢেউ তোলার জন্যে আমি এ-গল্প বলি নি। তোমার
জোখে বেদনার অঙ্গ-প্লাবন বইয়ে দেওয়াও আমার উদ্দেশ্য নয়। তোমার
বিশেষ ও চেতনাকে উক্ষে দেয়ার জন্যেও আমি এ কাহিনীর অবতারণা
করি নি। আমি তখু বলতে চেয়েছি-

ইসলামের আছে এমন একদল বীর, যারা তখু ইসলামের নামে, তখু
ইসলামের তরে স্বপ্ন দেবে— বেঁচে থাকার কিংবা মরে যাওয়ার। ইসলামের
গথান ও মর্যাদা বহুল রাখার জন্যে কিংবা প্রতিষ্ঠা করার জন্যে তাঁরা
ধারার খুলি ঘুঁড়িয়ে দিতে, বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিতে এবং শরীরকে
শুভ্যাঙ্গন করে দিতে পারে— শিশুর অনাবিল হাসি মুখে নিয়ে।

ঝঁজীতের আবু জেহেল ও উমাইয়ারূপী দুশমনরা, কাফের-মুশরিকরা শাস্তি
দিয়েছিলো বেলাল-সুমাইয়াকে। মনে রাখবে— আজো আছে সেকুপ আবু
জেহেল-উমাইয়ারূপী দুশমনদের ভাবশিশ্য ও মানসপুত্ররা। এ ধীনকে ধরা-
পুঁত থেকে মুছে ফেলার বড়যত্ন ও চক্ষাত্তে ব্যয় হচ্ছে তাদের দিনরাতের
ষষ্ঠ প্রহর।

বোন আমার!

তৃষ্ণি যেনো ওদের শিকারে পরিণত না হও!

তৃষ্ণি যেনো ইসলামের সম্মানজনক ও গৌরবময় কঠাহারকে গলা থেকে
ঝুঁড়ে ফেলে না দাও! তোমার সম্মান— ইসলামেরই দেওয়া সম্মান। এ-
সম্মানের অর্ধাদা করবে না। এ-সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপারে তোমাকে

১. গঠাতি ছ. ইবরাহিম আল-ফতেম লিখিত একটি বই থেকে গৃহীত.

তুমি সেই রানী ক ৪২

সাৰধান ও সচেতন থাকতে হবে। সব সময়।

এসো! ইতিহাস থেকে আলো গ্রহণ কৰিব।

আলো! পৰিজ কা'বা'ৰ প্ৰথম বাসিন্দা কে?

তিনি পুৱুষ মন- নারী! অবশ্যই পৰ্বিত নারী! হাদীসেৱ ভাবায় শোনো তাঁ
কাহিনী-

ইমুম বোখারী বল- এৱ ভাব্য অনুযায়ী হ্যৱত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম
পৰিজ মৰায় এসেছিলেন শায় দেশ থেকে। তখন তাৰ সাথে ছিলেন বিষ্ণু
হাজেৱা আৱ ছোট শিশু ইসমাইল। দুধেৱ শিশু ইসমাইল। আল্লাহুব্র ননি
ইবরাহীম আলাইহিস সালাম- মা ও শিশু-ছেলোকে কা'বাৰ কাছে রেখে
চলে গেলেন। তখন কেমন ছিলো মৰা? একদম অনাবাদ, বিৱানভূমি! নেই
লোকালয়েৱ চিহ্নমুক্ত। নেই পিপাসা-কাতৰ পথিকেৱ পিপাসা নিবারণেৱ
কোনো ব্যবহাৰ। হ্যাঁ, এমন মৰাতেই রেখে চলে গেলেন তিনি তাঁদেৱকে।
দিয়ে গেলেন না কিছুই- সামান্য ঘেজুৱ আৱ ছোট মণকড়ৱা অল্প পানীয়;
ছাড়া! তাৰপৰ ধৰলেন তিনি আবাৱ শায়-এৱ পথ।

ইসমাইলেৱ মা আলো কৰে তাকালেন আশ-পাশে।

দেখলেন নিৰ্জন ভীতিকৰ মৰণভূমি।

সুউচ্চ পাহাড়।

কালো কালো পাথৱ।

নেই জীবন-সঙ্গী।

নেই গল্প-সঙ্গী।

নেই প্ৰিয়জনেৱ কোলাহল।

কেমনে থাকবেন তিনি এই মৰ-বিঘ্নবানে!

তাৰ জীবন তো কেটেছে যিসৱেৱ আলিশান প্ৰাসাদে!

এৱপৰ কেটেছে শায়-এৱ সবুজে-ছাউয়া তৃণভূমিতে!

তাৰ ঘন গাছপালাৰিশিষ্ট কলমুৰৰ উদ্যানে!

শিনি তীব্রণ একাকীভু অনুভব করলেন।

তাকালেন বামীর দিকে। এই তো তিনি চলে যাচ্ছেন! একটু এগিয়ে গিয়ে
বললেন-

‘ইবরাহীম! এ জনমানবহীন মরণতে আমাদেরকে রেখে কোথায় চললেন
আপনি?’

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কোনো জবাব দিলেন না। বিবি হাজেরার
দিকে একটু ফিরেও তাকালেন না। বিবি হাজেরা আবার জিজ্ঞাসা
করলেন- একই কথা। এখনো আল্লাহর নবী ইবরাহীম আলাইহিস
সালামের পক্ষ থেকে কোনো সাড়া মিললো না। আবার ঘরে পড়লো বিবি
হাজেরার কঠে উৎপেগমাধা সেই জিজ্ঞাসা। এবারও আল্লাহর নবী নিরুন্নৰ,
ক্রক্ষেপহীন। বিবি হাজেরা যখন দেখলেন প্রিয় বামী তাঁর প্রতি মোটেই
ক্রক্ষেপ করছেন না, বরং অজানা কারণে তিনি তাঁকে এড়িয়ে যাচ্ছেন,
তখন প্রশ্নের ধরন ও বিষয়টাই বদলে ফেললেন তিনি। জানতে চাইলেন-

‘তাহলে কি আল্লাহর হৃকুমে আপনি আমাদেরকে এখানে রেখে যাচ্ছেন?’!

এবার শোনা গেলো হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ভৱাট কঠের
সংক্ষিপ্ত জবাব-

‘হ্যাঁ!’

বিবি হাজেরা এ জবাবের জবাবে বললেন-

‘তাহলে আল্লাহই আমাদের জন্যে যথেষ্ট! আল্লাহর হৃকুমের প্রতি আমি
পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি! তিনি আমাদেরকে এখানে ‘নষ্ট’ করবেন না।’

এরপর হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ফিরে গেলেন শামে আর বিবি
হাজেরা রয়ে গেলেন নিজের এ নতুন ‘আবাসে’। মেনে নিলেন এ কঠিন ও
নির্জন মরণবাস।

এদিকে চলতে চলতে হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন একটি
পাহাড়ের উপত্যকায় এসে নামলেন এবং স্তী-পুত্রের দৃষ্টির আড়ালে চলে
এলেন, তখন পথচলা বক করে দিলেন। খেমে গেলেন। দাঁড়ালেন
বাইতুল্লাহ অভিমুখী হয়ে। তারপর দু'হাত প্রসারিত করলেন আসমানের
দিকে। তেওঁ পড়লেন কানুনব্রা কঠে-

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرْقِي بَوَادٍ غَيْرَ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ
الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيَقِيمُوا الصَّلَاةَ فَأَجْعَلْ أَفْدَهَ مِنَ النَّاسِ ثَهْوِي
إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقْهُمْ مِنَ الشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ.

‘হে আমাদের রব! আমি আমার বংশধরদের মধ্য থেকে
কঁপেকঁজনের আবাস বানিয়ে গেলাম এক অনুর্বর
উপত্যকায়- তোমার গৃহের নিকট। হে আমাদের
প্রতিপালক! এ জন্যে যে, তারা যেনো সালাত কায়েম
করে। সুতরাং তৃতীয় কিছু লোকের অঙ্গের তাদের প্রতি
অনুরোগী করে দাও এবং ফল-ফলাদি ধারা তাদের
রিষিকের ব্যবস্থা করে দাও, যাতে তারা শোকের করতে
পারে।’

এরপর ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আর অপেক্ষা করলেন না, চলে
গেলেন শামে। আর বিবি হাজেরা নজর দিলেন শিশুপুত্র ইসমাইলের
দিকে। তাকে দুধ পান করালেন। পান করালেন পিতার রেখে যাওয়া
পানি। কিন্তু ছোট মশকের অল্প পানি একদিন শেষ হয়ে গেলো। পিপাসার্ত
হলেন তিনি। পিপাসায় কাতর হলো তাঁর দুধশিশুও। পিপাসা বাড়ে, সাথে
সাথে বাড়ে শিশুর তড়পও। বাড়ে মায়ের বেতাবি ও বেকারারি! তৈরি
পিপাসায় শিশুপুত্র মোচড়ায়, ঠোট চাটে, হাত-পা ছুঁড়তে থাকে জমিনে!
পাশে দাঁড়িয়ে অসহায় মা দেখেন তাঁর শিশুর ছটফটানি, গড়াগড়ি! যেনো
মৃত্যুর সাথে লড়ছে ও!! ব্যাকুল চোখে তাকান তিনি আশ-পাশে-

আছে কি কোনো দরদী বক্স? নেই!

আছে কি কোনো সাহায্যকারী? নেই!

কেউ নেই!

তাহলে কি তাঁর চোখের সামনে মরে ধাবে প্রিয় মানিক?

তিনিই বা কী করে দেখবেন তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে?

কিংবা পাশে বসে? .. তিনি উঠে গেলেন। ওর কাছ থেকে চলে গেলেন!
মায়ের সামনে প্রিয় সন্তানের মৃত্যু হবে আর মা চেয়ে চেয়ে দেখবেন-

তুমি সেই গানী ✶ ৪৫

কিছুই তার করার পাকবে না- এভো হতে পারে না। কিন্তু থাবেন তিনি
কোথায়? করবেনই বা কী? হঠাৎ চোখে পড়লো- সাফা পাহাড়টা! তাঁর
মিকটতম পাহাড়। ছুটে গেলেন তিনি সেখানে। চড়লেন তাঁর উপরে। যদি
দেখা যায় সাফা থেকে কোনো বেদুইন পশ্চী কিংবা মরু কাফেজা! কিন্তু না!
সাফা'র শীর্ষচূড়ায় উঠেও কোনো আনন্দের কিংবা কোনো কাফেজার
টিকিটিও দেখা গেলো না। নেমে এলেন তিনি সাফা থেকে। এবার ছুটে
গেলেন উপত্যকা ধরে- ঐ মারওয়া পাহাড়টার দিকে। উপত্যকার
মধ্যখানে এসে জামার আঁচলটা একটু উঠিয়ে নিলেন তিনি। শ্রম-ক্লান্ত
কর্মী-পুরুষের মতো দৌড়াতে সাগলেন তিনি- মারওয়া অভিযুক্তে।
উপত্যকা পেরিয়ে দ্রুত উঠতে লাগলেন মারওয়ায়। চূড়ায় দাঁড়িয়ে দৃষ্টি
নিক্ষেপ করলেন চারধারে। না, এখানে দাঁড়িয়েও কাউকে দেখা যাচ্ছে না।
দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না পানির কোনো চিহ্ন। এখন তাহলে কী করা? আবার
ছুটে যাবেন কি সাফায়? হ্যাঁ, আবার তিনি ছুটে গেলেন সাফায়। সেখান
থেকে আবার মারওয়ায়। আবার সাফায়। আবার মারওয়ায়। এভাবে
সাফা-মারওয়া করলেন তিনি- সাতবার!

সশ্রমবার যখন তিনি মারওয়ার কাছাকাছি চলে এলেন, তখনই শুনতে
পেলেন একটা ধ্বনি! ধূমকে দাঁড়ালেন! আপন মনে বলে উঠলেন- 'চুপ'!
ধ্বনিটি আবারো শোনার চেষ্টা করলেন। আবার বলে উঠলেন আপন মনে-
'একটু আগে কী শুনলাম আমি? আছে কি আশ-পাশে কোনো
সাহায্যকারী?' না, এবারও কোনো সাড়া মিললো না। এবার তাকালেন
তিনি শঙ্কাভরা চোখে তাঁর মানিকের দিকে! হায় আল্লাহ! তোমার কী
কুদরত! কী কারিশমা তোমার কুদরতের!! ঠিক 'জমজম'-এর জায়গাটায়
মানিক যে তাঁর পদাঘাত করছে! নাকি হ্যাতাঘাত! আর ঐ তো ঠিক সেখান
থেকেই মাটি ঝুঁড়ে বেরিয়ে আসছে স্বচ্ছ পানির একটা বেগবান ধারা।

মা হাজেরা দ্রুত ছুটে গেলেন সেই পানির দিকে! আবে জমজমের দিকে!
আবে হ্যাতাতের দিকে!! দ্রুত-হাতে পাড় বাঁধলেন। পানি আটকালেন।
তারপর আঁজলা ভরে পানি নিয়ে মশক ভরলেন। যদি পানি শেষ হয়ে
যায়? কিন্তু পানি শেষ হচ্ছিলো না। তৈরি বেগে জমিন থেকে পানি
উৎসারিত হচ্ছিলো। অদূরে দাঁড়িয়েই বুঝি মৃদু মৃদু হাসহিলেন স্বর্গীয় দৃত
হ্যাতে জিবরীল আমীন! হ্যাঁ, কাছে এসে তিনি মা হাজেরাকে বললেন-

ତୁମି ସେଇ ନାରୀ କୁ ୪୬

‘ଶକ୍ତି ହସ୍ତୋ ନା ହେ ନାରୀ! ଏ ପାନି ଶେଷ ହବାର ନଥ୍! ଫୂରିଯେ ଯାବାର ନଥ୍। ଜାନୋ ନା, ଏଖାନେଇ ରମ୍ଭେହେ ଆଲ୍ଲାହୁର ସର! ତା ଅଚିରେଇ ନିର୍ମିତ ହତେ ଯାଏଁ ଏହି ଶିଖ ଆର ତାର ପିତାର ହାତେ!’

‘ହେ ପୁଣ୍ୟବତ୍ତି ହାଜେରା!

ତୋମାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅତୁଳନୀୟ!

ତୋମାର ଧର୍ମରେ କାହିନୀ ବିଶ୍ୱାସକର!

ସମ୍ରିନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଲ୍ଲାହୁ ଇଚ୍ଛାକେ ବାନ୍ଦବାୟନେର ଯେ ଲଡ଼ାଇ ତୁମି କରେହୋ ଏବଂ ଯେ ବୀନ୍ତରୁ ତୁମି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେହୋ— ପୃଥିବୀର କୋନୋ ‘ନାରୀ ଇତିହାସେ’ କୁଳେ ପାଓଯା ଯାବେ ନା— ତାର ନଜୀର ଓ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ । ଯାବେଇ ନା! ତୋମାର ନଜୀର ତୁମ୍ଭୁ ତୁମି! ତୋମାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ତୁମ୍ଭୁ ତୁମି! ତୁମ୍ଭୁଇ ତୁମି!!’

ଏହି ହଲୋ ସଂକ୍ଷେପେ ବିବି ହାଜେରାର ମାହାତ୍ୟାଗାଧା । ଯାର ଧର୍ମରେ କାହିନୀ, ସାର ଭ୍ୟାଗେର କାହିନୀ ଆଜ୍ଞା ଅଜ୍ଞାନ ନିସ୍ତ୍ରୁତ କଟେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୟ ଏବଂ ପାଥେର ଯୋଗାର ଅସଂଖ୍ୟ ଅଗଣିତ ହାଜେରା-ପ୍ରେସାର ଚଲାର ପଥେ । କିନ୍ତୁ ଏ ତୋ ତାର ସମ୍ମାନେର .. ମାହାତ୍ୟେର ଛୋଟ ଏକଟି ନିର୍ଦର୍ଶନ! ତିନି ତୋ ଏ ଶୁଦ୍ଧତା ଥେକେ ଅନେକ ଅନେ-କ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରଇଛେ! ତାର ଆଲୋଚନା ତୋ ହାନ ପେହେହେ ପାକ କୁରାନେର ପାତାଯାଓ! ଆଲ୍ଲାହ ତୋ ତାକେ ସମ୍ମାନିତ କରେଛେ ନବୀ-ପତ୍ରୀ ଓ ନବୀ-ମାତା ବାନିଯେଓ! ତିନି ନବୀଦେର ମା! ତିନି ଓଳୀଦେର ଆଦର୍ଶ!

ହ୍ୟା, ଏହି ହଲେନ ବିବି ହାଜେରା!

ଏହି ହଲୋ ତାର ପୁରସ୍କାର!!

ହ୍ୟା, ତିନି ମରୁବାସୀ ହେଯେଛେନ!

ମେଖାନେ ଶକ୍ତା-ଆଶକ୍ତାର ଓ ଶିକାର ହେଯେଛେନ!

ପିପାସାର୍ତ୍ତ ହେଯେଛେନ, କୁଧାର୍ତ୍ତ ହେଯେଛେନ!

କିନ୍ତୁ ସବନ ଜେନେଛେନ ଏ-ସବହି କୁଦରତେର ଇଶାରାୟ,

ତଥନ ମେନେ ନିୟେଛେନ ତିନି ଏ-କଠିନ ମରୁବାସ ଅବଲୀଲାୟ!

ତିନି ନିର୍ବାସିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରେଛେ, କିନ୍ତୁ ଆଲ୍ଲାହୁର ପଥେ! ତାଇ ଆଲ୍ଲାହ ପରେ ତାକେ ଦିଯେଛେନ ସୁଖ ଓ ଆନନ୍ଦ! ଦିଯେଛେନ ଭାଗ୍ୟ ସୁଧ୍ୱାସନ୍ନ! ଏମନ ନାରୀର ଏମନ ନିର୍ବାସନକେ ଲଙ୍ଘ୍ୟ କରେ ତୁମି ସଦି ବଲୋ— **لَعْرٌ بِلَعْرٍ** ତାହଲେ

কলতেই পারো!!

কোনো না কোরা এই،
غباء؟

মৈ আল্লাহর সৎ বাস্তা! পুণ্যবাস্তা!

মুঠোর হাজার বিজ্ঞার বিজ্ঞার অসৎ ও নষ্ট মানুষের ভিত্তে!

يَقْبضُونَ عَلَى الْجَمْرِ .. وَيَمْشُونَ عَلَى الصَّخْرِ ..

وَيَسْتَوْنَ عَلَى الرَّمَادِ .. وَيَهْرِبُونَ مِنَ الْفَسَادِ ..

মৈ জুলন্ত আশুলকেও প্রয়োজনে আকড়ে ধরে,

মৈ তৈন প্রস্তরকেও বানায় (মসৃণ) পথ!

আতনঠাসা ছাইয়ের উপর এঁরা রাত কাটায়,

মৈতো আছে অন্যায়-অনাচার আৱ পাপ-পক্ষ-

পাশিয়ে বেড়ায় এঁরা তা থেকে- নিরস্তর!

ঘো, সত্যপুষ্ট ওদের কথা!

কোনো পাপশ্পর্শ কলুষিত করেনি- ওদের লজ্জাহ্লান!

মুষ্টি ওদের নিষ্কলুষ, মুক্ত- পাপ-চাহনি থেকে!

ওদের কথায় নেই ছল-চাতুরীৰ ঝঞ্চ ছিটানো!

ওদের মজলিস! নেই গীবত-শেকায়াত! পরনিষদা-পরচর্চা!

ঘো যখন দাঁড়ায় আল্লাহর সকাশে-

দাঁকি হয়ে যায় ওদের পক্ষে ওদেরই হ্যাত-পা!

কথা বলে উঠে ওদের কান!

ঘোল হয়ে উঠে ওদের চোখ!

আল্লাহর সকাশে দাঁড়িয়েই ওরা আনন্দিত হয়!

মুসংবাদপ্রাণ হয়েই ওরা আপুত হয়!!

ওদের বিপক্ষে সাক্ষি দিতে পারে না-

এমন চোখ, যা দেখেছে পরলাগী।

এমন কানও, যা উনেছে অবৈধ গান।

বরং ওদের পক্ষে সাক্ষি হয়-

এমন চোখ, যা কেন্দে কেন্দে হয় সারা-

শেষ রজনীর নির্জন বেলায়!

আর দিবসে! ধাকেন এঁরা পরিত্ব!

যেনো চিক্কিটি শিশির কণা!

যখনই আসে জিহাদের ডাক,

আজ্ঞা বিলানো তখন ওদের জন্যে সবচে' সহজ কাজ!!

হ্যাঁ, এরাই, বুঝি! তৃবা লিল গোরাবা!!

হে নাম না-আনা নাগী।

ধন্য তোমার কুরবানী।

এ কাহিনী ফেরাউন কন্যার এক পরিচারিকার। কেশবিন্যাসকারি ইতিহাস আমাদের জন্যে তাঁর নামটা সংরক্ষণ করে রাখে নি, তবে কর্ম সংরক্ষণ করে রেখেছে। তাঁর ভ্যাগ সংরক্ষণ করে রেখেছে। কুরবানী সংরক্ষণ করে রেখেছে। সে ভ্যাগের কাহিনীই এখন তো নিবেদন করছি।

তিনি ছিলেন এক সঙ্গী মহিলা। তিনি এবং তাঁর স্বামী ফেরাউনের অধাকতেন। তাঁর স্বামী ছিলো ফেরাউনের প্রিয়ভাজন। নিকটজন।

ফেরাউনের আশ্রয়ে থাকলেও তাঁরা ঈমান কবুল করে ধন্য হয়েছিই গোপনে গোপনে। ইঠাঁ কী উপায়ে যেনো ফেরাউন মহিলাটির প্র ঈমান আনার কথাটা জেনে ফেলে। আর যায় কোথায়! সাধে সাধে। এনে তাঁকে ইত্যার নির্দেশ দিলো ফেরাউন।

কিন্তু মহিলার বিষয়টি গোপনই থাকে। ফেরাউনের মহলে তার মেয়েদের কেশবিনাস করে করে তাঁর সময় চলছিলো। যিনিমায় যা পেঙ্গেন তা দিয়ে পাঠ সন্তানের ভরণ-পোষণ চালাতেন বেশ কঢ়ৈ। বড়ো ভালোবাসতেন তিমি তাঁর সন্তানদেরকে।

পিতাদিনের মতো একদিন তিনি ফেরাউন-তনয়ার কেশবিনাস করছিলেন। অসতর্কতার মুহূর্তে হঠাৎ তাঁর হাত থেকে টিক্কনিটা পড়ে গেলো। তখন মৃগদের গভীরে প্রোথিত তাঁর ইমান কথা বলে উঠলো। তাঁর মুখ ফসকে পরিয়ে এলো— ‘বিসজ্জিত’! তখন ফেরাউন-তনয়া বিশ্মিত হয়ে বললো—

‘এই! আল্লাহর নামে মানে আমার আক্ষয়ার নামে তো?’

তখন কেশবিন্যাশকারিণী মহিলাটির ইমানী পায়ুরত আরো জোরে কথা বলে উঠলো! ইমানী জ্যবাকে কড়োক্ষণ আর চেপে রাখা যায়? পারলেন না তিনি ইমানকে লুকিয়ে রাখতে! তেজোদীত কষ্টে বলে উঠলেন—

‘অসন্তুষ্ট! বরং আল্লাহর নামে! যিনি আমার রব! তোমার রব। তোমার আক্ষয়ারও রব!’

তখন ফেরাউন-তনয়ার বেশ বিশ্মিত হলো এই ভেবে যে, তার আক্ষয়া ছাড়া আর কে প্রসূ হতে পারেন? কার ইবাদত করা হতে পারে?

ফেরাউন-তনয়ার পেটে কথাটা একেবাহী হজম হলো না। বিষয়টা সে মানাকে জানিয়ে দিলো। ফেরাউনও বিশ্মিত হলো। তাবলো, তাহলে তার আসাদে তাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো ইবাদতও চলে।

‘পরই তব হলো ফেরাউনী তাত্ত্ব। সর্বাধীনী তাত্ত্ব। কাল-বিলম্ব না করে মহিলাকে ডেকে পাঠানো হলো। আসতেই ফেরাউন জিজ্ঞাসা করলো—

‘তোমার রব কে?’

মহিলাটি জ্বরে বললেন—

‘আমার এবং আপনার রব একজন! তিনি হলেন— আল্লাহ!’

মাথে সাথে ফেরাউন তাঁকে বন্দি করার হকুম করলো। তাঁকে তাঁর বিশ্বাস থেকে সরে আসার নির্দেশ দিলো। শীকারোক্তি আদায়ের জন্যে চলতে আগলো অযানবিক বেতোঘাত।

তুমি সেই রানী ও ৫০

কিন্তু ফেরাউন যা ভেবেছিলো তা হলো না। মহিলা ইমান তরক করলো না। ফেরাউন তখন পিঙ্গলের একটা ইয়া বড় পাত্তিল আনালো। তারপর তেল ভরে গরম করলো। তেল গরম হতে হতে টগবগ করতে লাগলো। এরপর সে মহিলাকে পাত্তিলের কাছে আনার নির্দেশ দিলো। মহিলা এসে এ-সব আয়োজন দেখে বুঝতে পারলেন- তাঁর আয়ু কুরিয়ে এসেছে। লিঙ্গ ঘাবড়ালেন না। ইমানের পথ থেকে সরে এলেন না। ভাবলেন- জীবন কোন একটাই! ইমান আনার কারণে এই এক জীবনের সেতু পেরিয়ে সময়ের পূর্বেই যদি ‘দীদারে মাওলা’ নসীব হয়, তাহলে কেনে আমি ‘লাক্ষাইক’ বলবো ন্তা?!

ফেরাউন জানতো- মহিলার কাছে সবচে প্রিয় হলো তাঁর পাঁচ এতিম স্বানি। ওদের ভৱণ-পোষণের ব্যবস্থা করে সে তাঁর প্রাসাদে কাজ করেই। ফেরাউন ঢাইলো- মহিলাকে আঘাত করতে, শক্ত আঘাত! ‘ফেরাউনী’ আঘাত! তাই সে তাঁর পাঁচ সঞ্চানকে তাঁর সামনে হাজির করলো।

ধরে আনার সময় ওয়া বুঝতে পারছিলো না কোথায় তাদেরকে লিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং কেনো? কিন্তু যখন মাটকে দেখলো শেকলবাঁধা, বীপ্তি পড়লো তাঁর কোলে।

কাঁদতে কাঁদতে যাও তাদেরকে আকড়ে ধরলেন!

মৃখে মৃখে মৃখ খিলালেন!

চোখে চোখে চোখ ঘষলেন!

এতিম মানিকদের শরীরের আশ নিলেন!

মেহজুর টপটপ ফৌটা ওদের উপরে ‘চালতে’ লাগলেন।

একেবারে ছোট মানিকটিকে তিনি বুকে তুলে নিলেন!

সোজাগতে দুখ খাওয়ালেন!

ফেরাউন ‘মাতৃমুত্তা’র এ-দৃশ্য দেখে মনে মনে হাসলো। তরু কলা নিষ্ঠুরতার বেলা। বড় ছেলেটিকে টগবগে তেলে ফেলে হত্যা করার নির্দেশ দিলো! সৈন্যদা সাথে সাথে তাঁর হৃকুম ভাবিল করতে ওকে মায়ের কে খেকে ছিলিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো সেই গরম তেলের দিকে! আহ! অঞ্জলেটিন সে কো কান্দা! ‘মা! মা!’ বলে ও চীৎকার করছিলো। সৈন্যদা

କାହେ ମିନତି କରଛିଲୋ । ଫେରାଉନେର କାହେ ଅନୁମଯବିନ୍ୟ କରଛିଲୋ । କାନ୍ଦାର
ପଥକେ ଗରକେ ହାତ-ପା ଛୁଡ଼ିଛିଲୋ । କରଣ କଟେ ଡାକଛିଲୋ ଛୋଟ ଭାଇଦେର
ଶାଖ ଧରେ ଧରେ । ଏଦିକେ ପାଷାଣ ସୈନ୍ୟର ଓର ହାତେ ଆଘାତ କରଛିଲୋ । ମୁଖେ
ଶାରଙ୍ଗ ମାରଛିଲୋ । ମା କରଣ ଚୋଖେ ଭାକିଯେ ରହିଲୋ ପିଯି ସଞ୍ଚାନେବ ଦିକେ ।
କାହିଁ ବରା ଦୃଢ଼ିତେ । ବିଦ୍ୟାଯମାରୀ ଚାହନିତେ ॥

କିଛକଣେର ଭିତରେଇ ବାଲକଟିକେ ନିକ୍ଷେପ କରା ହଲୋ ଫୁଟ୍‌ସ୍ଟ ତେଲେ ।

ଆ ଏ ଅସହନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେନ ଦମ ବର୍ଜ କରେ ।

ଆସିନୀରେ ବୁକ ଭାସିଯେ ।

ଭାଇୟରେ ସହୋଦରେର ଅମନ କରଣ ଅବହା ଦେଖେ ମୁଁ ଢାକଳୋ- ଛୋଟ ଛୋଟ
କୋମଳ ହାତେ । ଓଦେର ଆର୍ତ୍ତ ଚୀର୍କାର ଥେକେ ଥେନୋ ଭେସେ ଆସିଲୋ-

'ତୋମରା କେନୋ ଆମାଦେର ଭାଇୟାକେ ମେରେ ଫେଲିଲେ ?

ଏଥମ କେ ଆମାଦେରକେ ଆଦର କରିବେ ?

ତୋମରା ଆନାପ ।

ତୋମରା ନାହିଁ ।

ତୋମରା ଅମନୁଷ ।'

କୁଟେଇ ହେଠେ ଦେହେର ବେଶ-କୋମଳ ହାଜିଡ଼ଗଲୋ ଗଲେ ଗେଲୋ । ସାଦା ହୟେ
ଉପରେ ଭେସେ ଉଠିଲୋ । ଫେରାଉନ ଏରପର ତାକାଳୋ ମହିଳାର ଦିକେ । କୃଟିଲ
ଚୋଖେ । ନିଟୁର ପାଶବିକତାଯ ନୃତ୍ୟ କରିଛିଲୋ ତାର ଚୋଖେର ତାରା । ଫେରାଉନ
ମହିଳାକେ ଆବାର ଈମାନ ତରକ କରିବେ ବଲଲୋ । ମହିଳାଓ ଆବାର ଅସ୍ତ୍ରୀକାର
କାଲେନ । ଫେରାଉନ ଆରୋ କୁକୁ ହଲୋ । ଭିତ୍ତିଯ ସଞ୍ଚାନଟିକେ ତେଲେ ନିକ୍ଷେପ
କରାଯ ହକୁମ ଦିଲୋ । ତଥନ ସୈନ୍ୟରା ମାଯେର କାହ ଥେକେ ତାକେଓ ଆଗେର
ଥିଲୋ ଟେଲେ ନିରେ ଗେଲୋ । ଏକଟୁ ପର ମେଓ ନିକିଷ୍ଟ ହଲୋ ତାର ଭାଇୟାର
ନିଜେ । ମା ଏକ ସଞ୍ଚାନେର ଚଳେ ଯାଓଯା ଦେଖେବେଳ ଏକଟୁ ଆଗେ । ଏଥନ
ନେଥରେ ଆବ୍ରେକଜନେର ଚଳେ ଯାଓଯା ! ଅଞ୍ଚପ୍ରାବିତ ଚୋଖେ । ହୟା, ଏକଟୁ ପର
ତାର ହାଜିଡ଼ ଗଲେ ଗେଲୋ । ସାଦା ହୟେ ଉପରେ ଭେସେ ଉଠିଲୋ । ନା ! ମା ଏଥିମେ
ଅର୍ଥିଚିଲ ! ଈମାନ ଓ ତାର ଅଟିଲ ! ତାର ରବ-ଏର ସାଥେ ମିଳନ-ସମ୍ପ୍ରେ ତବୁଓ ତିନି
ନିଜା-ବିଭୋର ।

ଏରପର ଏଲୋ ତୃତୀୟଜନେର ପାଶା । ଏକଇ ନିଟୁରତାଯ ! ନା ! ତବୁଓ ମା ଟିଲିଲେନ

ନା! ଈମାନ ଥେକେ ଫିରେ ଗେଲେନ ନା ଫେର୍ରାଉନେର ଅଭୂତ୍ତ! ପ୍ରଭୃତି ଆଶ୍ରାହର! ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଥେକେ ଟଳେ ଗେଲେ ଯେ ଜାହାନାମେର ତଣ ଆଶନ ହବେ ସବୁରେ ଠିକାନା!

ମା'ର ଅବିଚଳତା ଦେଖେ ଫେର୍ରାଉନେର ମାଧ୍ୟାର ରଙ୍ଗ ଘୋରପାକ ଥେତେ ଲାଗ୍ବ ଅଗେ; ଏବାର ଚତୁର୍ଥ ସଞ୍ଚାନେର ପାଳା। ଏକହି ନିଷ୍ଠାରତାର ଚାଲାନୋ ହଲୋ ଏ ତାତ୍ତ୍ଵବଳୀଲା। ଓ ହିଲୋ ବେଶ ଛୋଟ! ମାଯେର ଆଁଚଳ ଧରେ ଲେ କୀ କାନ୍ଦା! ସେ ଟୌରକାର! ପାହାଡ଼-ଟଳା ଟାଙ୍କାର! ସୈନ୍ୟରା ସଥନ ଟେଲେ ଓକେ ମାଯେର ଆଁଚଳ କରଲୋ, ତଥନ ଓ ଝାପିଯେ ପଡ଼ଲୋ ମାଯେର ପାଯେ! ଆକଡେ ଧରୁ ମାତ୍ରପଦ୍ମାଗଳ! ଶିଶୁମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଟତେ ଭେସେ ଗେଲୋ ଶୁଗଲପଦ! ତବୁ ଫେର୍ରାଉ ନିଷ୍ଠାର ହନ୍-ସମୁଦ୍ରେ ଦୟା-ମାୟାର ବାତାସ ବଇଲୋ ନା! ତରଙ୍ଗ ତୋ ଉଠିଲୋଇ ମା ଓକେ ଆବାର କୋଳେ ନିତେ ଚାଇଲେନ। ଚମ୍ବ ଦିଯେ ଶେଷ ବିଦ୍ୟାଯା ଚାଇଲେନ! ବାଧ ସାଧଲୋ ନିଷ୍ଠାର ସୈନ୍ୟରା! ଛୋଟ ଶିଶୁ! ମୁଁଥେ ଠିକମତ କାହିଁବୋଟେ ନି! ଶୋନା ଯାଇଛିଲୋ ତଥୁ ଅଳୋଦଗାଁ, ଆଶ୍ୟାଜେର କାତର ମିନତି! ବୋଝା ଭାବାୟ କୀ ବଲାଇଲୋ ଓ? ଓ କି ବଲାଇଲୋ-

'ମା! ଆମି ମରତେ ଚାଇ ନା! ଆମି ବାଂଚତେ ଚାଇ! ଆମି ଚଲେ ଗେଲେ ଆ ଛୋଟ ଭାଇୟାଟିକେ ରୋଜ ରୋଜ କେ ଆଦର କରବେ? ଚମ୍ବ ବାବେ? ମା! ସଞ୍ଚି ଫେର୍ରାଉ ଆମାକେ ଏଇ ଗରମ ତେଲେ ପୁଡ଼େ ମାରବେ? କେମନେ ସଇବୋ ଓ ଆଶନେର ତାପ?'

କର୍ଯ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେଇ ଭେସେ ଉଠିଲୋ ଛୋଟ ଶିଶୁଟିର ସାଦା ସାଦା କୋମଳ ହ୍ୟାଙ୍କ ଏକେ ଏକେ ଚାରୁଟି ମାନିକେର ନୃଶଂସ ହତ୍ୟା ଦେଖଲେନ ମେହମାନୀ ମା- ତାବି ତାକିଯେ! ନୀଳ ବେଦନାୟ ପାଥର ହଯେ! ତା'ର ଦୁ'ଚୋରେ ବୟେ ଚଲେହେ ଶୋକା ଅବାଧ ବନ୍ଯା!

ଆହ! ତା'ର ସଞ୍ଚାନଦେର ଚିରବିଜ୍ଞେଦ-ବେଦନା କେମନେ ସଇବେନ ତିନି? ବିଶେ ଏଇମାତ୍ର ନିଷ୍ଠାରତାର ବଳି ହଞ୍ଚା ଛୋଟ ମାନିକେର ବେଦନା? ଯାକେ କତୋ ଆ ଦିଯେହେନ ତିନି! ଦିଯେହେନ କତୋ ସୁହାଗମାରୀ ଚମ୍ବ! ଓ ସଥନ ରାତିତେ ମୁମ୍ଭୋ ନା, ତାକେଓ ତଥନ ନିର୍ଧୂମ ରାତ କାଟାତେ ହତୋ! ଓ ସଥନ କାନ୍ଦତୋ ତିନି କାନ୍ଦତେନ! ରାତର ପର ରାତ ଓ ତା'ର କୋଳ ଜଡ଼ିଯେ .. ବୁକ ଜାରି ଘୁମିଯେହେ! ତା'ର ଚଳ ନିଯେ ଖେଲା କରେହେ! ମାରେ ମଧ୍ୟେ ତିନି ନିଯେ ହୟେହେନ ଓର ଖେଲାର ସଙ୍ଗନୀ! ଓ ଆଜ ନେଇ! ଓ ଆଜ ନିଷ୍ଠାରତାର ଶିଖ ହାଯା! ଏମନ ବେଦନା ଯେ ସଇବାର ନାଁ!

তুমি সেই মানী ৪০ ৫৩

কালিপাটি বাবার চোখে আঁচলচাপা দিচ্ছিলেন। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। এরই মাঝে নিষ্ঠুর সৈন্যরা তাঁর দিকে আবার এগিয়ে গেলো। যেনে একদল দানব এগিয়ে আসছে ধাক্কাধাকি করতে করতে!

দুর্ঘৃষ্য শিতর মুখে কথা ফুটলো

জ্ঞান কেন্দ্রাঞ্জনের মনে দয়া ফুটলো না!

পাথানের দল এবায় মায়ের শেষ মানিক- দুর্ঘৃষ্য নবজাতকটিক ধরে নিয়ে গেলো! ও তখন হাসিযুখে বুকের দুধ বাছিলো। কী ঘটে চলেছে—
১. ইবা তার বোঝে সে! কিন্তু যখন পাথানেরা হেঁচকা টান দিয়ে ওকে নিয়ে গেলো ওখন তার বিলাপ, তার ‘শিওকান্না’ আকাশ-বাতুঃ ভারি করে ফুলো! আর্তক্ষনি বেরিয়ে এলো মায়ের বিজেহস-জর্জিরিত ও বেদনা-
গুরিত হস্য থেকে!

জ্ঞান যখন দেখলেন মায়ের বিজেহস-গীড়া ও সন্তানহারা বেদনার অসীম
ক্ষত্যাতা, তখন বুঝি ঢেউ উঠলো তাঁর কুদুরতের সাগরেও। তিনি তখন এই
নবজাতকের মুখেই ভাষা দান করলেন! কথা ফুটিয়ে দিলেন!
বিজাতক মায়ের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো—

يَا أَمَاهُ اصْبِرِيْ فَإِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ

‘মা! সবর করো! তুমি তো সঙ্গের উপর রয়েছো!’

ঐতোটুকু বলার পরই সে আবার নির্বাক শিশু হয়ে গেলো!

ঐ আরেকটু পরই সে তলিয়ে গেলো গরম তেলে!

ঐ খেম ওর মুখে লেগেছিলো মায়ের বুকের দুধের সাদা চিহ্ন!

ঐ ধরা ছিলো মায়ের মাথার কয়েকটি কেশ!

ঐ জামাটা সিঙ্ক ছিলো মায়ের শুভ্রাত্মক বেদনাধান্য!

ঐ আরেকটু পরই ডেসে উঠলো তার গলিত সাদা হাজিড়!

ঐ বেই মায়ের চোখের সামনে শেষ হয়ে গেলো—

ତୁମି ସେଇ ରାନୀ ୪୫

କାକଳୀମୁଥର ଏକଟି ବାଗାନେ ଯେନୋ ଝଡ଼ ବୟେ ଗେଲୋ!

ଆର ସବ ନୀରବ ହ୍ୟେ ଗେଲୋ!

ପାର୍ବି ନେଇ, କୃଜନ୍ମ ନେଇ।

ବୃକ୍ଷ ନେଇ, ଫୁଲଓ ନେଇ!

କୋକିଲ ନେଇ, ଗାନ୍ଧ ନେଇ!

ନେଇ କୋନୋ ସ୍ପର୍ଶନ!

ସାରା ଦିନଯାତ୍ର ଆର କଥନୋ ଓରା ମାକେ 'ମା' ଡାକବେ ନା!

ଏଟା-ପୋଟାର ମିଷ୍ଟି ବାଯନା ଲିଯେ ଆଁଚଳେ ଝୁଲବେ ନା!

ଏଥନ ତାରା ଅନ୍ୟଲୋକେର ବାସିନ୍ଦା!

ଶହିଦୀଲୋକେର ଗର୍ବ ତାରା ।

ଶାହାଦତେର ଆକାଶେର ଛୋଟ ଛୋଟ ନୟତା ତାରା!

ଏଥନ କୀ ଆହେ ତାମେର? କିଛୁଇ ନେଇ!

ଆର ଏ ଦେ ଆହେ ତୁ ହାଜିଡ଼ଗଲୋ,

ସାଦା ସାଦା କଟି ହାଜିଡ଼ଗଲୋ,

ଟପବର୍ଗେ ତେଲେର ଉପରେ ବା ଭାସହେ, ଆବାର ଝୁବହେ ।

ଆବାର ଭାସହେ ଆବାର ଝୁବହେ ।

ଅସହାୟ ଅବଳା ନାହିଁ ତୁ ତା ଦେଖେ ଆର ଅଞ୍ଚ ଘରାଯ ।

ଅଞ୍ଚ ହାଡ଼ା ତାଂର ଆର ଆହେଇ ବା କୀ?

ଆହ! ତିନି ତୋ ମା! କେମନେ ସଈବେନ ମା?

କେମନେ ଆର ତାକିଯେ ଧାକବେନ ଏହି ହାଜିଡ଼ଗଲୋର ଦିକେ?

କାର ହାଜିଡ଼ ଏଣଲୋ?

ଏଣଲୋ ତାଂର ମାନିକଦେର ହାଜିଡ଼!

ଯାରା ଗୁହ ମାତିଯେ ରାଖତୋ କୋଳାହଳ କରେ କରେ!

ତାଂର କୋଳ ହୃଦୟ ବହିଲୋ ତୁବନ ଆନନ୍ଦର ଫଳଧାରା!

গাঁথি-আনন্দে আৱ সুখ-উত্তোলে-
কেটে যেতো দিনমান সারাবেলা।
কখনো যদি কেঁদেছে তাৱা,
আহ! এখন মায়েৰ কী যে অমতা!
আসৱ দিষ্টে, সেই দিষ্টে, ভালোবাসা দিষ্টে,
আস মন ভোলানো সাজুনা দিয়ে তলিয়ে দিতেম-
পথ গাল ফোলানো, চোখ বৰানো ছেট ছেট দুঃখ-বাধা!
বাজনা ধৰাব সেই রঞ্জিন দিনগুলো আৱ আসবে না।
আৱ আসবে না উৎসব-আনন্দে নতুন পোধাকেৱ মজা-শুটা!
এৱা সে সব থেকে এখন দূৱে, বহু দূৱে।

একটু পৱই আসছে তাৰও পালা!
এই ভালো!
যে পথে কুৱান হয়েছে বুকেৰ ধন,
সে পথেই যেতে চান তিনি!
অথচ ইচ্ছে কৱলে এখন বেঁচে যেতে পারেন তিনি!
তথু কি তাই?
ধীচাতে পারতেন এ পাঁচ শিখকেও তিনি।
তথু একটি কথা উচ্চারণ কৱে!
ফেনাউনকে শনিয়ে একটি কুকুৰী বাক্য উচ্চারণ কৱে!
কিম্বা সে যে মানা!
দিমানেৰ ফুলবাগানে প্ৰবেশ কৱে-
কে ফিরে যেতে চায় কুফৱেৱ কঁটাবলে?
ফেনাউনেৰ কাছে কী আছে, আৰাধাৱ ছাড়া?
কাণ্ঠা ছাড়া?

অথচ আল্পাহুর কাছে আছে—

ওধু আলো আৰ আলো!

ওধু শান্তি আৰ শান্তি!

ওধু প্ৰাণি আৰ প্ৰাণি।

যাৰ সবকিছুৰ শিরোনাম—

জান্মাত! জান্মাত!! জন্মাত!!!

*

এৱ পৰে কৈ ঘটলো? এৱ পৰ যা ঘটলো তা মোটেই অপ্রত্যাশিত হিলো না। হিংসু শিকারী কুভাৰ ন্যায় সৈন্যৰা তাঁৰ দিকে ধৰে এলো এবং তাঁকে ধৰে নিয়ে গেলো— তৎ ক্ষেত্ৰে হাড়িৰ দিকে! এক্ষুণি তাঁকে নিকেপ কৰা হবে মেখানে, তিনি তাকালেন— অগ্ৰিমৰ হাড়িটিতে ভাসমান পৌঁচ সন্তানেৰ হাইডণ্টনোৱ দিকে। তখন তাঁৰ মনে একটি বাসনা জাগলো। তাকালেন তিনি ফেন্দাউনেৰ দিকে। বললেন—

‘তোমাৰ কাছে আমাৰ একটা শ্ৰেষ্ঠ চাওয়া আছে!’

ফেন্দাউন চীৎকাৰ কৰে উঠলো—

‘ভূমি আবাৰ কী চাও?’

তিনি বললেন—

‘আমাৰ এবং আমাৰ সন্তানদেৱ হাড় জড়ো কৰে একটা কৰৱে ভূমি একসাথে আমাদেৱকে দাফন কৰবে?’

এৱপৰ তাঁকে ছুঁড়ে মাৰা হলো হাড়িতে— টগবলে তেলে! পুঁড়ে গেলো সাৱা দেহ! বেৱিয়ে গেলো তাঁৰ প্ৰশান্ত আজ্ঞা! চলে গেলো আল্পাহুৰ কাছে। এখানে পড়ে ধাকলো ওধু তাঁৰ নিষ্পাপ হাজিড়!

হে মহিমসী! বৃথা যায় নি তোমাৰ কুলবালী!

সত্ত্ব তাঁৰ অচিলতা মহান! নিঃসন্দেহে তাঁৰ পুৱক্ষারও আল্পাহুৰ কাছে অপৰিমেয়।

তুমি সেই রানী ৫৭

মি'রাজ রজনীতে আল্লাহর নবী সাল্লাহুার আলাইহি শুরা সাল্লাম কিছুটা
সেখেও এসেছেন তাঁর পুরকারের নয়না! এসে জানিয়েছেন তাঁর
পাহাড়ীগণকে। লক্ষ্য করো ইমাম বায়হাকী'র বর্ণনা-

لَا أُسْرِيَ بِي مَرْتَ بِي رَاتِحةً طَبِيَّةً .. فَقَلْتَ: مَا هَذِهِ
الرَّالِحَةُ؟ فَقَبَلَ لِي : هَذِهِ مَاشِطَةٌ بَنْتُ فَرْعَوْنَ
وَأُولَادُهَا ..

'মি'রাজ রজনীতে আমি একটা সুজ্ঞাপ পেলাম। জিজ্ঞাসা
করলাম- এই সুজ্ঞাপ কিসের? তখন আমাকে বলা হলো-
এ হলো ফেরাউন কন্যার ক্ষেবিল্যাসকারিণী এবং তার
সন্তানদের সুজ্ঞাপ।'

আল্লাহ আকবার! শান্তি সামান্য, পুরকার কী অসামান্য! দুনিয়াতে তিনি
ছিলেন ফেরাউনের প্রাসাদে। আশা করা যায় এখন তিনি জান্নাতের
বালাখানায় পরম তৃষ্ণ- জান্নাতের অপরিমেয় নাজ-নেয়ামতে পরম সুর্বী!
এবং অবশ্যই সাথে আছে তাঁর আদরের মানিকরা!

ইমাম বোধারী রহ. বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাহুার আলাইহি শুরা
সাল্লাম বলেছেন-

لَوْ أَنْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطْلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ
لَأَضَاءَتْ مَا بِيْهَا وَلِلَّاهِ رِبِّهَا .. وَلِنَصِيبُهَا عَلَى رَأْسِهَا
خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا .

'জান্নাতবাসিনীদের কেউ যদি দুনিয়াতে একটু উকি
দিতো, তাহলে সারা দুনিয়া আলোর আলোয় ভরে
যেতো! পূর্ণ হয়ে যেতো সুজ্ঞাণে! ওদের যাথার অবগুণ্ঠণ
দুনিয়া এবং দুনিয়ার তাৎক্ষণ্য থেকে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম।'

ইমাম মুসলিম রহ.-এর বর্ণনা-

তাকে শান্তি দেয়া হবে। জান্মাতের নাম-নেয়ামত থেকে ধাকবে সে চিরবর্ষিত। তাকে পান করানো হবে জাহানামের পরম পানি।

ইমাম যাহাবী বলেছেন— নামাজ তরক করা কবীরা গোনাহ।

এক মহিলার ঘটনা। মারা যাওয়ার পর তার ভাই তাকে দাফন করে বাড়ি খিরে গেলো। ভুলে ভাইটি বোনের কবরে টাকার একটি খলে কেলে গেলো। বাড়িতে গিয়ে যখন তার মনে পড়লো সাথে সাথে ঝুঁটে এলো সে কবরে। মাটি ঝুঁটতে লাগলো সে কবরের। কিন্তু মাটি সরে যেতেই দেখা গেলো কবরের ভিতরে দাউ দাউ আওন! শীত-সম্মত হয়ে ভাইটি তাড়াতাড়ি ফের মাটিচাপা দিয়ে কবরের মুখ বন্ধ করে দিলো। কিরে এলো তার মায়ের কাছে— কাঁদতে কাঁদতে, শয়-ধৰথর শরীরে। এমে বললো—
‘মা! আমাকে বলো তো, আমার বোন জীবক্ষায় কী করতো?’

মা একটু অবাক হয়েই বললেন—

‘হঠাতে এই প্রশ্ন?’

ছেলেটি বললো—

‘মা! আমি তার কবরে আওন ঝুলতে দেখেছি! দাউ দাউ আওন!’

মা তখন চোখের পারি ছেঁড়ে দিয়ে বললেন—

‘তোর বোন নামাজে অবহেলা করতো। নির্জ্ঞাতি সময় পার হয়ে গেলে বিলবে নামাজ পড়তো।’

বোন আমার!

নামাজে অবহেলা করার এই হলো পরিণাম।

আমরা যে সূর্যোদয়ের পরে নামাজ পড়ি কিংবা অন্যান্য নামাজ যে সময়ের অনেক পরে পড়ি, এ কিন্তু ভয়ঙ্কর অন্যায়। এখন বলো, যারা একদম নামাজই পড়ে না, তাদের শান্তি কতো ভয়ানক হবে?

আল্লাহর রাসূল সাল্লামুহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজ যারা কাজা করে তাদের শান্তি সম্পর্কে বলেছেন—

‘রাতে আমার কাছে দু’জন ফেরেণ্টা এলো। ওরা আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বললো— ‘চলুন! আমি তাদের সাথে চলতে লাগলাম। এক

তুমি সেই রানী ৩০ ৬১

জায়গায় এসে দেখতে পেলাম এক বাক্তি শয়ে আছে। পাখেই পাথর হাতে
এক ফেরেশতা দাঁড়ানো। ফেরেশতা যখন পাথর দিয়ে তার মাথায় আঘাত
করছে তখন তা একেবারে চৃণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। পাথরটা গিয়ে ছিটকে
পড়ছে অনেক দূরে। ফেরেশতা পুনরায় শান্তি দিতে পাথরটা যখন পুনরায়
আনতে যাচ্ছে, তার মাথাটা আবার ভালো হয়ে যাচ্ছে আগের মতো।
আবার সেই পাথর দিয়ে ফেরেশতা আগের মতো তার মাথায় আঘাত
করছে। আমি বললাম- ‘এ কী?’ ফেরেশতাদ্বয় আমাকে জানালো যে এই
লোক কুরআন নিয়ে (শিখে) তা প্রত্যাখ্যান করতো (কুরআন শিখে সে
অনুযায়ী আমল করতো না)। এবং নামাজের সময় নামাজ না পড়ে পুরিয়ে
থাকতো।’

كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكير لو كانوا يعلمون
'إمـنـاـইـ هـبـ شـانـتـ'ـ آـمـنـاـشـانـتـ'ـ بـডـ
شـانـتـ'ـ يـদـ تـাـরـاـ جـা�ـنـতـوـ'ـ'

রানী

চেনো রানীকে?

সভ্য তিনি রানী ছিলেন আপন সিংহাসনে!

ছিলো তাঁর সাজানো পরিবার।

ছিলো তাঁর রাজকীয় উপায়-উপকরণ ও সুবিন্যস্ত নিদমহল!

তাঁর সেবায় সদা প্রস্তুত ধাকতো দলে দলে সেবিকা।

সন্তুষ্ট সালাম ও কৃর্ণিষে সদা ধাকতেন তিনি সম্মান-আপুত!

কিন্তু তিনি শুধু প্রাসাদ ও মাল-দৌলতের রানীই ছিলেন না, ছিলেন তিনি
ঈমানের শহী দৌলতের রানীও। তবে তাঁর ঈমান ছিলো- গোপন। কে
তিনি? তিনি ফেরাউনের শ্রী- বিবি আসিয়া! ‘পালকপুত্র’ মূসা যখন নবী
হলেন তখন গোপনে গোপনে তিনি তাঁর প্রতি ঈমান নিয়ে এলেন!

বিবি আসিয়ার কী ছিলো না? সবই ছিলো। সুখ ছিলো। আনন্দ ছিলো।
ছিলো অজেল নেয়ামত। কিন্তু এ-সবে তিনি সম্পর্কে ছিলেন না। যখন তিনি

দেখলেন— শহিদী কাফেলা উর্জগতের সকলে প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে যাচ্ছে— একের পর এক, তখন তিনি তাঁর নকল সিংহাসনের কথা জুলে গেলেন। আসল সিংহাসনে আরোহণের সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি নিজের ইমানের ঘোষণা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। লালায়িত হয়ে উঠলেন প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যেতে। ফেরাউনের পড়শ তাঁর আর ভালো লাগছে না। অসহ্য লাগছে।

ফেরাউন যখন ইমান আনার কারণে কেশবিন্যাসকারিণী মহিলাকে হত্যা করলো তখন বিবি আসিয়া আর সইতে পারলেন না, ফেরাউনের কঠোর সমালোচনায় অবঙ্গীর্ণ হলেন। ইমানী শক্তিতে বল্লিয়ান হয়ে চীৎকার করে উঠলেন—

‘তোমার ধূস হোক! কোন্ সাহসে তুমি আল্লাহর উপর দুঃসাহস দেখাচ্ছা?’

এরপর ফেরাউনের সামনে দাঁড়িয়েই ইমানের ঘোষণা দিলেন তিনি। ফেরাউনের মাথায় যেনো আকাশটা ঝেঁকে পড়লো। ঝীর বিরক্তেও তখন সে জুলে উঠলো। দুকার ছেড়ে বললো—

‘তোমার সামনে দুঁটি পথ। হয় আল্লাহকে অবীকার করবে নয় মৃত্যুর জন্মে তৈরী থাকবে।’

ফেরাউন আর দেরী করলো না। তৎক্ষণাত তাঁকে একটা লোহার পাতে হাত-পা ছাড়িয়ে দাঁড় করানোর নির্দেশ দিলো। একটু পরই সেই লোহার পাতের সঙ্গে তাঁর হাতে-পায়ে লোহার পেরেক মারা হলো। নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই। আছে শুধু দুঃসহ বেদন। এরপর ফেরাউনের পক্ষ থেকে নির্দেশ এলো— ‘বেতাঘাত’!

তরু হলো অমানবিক নিষ্ঠুরতার এক নারীর উপর এক জালিয় বাদশাহুর লোমহর্ষক অভ্যাচার। ক্ষত-বিক্ষত হতে লাগলো নারীদেহ। করতে লাগলো টপটপ তাজা রক্ত। খসে খসে পড়তে লাগলো হাজির থেকে দলাদলা গোশত।

জুলুম যখন নিষ্ঠুরতার সকল মাত্রাই ছাড়িয়ে গেলো, একটু পরই মৃত্যু যখন অনিবার্য হয়ে উঠলো, তখন মহিলার্সী আসিয়া তাকালেন আকাশের দিকে। বললেন বিড়বিড় করে—

رَبُّ أَنْبِ لَيْ عِنْدَكَ شَيْءٌ فِي الْحَتْنَةِ وَتَحْنِي مِنْ فِرْغُونْ
وَعَنْلِهِ وَتَحْنِي مِنْ الْقَوْمِ الطَّالِبِينَ .

‘হে আমার রব! তোমার পড়শে আমার জন্যে একটি গৃহ ‘সাজাও’! আমাকে উঞ্জার করো ফেরাউন এবং তার সুস্কৃতি হতে। আমাকে উঞ্জার করো অভ্যাচারী সম্প্রদায় থেকে।’

অমন বেদনাঘেরা হৃদয়ের প্রার্থনা .. জালিয় কর্তৃক এমন দলিত অধিক হৃদয়ের প্রার্থনা কি কবুল না হয়ে পারে? সরাসরি আল্লাহর আরশকে শিরে স্পর্শ করলো তাঁর এ প্রার্থনা। প্রখ্যাত তাফসীরকার আল্লামা ইবনে কাসীর বলেন-

‘আল্লাহ সাথে সাথে তাঁর প্রার্থনা কবুল করলেন এবং জালাতে নির্ভিত ইগুয়া সেই বাড়িটিও তাঁর চোখের সামনে তুলে ধরলেন! তা দেখার পর বিবি আসিয়ার চোখে-মুখে মিটি হসির উঞ্জাস ছড়িয়ে পড়লো এবং তিনি মাল্লাহুর কাছে চলে গেলেন।’

ঝঁ, রানী চলে গেলেন! শাহাদতের লাল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে। হাসতে হাসতে! দুনিয়ায় বসেই জালাতের ঠিকানা চোখের সামনে খেসে উঠলে-কে না আনন্দে যাতোম্মারা হয়? ফেরাউনদের পুলুর-দণ্ডকে তখন আর দণ্ড মনে হয় না, মনে হয় গোলাপের কোমল আঁচড়! অপরদিকে লোবান-ছড়ানো সুখ-আনন্দকেও মনে হয়- পথের কাঁটা!

সবই ছেড়ে গেলেন। তাঁর কুলে কুলে সুরক্ষিত উদ্যান, সেবিকাদের কোলাহলময় আনাগোনা, সর্বী ও বাক্সীদের সরু চোখের আঁচলচাপা হাস্য-কৌতুক। সব ছেড়ে বেছে নিলেন তিনি মৃত্যুকে। গৌরবের মৃত্যুকে। শহিদী মৃত্যু তো গৌরবের মৃত্যুই!

আজ সুধের মাঝে তাঁর নিষ্ঠা বসবাস। সে সুধের কোনো তুলনা চলে না। জালাতী সুধ কি তুলনীয়? আল্লাহর পথে জীবন বিলিয়ে দিলে এমন পুরস্কারই মিলে! তখন দুনিয়ায় বসেই দেখা যায় জালাতের ছবি ও নৃপত্তায়। জালাতের কোনুখানে হবে আবাস ও ঠিকানা- তাও তখন এ দুনিয়াতে বসেই প্রত্যক্ষ করা যায়!

ধন্য তুমি হে মহিয়সী!

ধন্য তোমার জীবনদান!

অবৃত্তিকে জয় করে আবেরাতের বাগান সাজানোর যে শিক্ষা তুমি দিয়ে
গেলে নারী জাতিকে- তা কি তারা ধ্রুণ করবে?

ইম্মাকুত অচিত মোতির বাড়ি!!

রানী আসিয়া আর নেই! কিন্তু তাঁর আদর্শ- নারী জাতিকে আলোকিত করে
যাচ্ছে- ইতিহাসের বিভিন্ন বাঁকে বাঁকে। আমরা এখন এমনই আরেক
মহিয়সীর কাছে নিয়ে যাবো তোমাকে। যদি রানী আসিয়া থেকে শিক্ষা
নাও, তাহলে তোমার জন্যে এখানেও আছে শিক্ষা।

ইয়াম বোধারী রহ-এর ভাষ্য মতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
নবুওত প্রাণির কিছুকাল পূর্ব থেকে হেরাগুহায় যাওয়া-আসা করতেন।
সেখানে তিনি আল্লাহর ইবাদতে সময় কাটাতেন। আল্লাহর ধ্যান-সাধনার
নিরুত ধাকতেন। একদিন ধ্যান-সাধনা আর ইবাদত-মগ্নুতার পর তিনি
কিছুটা ক্রান্তি অনুভব করছিলেন। মাথার নীচে হাতটা রেখে শুয়ে পড়লেন।
তিনি শুয়েছিলেন গুহার নীরব শান্ত পরিবেশে। হঠাৎ হেরাগুহায় তাঁর কাছে
আগমন করলেন শৰ্গীয় দৃত জিবরীল আমীন। এসে তিনি বললেন-

‘পড়ুন!’

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভীত কষ্টে জবাব দিলেন-

আমি কখনো কোনো কিতাব পড়ি নি। আমি পড়তে পারি না, লিখতে
পারি না।

জিবরীল আমীন তখন তাঁকে ধরে তুকে মেশালেন। মৃদু চাপ দিলেন। হেঢ়ে
দিয়ে বললেন-

‘পড়ুন!’

নবীজী প্রেরণান হয়ে বললেন-

‘কী পড়বো? আমি তো পড়া পারি না!’

আবার জিবরীল আমীন তাঁকে ধরে চাপ দিলেন। এবার আরো জোরে।
আবার শোনা গেলো জিবরীল আমীনের কষ্ট-

‘পড়ুন।’

মুহাম্মদ সান্দাহ্য আলাইহি ওয়া সান্দাম আবার বললেন -

‘কী পড়বো?’

এবার আর কোনো চাপ নয়। উচ্চারিত হলো আসমানী দৃতের কষ্টে-

أَفَرَا نَاسِنِ رَبُّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلْقٍ، أَفَرَا^۱
وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلِمَ بِالْقَلْمِ، عَلِمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ
يَعْلَمْ:

‘পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি
করেছেন মানুষকে জ্ঞানবাধা রক্ত (আঠালো বন্ধ)
থেকে। পড়ো। তোমার প্রভু বড়ো দয়ালু। যিনি মানুষকে
জ্ঞান দান করেছেন কলমের সাহায্যে। মানুষকে
জানিয়েছেন সে কথা যা সে জানতো না।’

এ-আয়াতগুলো মনে এবং এ-দৃশ্য দেখে মরীজীর ভয় আরো বেড়ে
গেলো। থরোধরো মনে তিনি ছুটে গেলেন গৃহে। খাদিজার কাছে। এসেই
বললেন তাঁকে-

‘খাদিজা! আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও! আমাকে তাড়াতাড়ি চাদর দিয়ে
ঢেকে দাও!’

আল্লাহর রাসূল সান্দাহ্য আলাইহি ওয়া সান্দাম এ-কথা বলে দয়ে
পড়লেন। হ্যরত খাদিজা তাড়াতাড়ি তাঁকে ঢেকে দিলেন। খাদিজা কুব
চিনায় পড়ে গেলেন। তিনি উচিত্প দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয় রইলেন।

একটু পর যখন আল্লাহর রাসূল সান্দাহ্য আলাইহি ওয়া সান্দাম-এর ভয়
কিছুটা দূর হলো এবং তিনি শাস্ত হলেন তখন তিনি খাদিজাকে সব ঘটনা
পুলে বললেন। আরো বললেন- ‘খাদিজা! আমার কুব ভয় হচ্ছে।’

খাদিজা তখন দৃঢ় কষ্টে তাঁকে সাঝনা দিয়ে বললেন-

كلا .. والله لا يغريك الله أبداً .. إنك لنصل الرحيم
وتفري الضيف .. وتحمل الكل .. وتكتسب المعلوم ..
وتعين على نواب الحق ..

‘আল্লাহর কসম! আল্লাহ কখনো আপনাকে লাখ্তি
করবেন না। আপনি তো সদা সত্তা বলেন! আল্লামদের
সাথে তালো সম্পর্ক রাখেন! বিপদগ্রস্তকে সাহায্য
করেন!’

হযরত আদিজার এই যে সাজ্ঞা ও সাহসী ভূমিকা- তা কখনো বিচ্ছিন্ন হা-
নি। সব সময় তিনি নবীজীর পাশে ছিলেন ছায়া হয়ে। সাজ্ঞার দরকার
হয়েছে, সাজ্ঞা দিয়েছেন। সহযোগিতার দরকার হয়েছে, সহযোগিতা
দিয়েছেন। এমনকি বিজের সরকিছু নবীজীর পায়ে ঢেলে দিয়েছেন।

আল্লাহর রাসূল একটু প্রকৃতত্ত্ব হতেই তিনি হাত ধরে তাঁকে নিয়ে গেলেন
চাচাত ভাই ওয়ারাকা ইবনে নওফল-এর কাছে। তখন ওয়ারাকার অনেক
বয়স হয়ে পড়েছিলো। দৃষ্টিশক্তি ও লোপ পেয়েছিলো। জাহেলী যুগে তিনি
ইসা আলাইহিস সালামের ধর্মের উপর ঝিয়ান আনেন। তিনি ইঞ্জিলের
বোকা পাঠক ছিলেন। পূর্ববর্তী অনেক নবী-রাসূলের কথা তিনি জানতেন
এই ইঞ্জিলের মাধ্যমে। হযরত খাদিজা আল্লাহর রাসূল সাজ্ঞাল্লাহ আলাইহি
ওয়া সাজ্ঞামকে নিয়ে তাঁর খিদমতে হাজির হয়ে বললেন-

يا ابن عم! اسمع من ابن أخيك ..

‘ভাই! তুনুন আপনার ভাতিজা কী বলে।’

ওয়ারাকা তখন তাঁকে জিজ্ঞসা করলেন-

‘ভাতিজা! তুমি কী দেখেছো?’

তখন আল্লাহর রাসূল সাজ্ঞাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাজ্ঞাম হেরাতহার যা,
দেখেছেন এবং যা তুনুনে, একে একে সব বললেন। সব তনে ওয়ারাকাকে
শুশিতে-আনন্দে-উত্সুকনায় বলে উঠলেন-

‘মহিমময় আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো,
আবারো বলছি, সুসংবাদ গ্রহণ করো! ইনিই সেই নামুস, যিনি

তুর্মি সেই রানী ৳ ৬৭

আলাইহিস সালামের কাছেও আসতেন।'

এরপর ওয়ারাকা আক্ষেপভরা কষ্টে বললেন-

'হায়! যেদিন তোমার কওম তোমাকে বের করে দেবে, সেদিন যদি আমি
জীবিত থাকতাম, তাহলে তোমাকে জোরদার সাহায্য করতাম।'

ওয়ারাকার এমন আশঙ্কার কথা তখনে নবীজী অবাক হয়ে বললেন-

'কী বলছেন! আমার কওম আমাকে বের করে দেবে?'।

ওয়ারাকা বললেন-

'হ্যা, তোমার কাছে আল্লাহর যে বাণী এসেছে, এ বাণী দ্বারা কাছেই আসে
তাঁর সাথেই শক্তি করা হয়, দুর্ব্যবহার করা হয়।'

এরপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাদিজার সাথে
বেরিয়ে গেলেন। হ্যব্রত খাদিজা নিশ্চিতভাবেই বুঝতে পারলেন যে, মুমের
দিন .. আলামের দিন শেষ। অচিরেই তাঁকেও স্বামীর সাথে কষ্ট শিকারের
জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। হতে হবে গৃহছাড়া। সইতে হবে জুনুম-
নিপীড়ন।

ধনবর্তী, বংশবর্তী হয়েও খাদিজাকে আজ এমন করে ভাবতে হচ্ছে। বিস্ত
ত পরিসরে ছড়ানো ব্যবসা-বাণিজ্যের মালিকান হয়েও তাঁকে আজ ভাবতে
হচ্ছে- ত্যাগের কথা, কুরবানীর কথা, সত্ত্বের পথে কষ্ট-ক্রুশ ও ধ্যাতনা
সহ্য করার কথা।

যদি আসে সেই কঠিন দিন আর তা তো আসবেই, তাহলে কি তিনি ধীনকে
সাহায্য করতে পিছপা হবেন? তাঁর ইমান ও ইয়াকিনে কি চিঢ় ধরবে?
হতেই পারে না! অসম্ভব! তিনি তো ইমান এনেছেন তাঁর বৰ-এৱ প্রতি
ইমানের যে কোনো দাবি পূরণের জন্যেই! আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জান দিয়ে, মাল দিয়ে, চেষ্টা দিয়ে সহযোগিতা
করার জন্যেই।

এই ছিলো হ্যব্রত খাদিজার চিঞ্চা-চেতনা ও ধ্যান-জ্ঞান- একেবারে সারাটি
জীবন। মৃত্যু পর্যন্ত।

মুসলিম শরীফের বর্ণনা-

আল্লাহর নবীর কাছে আগমন করলেন হযরত জিবরীল আমীন। নবীজীকে তিনি বললেন-

‘হে আল্লাহর রাসূল! এই ষে খাদিজা আসছেন একটা পাত্র নিয়ে, যাতে আছে তরকারী, খাবার এবং পানীয়। তিনি আপনার কাছে আসলেই আপনি তাঁকে তাঁর রব-এর পক্ষ থেকে সালাম বলবেন। আমার পক্ষ থেকেও। আর তাঁকে সুসংবাদ দেবেন- জান্নাতে তাঁর জন্যে ধাকবে একটি ‘ইয়াকুত বচিত মোজির বাড়ি’। যেখানে ধাকবে না কোনো কোলাহল ও ঝুঁতিবোধ।’

এতোক্ষণ উল্লে ভূমি বিবি খাদিজার খবর। মৃত্তিপূজা প্রত্যাধ্যান করে সর্ব প্রথম “ইসলাম করেছেন কে? তিনি বিবি খাদিজা! ইতিহাস শব্দু তাঁর জন্যেই এ আসনটি সংরক্ষণ করে রেখেছে। এ ক্ষেত্রে পুরুষেরা তাঁর পেছনে। বীর-মহাবীররাও তাঁর পেছনে। ইতিহাসকে আলোকিত করে রেখেছে তাঁর ত্যাগ ও কুরবানীর কাহিনী। ‘আরু তাসেব ঘাটি’-এর অম্বালবিক অবরোধে মহিয়সী খাদিজা নিজেও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে ছিলেন। আর সেখানকার যে কষ্ট ও ক্রেশের কথা ইতিহাসে দেখা আছে, তা পড়লে চোখে শব্দু পানি আসে না, রক্তও আসতে চায়। বিবি খাদিজা অস্ত্রান বদনে মেনে নিয়েছিলেন অবরোধকালীন সময়ের সকল কষ্ট-ক্রেশ। আল্লাহর পথে যে কোনো কষ্ট-শীকারে তিনি ছিলেন সদা প্রস্তুত। কোনো মানুষ তাঁকে অপমান করবে- এ ভয় তাঁকে শক্তি করে নি। কোনো পাপাচান্ত্রী তাঁর চরিত্র হননের অপচেষ্টায় লিখ হবে- এ ভয়ও তাঁর চলার পথে কাঁটা ছড়াতে পারে নি।

ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিনিময়ও লাভ করেছেন তিনি অপরিমেয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে বাবস্থা নেয়া হয়েছে তাঁর জন্যে জান্নাতের অফুরন্ত মেহমানদারী ও আতিথেয়তার। আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে তাঁর কাছে সালাম ও সুসংবাদ- জান্নাতী বাড়ির!!

এমন প্রাণিতে কে না আপুত হয়?

এমন সুসংবাদে কার না হৃদয়ে বান ডেকে যায় সুব্র-আনন্দের?

এ প্রাণি ও সুসংবাদের পর তাঁর শোকর ও ইবাদত আরো বেঞ্চে গিয়েছিলো। ঈমানের সকল স্তর পার হয়ে তিনি পৌছে গিয়েছিলেন পরিপূর্ণতার ঘরে। ঈমানের কামেল মারহালায়। আল্লাহর কাছে চলে না

তুমি সেই মানী ঃ ৬৯

ধারয়া পর্যন্ত চলছিলো তাঁর এ সাধনা- পূর্ণ মহিমায়। আল্লাহ যখন তাঁকে জেকে পাঠালেন, তখন তাঁর বিরহ-বিজ্ঞেন ওধু উচ্চতকে কাঁদায় নি, ওধু আকাশ-পৃষ্ঠিকে কাঁদায় নি, কাঁদিয়েছে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মন-মানসকেও। তাই তাঁর উফাতের বছরটা তাঁর কাছে ছিলো ‘দুঃখের বছর’।

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمَنَاتِ حَنَّاتٍ ثَجْرِيٍّ مِّنْ ثَخْنَتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيْبَةً فِي حَنَّاتٍ عَدْنٍ
وَرِضْوَانٍ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكُمْ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

‘আল্লাহ মুঘিন মর-নারীকে প্রতিশ্রূতি দিয়েছেন আল্লাতের -যার তলদেশে বরনাসমূহ প্রবাহিত হবে, যেখানে তারা স্থায়ী হবে- এবং স্থায়ী জাল্লাতের উভয় বাসস্থানের। আল্লাহর সন্তুষ্টি সর্বশৃঙ্খল এবং তাই মহা সাক্ষ্য।’

মিচ্যাই আল্লাহ আমাদের আশ্চর্জান হয়রত খাদিজাকেও দেবেন এ মর্যাদা। কেননা, তিনি তো তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট! তাহলে তাঁর মেরেরা কেনো তাঁর অনুসরণ করে ধন্য হবে না?

হে আমার বোন!

কেনো তুমি তাঁর আনুগত্যকে নিজের গর্ব ও অহকারের বক্ষ মনে করবে মা? চাও না- তোমার জন্মেও জাল্লাতে তৈরী হোক একটা বাগানবাড়ি! একটা ‘জোনাকঙ্গুলা বাঁশবাড়ি’! ইয়াকুতৰচিত একটা মুক্তার বাড়ি? যেখানে থাকবে না বিরক্তিকর কোলাহল আর ক্লান্তি অবসাদ? তাহলে খাদিজার আদর্শকে নিজের আদর্শ বানাও। তাঁর পতিপ্রেমকে তুমি নবীপ্রেম বানাও। তাঁর আদর্শের পথে চলাকে তুমি নিজের কঢ়াহার বানাও!

সর্বশেষ আঘাত।।

উম্মে আম্যার সুমাইয়া ছিলেন আবু জ্যোহলের অধিনস্ত দাসী। ইসলামের কথা যখন তাঁর কানে এলো, তখন তিনি, তাঁর ছেলে এবং তাঁর স্ত্রী

ইসলাম কবুল করে ধনা হন। এ কথা যখন জানতে পারলো আবু জেহেল, তখন তাঁদের উপর নেমে এলো লোমহর্ষক শাস্তি। অমানবিক শাস্তি। তাঁদেরকে বেঁধে রাখা হলো প্রচণ্ড সৃষ্টাপে। তারপর বেত্রাঘাত আর বেত্রাঘাত। গরবের প্রচণ্ডতায় এবং পিপাসার তীব্রতায় প্রাণ তাঁদের ঝটাগত। লবেজান অবস্থা।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের পাশ দিয়ে যেতেন আর দেখতেন তাঁদের শরীর থেকে টপটপ রক্ত ঝরছে। গরমে-পিপাসার তাঁরা ছটফট করছে। নির্দম্ম নিষ্ঠুর বেত্রাঘাতের কারণে শরীরের ঘা ওলো দগদগ করছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ-সর দেৰতেন আর ব্যথিত হতেন। তাঁদেরকে সুসংবাদ তনিয়ে বলতেন-

صراً آل باسر .. صراً آل باسر .. فإن موعدكم الجنة
 'হে ইয়াসির পরিবার! দৈর্ঘ ধরো! আল্লাতই তোমাদের¹
 ঠিকানা!'

যথঃ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পক্ষ থেকে এমন মহা সুসংবাদ ঘনে ইয়াসির পরিবার-এর হন্দয়-মন আনন্দে-পুলকে দুলতে থাকে। তুলে যায় তাঁরা নিজেদের দেহের দগদগে ক্ষতের কথা। নিষ্ঠুর জ্যোদসের বেত্রাঘাতের কথা।

হঠাতে করে সেখানে আসে আবু জেহেল। আজ শয়তানটা ইয়াসির পরিবারের উপর আরো বেশী ক্ষুঢ় ও উত্তেজিত। শাস্তি ও জুলমের মাঝে সে আরো বাড়িয়ে দেয়। বলে-

‘মুহাম্মদকে গালি দাও, দিতে হবে। নইলে তোমাদের শাস্তি জারি থাকবে।’
 কিন্তু ইয়াসির পরিবার ঘৃণাভৱে প্রতার্ক্যান করে মরাধম আবু জেহেলের কথা। তাঁদের ইমান ইয়াকিন আরো বেড়ে যায়।

শয়তানটা এক পর্যায়ে এগিয়ে যায় সুমাইয়ার দিকে। আস্তে আস্তে কেবল করে বর্ণাটা! হঠাতে ছুঁড়ে মারে তা বিবি সুমাইয়ার লজ্জাহানে!! .. বার তাজা রক্তের দরিয়া!! সুমাইয়ার চীৎকারে-আর্তনাদে কেঁপে উঠে মরু-মক্কার আকাশ-বাতাস!! সবকিছু! শ্বাসী ও ছেলে পাশেই। কিছুই করায় ছিলো না তাঁদের। তাঁরা যে বন্দি! হাত-পা তাঁদের বাঁধা। তাই শীরুরেই

ତାଦେରକେ ଦେଖିଲେ ହଲୋ ନାନୀର ପ୍ରତି ଏକ ନରପତର ନିଷ୍ଠର ବର୍ବରତା!! ଆବୁ
ଜେହେଳ ତାଙ୍କେ ଗାଲି ଦେଯା ମୃହାଶ୍ୟମ ସାନ୍ତ୍ବାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମକେ
ଗାଲି ଦିତେ ବଲେ । ଆର ବିବି ସୁମାଇଯା ରଙ୍ଗତେଜା ଦେହ ନିଯେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରହର
ଗୋନତେ ଗୋନତେ ବଲେ ଯାନ- ଆନ୍ତାହ ଆକବାର! ଆନ୍ତାହ ଆକବାର!! ଏକ
ମମୟ ବର୍ଣ୍ଣାବାତେ ରଙ୍ଗଫ଱୍ରଣେ ନିଷ୍ଟେଜ ହୟେ ଆସେ ତାର ଦେହ । ନିଟବତୀ ହୟେ
ଆସେ ଶାହାଦତେର କାଞ୍ଚିତ ଲଗ୍ନ!! ହଠାତ୍ ତିନି ମୁଟିଯେ ପଡ଼େ ଶାହାଦତେର
ଲାଲ ବିଛାନାୟ!!

ହୀ, ତିନି ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରେଛେ ।

କିନ୍ତୁ କୀ ସୁଦର ତାର ମୃତ୍ୟୁ!

ମୃତ୍ୟୁକେ ଯଥନ ଆଲିଙ୍ଗନ କରେଲ ତିନି, ତଥନ ତାର ରବ ତାର ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ।
କେନନା ତିନି ଛିଲେନ ଧୀନେର ଉପର ଅଟ୍ଟି-ଅବିଚିଲ ଓ ବିଶ୍ଵତ । ତିନି ମୃତ୍ୟୁର
କୋଲେ ବସେ ବସେ ହେସେଛେ, ତ୍ବରତ ପରୋଯା କରେଲ ନି ଜଗାଦେର ଚାବୁକ ।
କୁନ୍ତରେର 'ଇମାମ'ଦେର କୋନୋ ପ୍ରଲୋଭନ୍ତ ପାରେ ନି ତାର ଈମାନେର କୁସୁମ-
କାନନେ ଆବର୍ଜନା ଫେଣେ ।

କିନ୍ତୁ ବେଦନାୟ ନୀଳ ହୟେ ଯେତେ ହୟ, ଯଥନ ଦେଖି- ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗେର ତକଣୀ ଓ
ଯୁଦ୍ଧତୀରୀ ଅଜାତେଇ ପଥ ହାରିଯେ ବସେ । ସାମାନ୍ୟ ଥେକେ ଅତି ସାମାନ୍ୟ
ଶଳୋଭନେର ଜାଲେ ଆଟକା ପଡ଼େ ବିକିଯେ ଦେଯ ନିଜେଦେର ଇତିହାସ-ଐତିହ୍ୟ
ଓ ଈମାନ-ଆକିଦା । ଅର୍ଥଚ କୁଳୁମ-ନିର୍ଯ୍ୟାନନ ତାଦେରକେ ସହିତେ ହୟ ନା ।
ମୃମନେର ଚାବୁକରେ ଆଘାତେ ତାଦେର ଶରୀରର ବଳମେ ଯାଏ ନା । କୋନୋ ଭୟ-
ଭୀତିଓ ତାଦେରକେ ତାଡ଼ା କରେ ଫେରେ ନା । ନେଇ ତାଦେର ଜୀବନେ ବିବି
ଧାଜେରା, ବିବି ଆସିଯା ଓ ବିବି ସୁମାଇଯାର ତ୍ୟାଗ, କଟି ।

ତ୍ବରତ ତାରା କେନୋ ଧୀନ ଥେକେ ମରେ ଯାଏ?

କେନୋ ଗାନ ତଳେ କଲୁଷିତ କରେ ନିଜେଦେର କାନ?

ଶିନେଯା-ନାଟକ ଦେଖେ ଦୃଢ଼ିକେ କରେ ଜୀବାଗୁମୁକ୍ତ?

ଶ୍ରେଷ୍ଠ-ଭାଲୋବାସାର ନାମେ କେନୋ ଓରା ଛୁଟେ ଚଲେହେ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପେହନେ? ଏକଦମ
ଧାତୁଳ ଓ ବିକାରଯନ୍ତ ମାନୁବେର ଯୌନ-ପିଲାସାର ଆଗନେ ମୃତ୍ୟୁଭିତି ଦିତେ?
ଶରୀଯତେର ଅଲଜନୀୟ ବିଧାନ- ହିଜାବ ଓ ପର୍ଦାକେ ଅପଦର୍ଥ କରେ?

আকাশ তোমার মান করাবে!!

হ্যা, সোনালী অঙ্গীতে আমাদের গর্বিত নারী জাতি অন্যায় ও অসংজয়ে
সাথে কখনো আপোষ করেন নি।

তাঁরা জান দিয়েছেন তবু মান দেব মি।

যুক্ত দিয়েছেন তবু ইয়ান দেব নি।

নির্যাতন ভোগ করেছেন তবু মতি শীকার করেন নি।

তৎপৌর শলাকার ছ্যাকা সয়েছেন,

শার্ষি-পুত্রের বিজ্ঞেন যেনে নিয়েছেন,

তবু তাঁদের পরিত্ব বিশ্বাস থেকে তিল পরিমাপও সরে আসেন নি।

‘আচ্ছাহ আমার রূপ।’-

এই উচ্চারণে সদা মুখর ও সঙ্গীব ছিলো তাঁদের কষ্ট।

যখন এসেছে চ্যালেঞ্জ পর্দাৰ সামনে,

তখন তাঁরা বলেছেন নিষ্ঠীক কষ্টে-

‘না! পর্দা আমি ছাড়বো না! পর্দা আমার অহকার।’

যখন বিপদ এসেছে তাঁদের ইজ্জত-অক্ষুর উপর,

তখন ধার্থহীন কষ্টে বলেছেন তাঁরা-

‘জান দেবো তবু মান দেবো না।’

যখন তাঁক এসেছে জীবন বিলানোৱ,

তখন শোনা গেছে তাঁদের আনন্দ বিগলিত কষ্ট-

‘আচ্ছাহ তাঁন তো আমার না! এ জীবনেৰ বিনিয়নে না আমি আচ্ছাহৰ কাম
থেকে জান্নাত খৰিদ কৰেছি!!’

ঁরা নারী জাতিত চিৰগৰ্ব। চিৱ অহকার। চিৱ স্মৰণীয় ঁরা। জীবন
কেটেছে তাঁদেৱ একই ধ্যান-জ্ঞানে। আৱ তা হলো- কীভাৱে তাঁৰ
ইসমামেৰ বিদম্বণ কৰবেন। দীনেৰ তৰে বিশিয়ে দেবেন ধন-সম্পদ
সম্মা-কাৰ এবং জ্ঞান-জীবন।

তুমি সেই মানা কৃ ৭৩

যখনই তাঁদের কাছে এসেছে সত্যের আহ্বান, 'লাভাইক!' বলতে তারা একটুও দেরী করেন নি। তাৰপৰ? তাৰপৰ সে সত্যের রঙে নিজেদেরকে মাঙতে এবং ইমান ও ইয়াকিনের সকল 'তিথি'কে একত্রিত করে হোলকলায় পূর্ণতা দিতে তাঁদের চেষ্টা-সাধনা আৱ চিন্তা-ফিকিরের কোনো অভাব ছিলো না।

ইতিহাসের এমন আলোকিত নারীদের কথা এক এক করে আৱ কতো বলা যায়? মা বলে শেষ কৰা যায়? সবাই তো ছিলেন তাঁৰা যেনো এই আকাশের রবি-শশী-গ্ৰহ-তাৱা? শোনো আৱেকজনেৰ কাহিনী—

কে তিনি? তিনি উম্মে শোভাইক! ইসলাম কুল কৰেছিলেন একেবাবে সূচনাকালে। নিৱাপদ নগৰী মক্কায় বসে। যখন দেখলেন তিনি কাফেৱদেৱ দাগট ও পৌৱাঞ্জ্য আৱ পাশাপালি মুসলমানদেৱ দুৰ্বলতা ও অসহায়তা, তখন তিনি আৱ ঘৰে বসে ধাকতে পাৱলেন না। দাওয়াতেৱ গুৰুতাৰ তুলে নিলেন নিজেৰ কাঁধে। ঈমানকে কৱলেন মজবুত ও সুদৃঢ়। তাঁৰ রব-এৰ মৰ্যাদা তাঁৰ কাছে হয়ে উঠলো সকল কেন্দ্ৰৰ বিদ্যু। 'সকল নদীৰ মোহনা'।

গোপনে গোপনে কোৱেশ মহিলাদেৱ কাছে গিয়ে তাদেৱকে বীমোৰ দাওয়াত দিতে লাগলেন তিনি। মৃত্তিপূজাৰ অসারতা তুলে ধৰতে লাগলেন। কিন্তু তাঁৰ গোপন দাওয়াতেৰ কথা বেশী দিন গোপন ধাকলো না। জেনে শেলো কোৱেশ কাফেৱৰা। ফলে জুলে উঠলো ওদেৱ বাপাক আজ্ঞাবা। উম্মে শোভাইক কোৱেশ পোতৰে মহিলা ছিলেন না। তাই তাঁৰ পাশে এসে কোৱেশেৰ কেউ দাঁড়ালো না। কোৱেশৰা তাঁকে ধৰে এনে জিজ্ঞাসা কৱলো লাল চোখে—

'তোমাৰ সম্প্ৰদায় যদি আমাদেৱ যিত্ব না হতো, তাহলে তোমাৰ বিৱৰণকে কঠোৰ বাবস্থা গ্ৰহণ কৱতাম। কিন্তু তোমাকে একেবাবে আমৰা ছেড়ে দেবো না। অন্যায় তোমাৰ গুৰুতৰ। তোমাকে মুক্ত থেকে বেৱ কৰে দেয়া হবে। তোমাকে ফিরে যেতে হবে ব্যজাতিৰ কাছে। মক্কায় তোমাৰ কোনো ঠাই নেই।'

এৱপৰ তাৱা একটা উটেৰ পিঠে তাঁকে তুলে দিলো। জিনবিহীন ঝট। সামান্য কাপড়ও বিছানোৰ অনুমতি দিলো না উটেৰ পিঠে। এখন জিমন্টীন

তৃষ্ণি সেই মানী বু ৭৪

খালি পিঠে সফর করাটা কতো যে কঠিন তা হৃষ্টকুণ্ডী ছাড়া আর কেউ জানে না। এমনটি করেছিলো তারা তাঁকে শান্তি দিতেই। এক মহিলা হয়েও তিনি ওদের কাছে সামান্য এ-মানবিক করণাটুকুও পেলেন না।

যাই হোক: উক হলো উটের মরু সফর। তিন দিন তারা তাঁকে নিয়ে পথ চললো। এ-তিন দিনে সঙ্গের সোকেরা তাঁকে কিছুই খেতে দিলো না। এককোটা পানিও না। কুৎ-পিপাসায় তাঁর প্রাপ যায় যায় অবস্থা। কাফেরুরা যখন কোনো সোকালয়ে যাত্রা বিরতি করতো তখন উম্মে শোরাইককে বেঁধে রাখতো। ছায়ার বদলে পথর রৌদ্রে ফেলে রাখতো। আর নিজেরা বসতো শীতল ছায়ার। ছায়াদার বৃক্ষের নীচে।

আরেকদিন এমনিভাবে তারা এক বাড়ির কাছে যাত্রা বিরতি করলো। উম্মে শোরাইককে উট থেকে নামালো। বেঁধে রৌদ্রে ফেলে রাখা হলো। উম্মে শোরাইক একটু পানি চাইলো। তারা 'না!' বলে দিলো। বেসামাল কুখ্য ও পিপাসা নিবারণের কোনো উপায় দেখছেন না তিনি। অহিংস হয়ে জিজ্ঞা চাটতে লাগলেন তিনি। হঠাৎ তিনি অনুভব করলেন যে, বুকের কাছটায় ঠাঁতা ঠাঁতা লাগছে। হাত দিয়ে দেখলেন পানিভূজা একটা হোট বালতি সেখানে। অবাক-বিস্ময়ে তিনি সেখান থেকে আঁজলা জরে পানি নিলেন। ভ্রগ্নিতরে পান করলেন। আবার নিলেন। আবার পান করলেন। নিয়ে নিয়ে ভ্রগ্ন হলেন। কী শীতল পানি। কী তার স্বাদ ও মিষ্টতা। কী তার মজা ও মধুরতা! তাঁর ভিতরটা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। এবার তিনি বাকী পানিটুকু শরীরে ঢেলে দিলেন। আহা। কী শান্তি। যেনো জান্মাতী ঝর্না থেকে এইমাত্র তিনি নেয়ে উঠলেন।

এদিকে কাফেরুরা বিশ্রাম শেষে নতুন করে পথচালার জন্যে উঠে দাঢ়ালো। তাঁর কাছে এলো। এসেই দেখলো তাঁর শরীর ও পরিধেয় বস্ত্র পানিভেজা। তাঁকেও দেখে ঘনে হলো ক্রান্তিহীন, শ্রান্তিহীন ও হষ্টপূষ্ট। তারা বেশ অবাক হলো। পানি কী করে এর কাছে এলো। কে দিয়ে গেলো? এ তো বিন্দি! তারা তাঁকে ক্ষিঞ্জাসা করলো-

‘এই ঠিক করে বলে তো, তৃষ্ণি বাঁধন বুলে আমাদের পানি এনে শেষ করে লাগ নি তো।’

‘গা! কসম আল্লাহর! তবে আকাশ থেকে পানিভরা একটা বালতি নেয়ে
এসেছিলো আমার কাছে। আমি তা থেকেই পান করে করে তৃণ হয়েছি।
আর বাকিটা ঢেলে দিয়েছি শরীরে!’

এ কথা তনে কাফেরদের চোখ বড় হয়ে গেলো— বিস্ময়ে! তারা পরম্পরে
মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো। আর বললো—

‘যদি সে সত্যবাদী হয়, তাহলে তার ধীনহই তো সেরা ও উন্নত!’

এরপর তারা ধাচাই করে দেখলো যে তাদের যশক যেমন ছিলো
তেমনি আছে। কেউ স্পর্শ করে নি। তারা নিশ্চিত হলো যে, উম্মে
শোরাইক বা বলেছে শতভাগ সত্তা বলেছে। সাথে সাথে তারা তাঁর কাছে
ইসলামের কালেমা পড়ে দেখানেই মুসলমান হয়ে গেলো। সাথে সাথে
পুলে দিলো উম্মে শোরাইকের বাঁধন। বদলে গেলো নিষিদ্ধেই কঠিন-জন্ম
প্রহরীরা মহালু ও অনুগত খাদেঙ্গে। এরপর থেকে তারা সকলেই তাঁর সাথে
ভীবণ ভালো ব্যবহার করলো।

তাদেরকে একটু আগে বিনি দিয়েছেন আলোর পথের সঞ্চান, সত্য পথের
দিশা, তাঁর হাতে কি এখন শেকল মানায় না দুর্বিবহার তাঁর প্রাপা?

পথসঙ্গী সবাই ইসলাম করুল করলো তাঁর দৈর্ঘ্য ও অবিচলতার কারণে।
হ্যাঁ, কেয়ামতের দিন যখন উম্মে শোরাইক উত্থিত হবেন, তখন তাঁর
হাতের সহীকায় (তালিকায়) থাকবে এমন কিছু নামী-পুরুষের নাম— যাঁরা
তাঁর হাতে ইসলাম করুল করে ধন্য হয়েছিলেন। হাশরের ময়দানে এও
তো বিগ্রাট এক পাওয়া! আছে কি উম্মে শোরাইকের কাহিনী ও ইতিহাস
থেকে শিক্ষা প্রহণে আমরী কোনো বোন?

দেখতে চাও আল্লাতী মহিলা!!

হ্যাঁ, ইতিহাসের পাতায় দেখা আছে উম্মে শেখেস্টকেন কথা! ইতিহাসে
আরো দেখা আছে এমন আনন্দেক মহিলারী নামীর কথা!! তাঁদের
আরেকজন হলেন— গোমাইনা! আলাস ইহুমে মালেক রা-এর জন্মলী। যাঁর
সম্পর্কে আল্লাহর নবীর ইতিপাল হলো—

دخلت الجنة فسمعت خشقة بين بدي فإذا هي الغبصاء

بنت ملحان ..

‘আমি জান্নাতে প্রবেশ করে শুনতে পেলাম- আমার
সামনে একটা অসখসানি, চাইতেই দেখি- আরে, এ যে
গোমাইসা বিনতে শালহান!’

এক বিশ্বাকর অহিলা তিনি। জাহেলী যুগে অন্যান্য যুবতীদের মধ্যেই
কেটেছে তাঁর জীবন। মালিক ইবনে মজবু-এর সাথে তাঁর খালী
হয়েছিলো। ইসলামের আগমনের পর আনসারদের একটি প্রতিনিধিমণ্ডল
ইসলাম করুল করলে তিনিও তাঁদের সাথে ইসলাম করুল করেন। তাঁর
কুনিয়াত (উপনাম) ছিলো উম্মে সোলাইম। উম্মে সোলাইম ইসলাম
গ্রহণের পর শামীকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু শামী দাওয়াত
করুল করলেন না। উল্টো স্ত্রীর উপর ঝট হয়ে পাথ চলে যাওয়ার জন্যে
মনছির করলেন। তার সাথে উম্মে সোলাইমকেও নিরে যেতে চাইলেন।
উম্মে সোলাইম রাজি হলেন না। অগভ্য তিনি একাই শাথ চলে গেলেন
এবং সেখানেই কিছুদিন পর মারা গেলেন।

উম্মে সোলাইম ছিলেন একজন ঝুপবষ্টী বৃক্ষিষ্ঠি অহিলা। তাই তাঁর পাশি
গ্রহণের জন্যে পুরুষদের মাঝে বীভিন্ন প্রতিযোগিতা শুরু হলো। আবু
তালহাও তাঁকে বিবাহের পত্রগাম দিলেন। তখনে তিনি ইসলাম করুল
করেন নি। উম্মে সোলাইম আবু তালহার পত্রগাম ফিরিয়ে দিলেন না, তবে
শর্ত দিয়ে বললেন-

‘আবু তালহা! আমি রাজি! তোমার মতো মানুষের প্রস্তাৱ ফিরিয়ে দিই কী
করে? কিন্তু আমি মুসলিম আৱ তুমি কাহেৰ! তোমাকে ইসলাম করুল
কৰতে হবে। তাহলেই কেবল এ বিবাহ হতে পাৱে। হ্যা, আমাকে তোমার
কোনো মোহৰ দিতে হবে না- আলাদা কৰে। বৱং তোমার ইসলাম গ্রহণ
মোহৰ হিসাবে বিবেচিত হবে।’

আবু তালহা বললেন-

‘কিন্তু আমিও তো একটি ধৰ্মের অনুসারী।’

উম্মে সোলাইম জবাবে বললেন-

'দেখো আবু তালহা! তুমি ধর্মের অনুসারী বটে, কিন্তু বাতিল ধর্মের অনুসারী। বলো তো, তোমার উপাস্য কি কাঠের নিষ্প্রাণ টুকরো ছাড়া আর কিছু? বা কেটে কেটে তৈরী করেছে হাবশী গোলাম?'

আবু তালহা উম্মে সোলাইমের কথা অবীকার করতে পারলেন না। কেননা তাঁর কথায় যুক্তি ছিলো, বুজি ছিলো। বললেন-

'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো।'

উম্মে সোলাইম এবার আবু তালহাকে নাগালের ভিতরে পেয়ে বললেন-

'আবু তালহা! তোমার বিবেকে থগ্ন জাগে না- এমন নিষ্প্রাণ কাঠের টুকরোকে নিজের উপাস্য বানাতে? শোনো! তুমি ইসলাম কবুল করলেই বিবাহ হবে এবং মোহর ছাড়াই আমি বিবাহে রাখি। আবারো বলছি, তোমার ইসলাম গ্রহণই মোহর হিসাবে সাব্যস্ত হবে।'

আবু তালহা উম্মে সোলাইমের যুক্তিপূর্ণ কথায় লা-জওয়াব হয়ে বললেন-

'আমি একটু ভেবে দেবি।'

আবু তালহা এই বলে চলে গেলেন। কিন্তু একটু পরই ফিরে এসে বললেন-

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাম্বাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল।'

এ ঘোষণায় উম্মে সোলাইম ভীষণ শুশি হলেন। বললেন-

'আনাস! আমাকে আবু তালহার সাথে বিবাহ করিয়ে দাও।'

এরপরে আবু তালহার সাথে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেলো। দু'জনেই শুশি। এ শুশি যতোটা না বিবাহ সম্পন্ন হওয়ায়, তারে চেয়ে বেশী ঈশ্বান নসীর হওয়ায়। আবু তালহার ঈশ্বানের বদৌলতে তাই নিজের অধিকার ছেড়ে দিলেন উম্মে সোলাইম। ইসলাম ধোষিত ব্যক্তিস্বার্থকে ছেড়ে দিলেন ধীনী শার্থের সামনে।

বলো তো, উম্মে সোলাইমের মোহরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মোহর আর কী হতে পারে? হ্যাঁ, ইসলাম তাঁর মোহর! টাকা নয়, পয়সা নয়, সোনা নয়, দানাও

নয়- ইসলাম তাঁর মোহর! এমন সৌভাগ্য ক'জনের হয়?

ওধু ইসলামের জন্যে নিজের অধিকার ক'ভাবে ছেড়ে দিলেন তিনি? অধু ইসলামের শার্ষে তিনি নিজেকে মোহরহীন এক 'সত্তা' বধূতে মাধিদো আনলেন। হে নারী! তোমার জন্যে আছে এখানে এবং সামনে অনেক শিক্ষা। নেবে কি তুমি শিক্ষা?

হ্যা, উচ্চে সোলাইম ছিলেন এমন এক মহিয়সী নারী, যাঁর একমাত্র ক্রুত ছিলো ইসলাম ও ইসলামের নবীর খিদমত করা। ইসলামের মর্যাদা বৃক্ষিকে তিনি মনে করতেন নিজের মর্যাদা বৃক্ষ। শোনো, তাঁর কুরবানী'র আরো কাহিনী-

আল্লাহর রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন আনসাররা আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে তাঁকে স্বাগত জানালো। হ্যরত আবু আইয়ুব আনসারী রা.-এর বাড়িতে অবতরণের পর দলে দলে সাহাবায়ে কেরাম তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে সমবেত হলেন। অন্য সবার মতো তিনিও তাঁর সাক্ষাত লাভের জন্যে লালায়িত হলেন। একদিন উচ্চে সোলাইম সবার সঙ্গে বের হলেন নবীজীর সাথে সাক্ষাত করতে। তাঁর খিদমতে কিছু পেশ করতে। সে সুযোগ যখন এলো, তখন তিনি নিজের কলিজার টুকরো মানিককে ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না- তাঁর খিদমতে পেশ করার মতো। মানিক আর কেউ নন, ছেলে আনাস। তাকেই তিনি এগিয়ে দিলেন আল্লাহর নবীর দিকে আর বললেন-

'হে আল্লাহর রাসূল! আমার ছেলে আনাস এখন থেকে সব সময় আগমন খিদমতে থাকবে আপনার সেবা করার জন্যে।'

এরপর তিনি আর দাঁড়ালেন না, চলে গেলেন খুশিমনে গৃহে। ইতিহাস বলে; সেদিন থেকেই হ্যরত আনাস আল্লাহর নবীর কাছে থেকে গেলেন এবং তাঁর সকাল-সন্ধ্যার খাদেম হয়ে গেলেন।

ধন্য তুমি হে উচ্চে সোলাইম!

'গতকাল' তুমি আবু তালহার ইসলাম গ্রহণকে প্রাধান্য দিয়ে নারীর বিশেষ অধিকার মোহরের দাবী ছেড়ে দিলে আর আজ রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ভালোবাসায় ছেড়ে দিলে নিজের ছেলের অধিকার।'

উম্মে সোলাইমের সাথে কিছুক্ষণ।

উম্মে সোলাইমের ভিতর-বাহির ছিলো এক। সৌকিকতা তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি ছিলেন এক বিশ্বায়- ঘরে এবং বাইরে। আচ্ছাহুর ইবাদত আর শারীর খিদমত- এ দু-ই ছিলো তাঁর জীবনের সেরা ব্রত। অনেক মহিলা আচ্ছাহুর ইবাদত করলেও শারীর খিদমত ও আনুগত্যকে এবং শারীর মন-ভালাশকে দরকার মনে করে না, উম্মে সোলাইমের কাহিনী থেকে তারা নেবে কি কোনো শিক্ষা?

কিছুদিন পর আবু তালহার ঘরে তাঁর এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। সুন্দর ঠান্ডা-ঠান্ডা চেহারা। নাম রাখা হলো- আবু উমায়ের। আবু তালহা খুব ভালোবাসতেন তাকে। আচ্ছাহুর নবীও ভালোবাসতেন তাকে। আচ্ছাহুর মধ্যে তার পাশ দিয়ে ঘেটেন আর দেখতেন সে ছোট একটি পাখি নিয়ে খেলা করছে। পাখিটার নাম- নুগায়ের। পাখিটা একদিন মরে গেলো। মর্মাঞ্জী দেখলেন আবু উমায়ের মন ধারাপ করে বসে আছে। তিনি তখন একটু মজা করে বললেন-

‘আবু উমায়ের! কই গেলো তোমার নুগায়ের?’

আবু উমায়ের হঠাতে একদিন অসুস্থ হয়ে পড়লো। প্রিয় ছেলের অসুস্থতায় আবু তালহা সীৰু ভেঙে পড়লেন। অসুস্থতা দিন দিন বাঢ়তে লাগলো। একদিন আবু তালহা একটা প্রয়োজনে আচ্ছাহুর রাসূল সাহাজ্বাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট গিয়েছিলেন। ফিরলেম বেশ দেরীতে। এর মধ্যেই ছেলের অসুস্থতা আরো বেড়ে গিয়ে সে মৃত্যুবরণ করলো। তখন সন্তানের পাশেই বসা ছিলেন উম্মে সোলাইম। আত্মীয়-স্বজনের ভিতরে শোকের ধারা নেমে এলো। নেমে এলো অনেকের চোখে শোকাঙ্গ। উম্মে সোলাইম সবাইকে সার্বন্ম দিয়ে বললেন-

‘সাবধান! তোমরা কেউ আবু তালহাকে মৃত্যু সংবাদ দিয়ো না, যা বলার আমি নিজেই বলবো।’

এরপর তিনি তাঁর ছেলেকে গৃহকোণে কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখে শারীর জন্ম ধারারের আয়োজন করলেন। আবু তালহা ফিরে এসে তাঁর কাছে আনতে চাইলেন-

‘ও কেমন আছে?’

তুমি সেই বাণী ক'ৰো

উচ্চ সোলাইম বললেন-

‘আগের চেয়ে ভালো’।

আবু তালহা তাকে দেখতে যেতে উদ্যত হতেই তিনি বাধা দিয়ে বললেন-

‘এখন না! ও শান্ত, ওকে নাড়াবেন না!’

এরপর তিনি আবু তালহাকে রাতের খাবার পরিবেশন করলেন। স্থায়ী ড্রপ্পিংয়ে খেলেন। তারপর তিনি স্থায়ীর জন্যে সাজাগোজ করলেন। স্থায়ী আকৃষ্ট হয়ে স্ত্রী সহবাস করলেন।

উচ্চ সোলাইম যখন দেখলেন যে, স্থায়ী তাঁর এখন ডুঁশ ও সুখপুঁটি-শারিয়ীকভাবে ও মানসিকভাবে, তখন তিনি বললেন-

‘আবু তালহা! বলো তো, কোনো সম্প্রদায় যদি কোনো পরিবারকে কোনো জিনিস ধার দেয়, অতঃপর তারা যদি তাদের জিনিস ফেরত চায়, তাহলে সে পরিবারের কি উক্ত জিনিস ফেরত না দেয়ার অধিকার আছে?’

আবু তালহা জবাবে বললেন-

‘না, ফেরত না দেয়ার কোনো অধিকার তাদের নেই।’

উচ্চ সোলাইম এবার বললেন-

‘আমাদের প্রতিবেশীদের ব্যাপারে তুমি কি আচর্যবোধ করবে না?’

‘কেনো? তাদের কী হয়েছে?’

‘এক সম্প্রদায় তাদেরকে ধার দিয়েছিলো। সে ধারের জিনিস অনেক দিন পর্যন্ত তাদের কাছে থাকার কারণে তারা ধরেই নিয়েছিলো যে, তারাই মালিক হয়ে গেছে। এরপর যখন প্রকৃত মালিক ধারের জিনিস চাইতে এলো, তখন তারা তা ফেরত দিতে অপ্রস্তুত হলো।’

আবু তালহা বললেন-

‘বড়ো খারাপ কাজ করেছে তারা।’

তখন উচ্চ সোলাইম বললেন-

‘এই যে তোমার ছেলে, ও ছিলো আগ্নাতুর দেয়া ধারের জিনিস! তিনি এখন তাকে নিঞ্জের কাছে তুলে নিয়ে গেছেন। তোমার ছেলের ব্যাপারে

ধৈর্য ধরো এবং আল্লাহর কাছে সওয়াবের আশা করো!'

এ পর্যন্ত শোনার পর আবু তালহা অস্থির হয়ে উঠলেন। পিতৃত্বের বেদনা-
ক্ষণীয়ত্বে 'আহ!' করে উঠলো। তবু তিনি সবর করে বললেন-

'কসম আল্লাহর! এ রাত্রে তুমি আমাকে দৈর্ঘ্যে পরামর্শ করতে পারবে না!'

এখনও তিনি ছেলের কাফল-দাফল সম্পন্ন করলেন। সকালে উঠে ছুটে
গেলেন দরবারে নববীতে। বললেন সব কথা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লাম তাঁদের (শামী-ক্ষীর) জন্যে বরকতের দু'আ করে দিলেন।

শামীস বর্ণনাকারী বলেন-

'এখনও আমি তাঁদের উরসে জন্ম লাভ করা সাত সাতটি সন্তানকে দেখেছি
মগজিদে। সবাই কুরআনে কারীমের হাফেজ ছিলেন।'

কি দেখলে হে নারী? এতোক্ষণ উম্মে সোলাইমের সাথে থেকে কী পেলে?
কি শিখলে? সকল প্রতিকূলতা ডিঙিয়ে ঝীনকে আকড়ে ধরে কোথায় সিয়ে
প্রাপ্ত হয়েছেন উম্মে সোলাইম! দেখেছো কি কখনো এমন স্ত্রী, যাঁর
কান্ধের সামনে কলিজার টুকরো সন্তানের মৃত্যু হলো, তারপরও তিনি
অবিচল থেকে, দৈর্ঘ্য ধরে কী চমৎকার করেই না শামীর খিদমতে
আঞ্জনিয়োগ করলেন! শামীরিক এবং মানসিক খিদমত!! পাবে কি তুমি
কোথাও এর কোনো নজীর? তুমি নিজেই হয়ে যেতে পারো না তার
নজীর? নতুন উম্মে সোলাইম? পৃথিবীতে উম্মে সোলাইমদের ভীষণ
শয়োজন! হতাশার কথা হলো, তাঁদের সংখ্যা বাড়ছে না। দিন দিন কয়ে
ঢাঁচে! বড়োই হতাশার কথা!

কতো কোমল উম্মে সোলাইমের কোমলতা!

কতো কমনীয় উম্মে সোলাইমের কমনীয়তা!

পৃথিবীর কোন ইতিহাসের কোন নারীর কাছে খুঁজে পাবে তুমি এমন
কোমল কমনীয় নারীর শামী-ভক্তি ও সৃষ্টা-ভক্তি?

উম্মে সুলাইমের সাথে আরো কিছুকথা!

সুভরাং যে মহিলার ঈমান ও দীন এবং সততা ও দৃঢ়তা হবে এমন, তার
বরকত ও কল্যাণময়তা পরিবারকে আলোকিত করবেই। সুকুমার হবেই
তাঁর কারণে তাঁর ছেলেরা। সঠিক পথে চলবেই তাঁর কারণে তাঁর মেয়েরা।
আর তাঁর সততার বরকতে তাঁর স্বামীও প্রভাবিত হবেনই। তাই উম্মে
সোলাইমের সাথে বিবাহ হওয়ার পর আবু তালহার সম্মান ও মর্যাদা ফলি
বেড়ে যায়, তাহলে অবাক হওয়ার কিছুই নেই!

উম্মে সোলাইম স্বামীকে বরাবরই উন্মুক্ত করতেন দাওয়াত ও জিহাদে।
আল্লাহর ইবাদতে আরো বেশী নিবিড় হতে। স্ত্রীর এ উৎসাহদান বৃদ্ধি যাব
নি। তিনি স্ত্রীর কথায় কী যেনো খুজে পেতেন। তাই ভীষণ প্রভাবিত
হতেন।

নমুনা দেরো!

ওহুদ যুদ্ধ। তীরন্দায়দের ভূলের মাসুল গোনতে হচ্ছে। মুসলিম শিক্ষিতে
নেমে এসেছে চরম বিশুজ্বলা। যারাজ্ঞক বিপর্যয়। সাহাবায়ে কেরাম
দিশেহারা। কেউ কেউ লুটিয়ে পড়েছেন শাহাদতের লাল বিছানায়। কেউ
কেউ দলবিচ্ছিন্ন হয়ে ছুটোছুটি করছেন এখানে-ওখানে। মুশরিকরা সুযোগ
পেয়ে চলে এসেছে একদম আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
-এর কাছে। তাঁকে 'কতল' করতে। বিশিষ্ট সাহাবীগণ তখন তাঁকে হিঁড়ে
দাঢ়ালেন। নিজেরাও তাঁরা ভীষণ রণক্রান্ত। আহত। বক্ত ঝরছিলো তাঁদের
ক্ষতহান থেকে। থেকে থেকে পড়ছিলো তাঁদের দেহের গোপতও। এই
অবস্থায়ও নিজেদের কথা ভূলে গেলেন। ঢাল হয়ে ঘিরে রাখলেন তাঁর
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। থেয়ে আসছে বর্ণনা
আঘাত, কিন্তু তা লাগছে তাঁদের দেহে। আসছে তলোয়ারের আঘাত, তাঁর
ঠেকাছেন তাঁরা পাষ্টা আঘাতে, প্রয়োজনে বুক পেতে। এন্দের মাঝে
ছিলেন আবু তালহাও। তিনি উচ্চ কঠে বলছিলেন-

'يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا يَصِيبُكْ سَهْمٌ .. نَحْرِيْ دُونَ نَحْرٍ'

'হে আল্লাহর রাসূল! একটি তীরও আপনার গায়ে এসে
লাগবে না। আমার গলা আপনার গলার বরাবর (করে
আমি লড়াই করে যাবো)।'

তুমি সেই রানী ও ৮৩

কাফেররা চারপাশ থেকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে আক্রমণ করে যাচ্ছিলো। কারো হাতে তীর-ধনুক। কারো হাতে তালহার। কারো হাতে ধর্ম। আবু তালহা আঘাতে আঘাতে কাবু হয়ে গেলেন। মন তাঁর দুর্বল না হলেও অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তিনি দুর্বল হয়ে গেলেন। তিনি জমিনে পড়ে গেলেন। তখন আবু উবায়দাহ ঝাঁঝবেগে তাঁর কাছে ছুটে এলেন। দেখলেন আবু তালহা ধরাশায়ী। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন-

‘دونكم أعاكم فقد أوجب’

‘এই যে তোমাদের কাছে তোমাদের ভাই। তার
সহযোগিতা তোমাদের উপর জরুরী।’

তখন কয়েকজন সাহাবী তাঁকে ধরাধরি করে নিয়ে গেলেন। দেখা গেলো তাঁর দেহে ধোল সতেরটি আঘাত।

হ্যা, উম্মে সোলাইমের সাথে বিবাহের পর আবু তালহার একমাত্র ব্রহ্ম
ছিলো বীনের পতাকা বৃপ্ত করা। আল্লাহর রাসূল তাঁর শানে বলেছেন-

‘لصوت أبي طلحة في الجيش أشد على المشركين من
فته’^(۱)

‘যুদ্ধক্ষেত্রে যুশ্বিকদের কাছে আবু তালহার একার কষ্ট
একদল মানুষের কঠের চেয়েও অধিক শক্তিশালী ও
কঠোর।’

এই যদি হয় শুধু তাঁর কঠের অবস্থা, তাহলে বলো না- কী হবে তাঁর
শুক্রকালীন তাঁর বীরত্বের অবস্থা?

ইতিহাস আমাদেরকে জানিয়েছে- তিনি ছিলেন আরবের এক শ্রেষ্ঠ
ঢীরদায়।

ফুমি ও হও না তাঁর মতো!!

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু পুরুষদেরকেই

(۱) المسند والفتح الرباني (٥٨٩/٢٢) ببيانه رجله ثقت.

দাওয়াত দেন নি, নারীদেরকেও দিয়েছেন। তখন পুরুষদেরকেই বাইয়াত করেন নি, মহিলাদেরকেও করেছেন। কথা ও বলেছেন পুরুষের পাশাপাশি মহিলাদের সাথে। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষ সবাই সমান- শান্তি ও পুরস্কারে। আল্লাহ বলেন-

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنْ تُبْعَدَهُ
حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنْ يُخْزَنَّ لَهُمْ أَخْرَحُهُمْ بِإِحْسَانٍ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

- ‘মুমিন হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকর্ম করবে, তাকে আমি নিচ্ছই আনন্দময় জীবন দান করবো এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করবো।’

মানবাধিকারেও তারা উভয়ে সমান। শামী-স্ত্রী উভয়েরই একে অন্যের অধি কিছু দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

أَلَا إِنْ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقٌّ وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقٌّ

‘মনে রাখবে, তোমাদের জীবের উপর রয়েছে তোমাদের হক ও অধিকার এবং তোমাদের উপরও রয়েছে তোমাদের জীবের হক ও অধিকার।’

নারী-পুরুষের মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড কী? আল্লাহ বলেছেন-

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَاكُمْ

‘তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচে’ বেশী সম্মানিত সে-ই, যে তোমাদের মধ্যে সবচে’ বেশী মুত্তাকী।’

নারী হখন নিজের সম্মান নিজে বজায় রাখবে সবাই তাকে সম্মান করবে। তড়োক্ষণ পর্যন্ত নারী সম্মানিত ও মূল্যবান, যতোক্ষণ পর্যন্ত সে বিশ্বস্ত ও আমানতদার। যখনই সে বিশ্বাস নষ্ট করবে তখনই সে তুচ্ছ ও মূল্যহীন হয়ে যাবে।

ତୁମି ମେହି ରାଣୀ ୫୦ ୮୫

ଏକଟୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୋ ଆଶ୍ଚର୍ମ ରାସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ-ଏର ପିକେ । ମର୍କା ବିଜ୍ଯୋର ସମୟ କାକେରରା ଦିଶେହାରା ହେଁ ପଡ଼ିଲେ । କେଉଁ ଆଶ୍ଚର୍ମ ରାସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ-ଏର ବିରଳକେ ଭଲୋଯାର ବେର କରିଲେ, କେଉଁ ଇସଲାମ କବୁଲ କରିଲେ ଆର କେଉଁ ଆତ୍ମଗୋପନେ ଚଲେ ଗେଲେ । ଧାରା ତରବାରୀ ଧାରଣ କରିଛିଲେ ତାଦେର ମଧ୍ୟେ ଦୁ'ଜନେର ଲଡ଼ାଇ ହସ୍ତେହେ ହ୍ୟରତ ଆଲୀ ରା.-ଏର ସାଥେ । ପରେ ତାରା ବଣେ ଭଙ୍ଗ ଦିଯେ ପାଲିଯେ ଯାଏ । ଏବଂ ଆଶ୍ରମ ନେଯ ଆଲୀଭଗ୍ନୀ ଉମ୍ମେ ହାନିର ଗୃହେ । ହ୍ୟରତ ଉମ୍ମେ ହାନି ତାଦେରକେ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରେନ । ଏକଟୁ ପରଇ ହ୍ୟରତ ଆଲୀ ରା. ମେଥାନେ ଭଲୋଯାର ନିଯେ ପୌଛେ ଯାନ । ଏସେଇ ବଲେନ-

‘ଆମି ଲୋକ ଦୁ’ଟିକେ ମେରେ ଫେଲିବୋ !’

ଉମ୍ମେ ହାନି କିନ୍ତୁ ତା ହତେ ଦିଲେନ ନା । ବରଂ ତାରା ସେ କାମରାୟ ଛିଲେ ତାର ଘୋଜାଟୀ ଶକ୍ତ କରେ ଲାଗିଯେ ଦିଲେନ । ତାରପର ଦ୍ରୁତ ଛୁଟେ ଗେଲେନ ଆଶ୍ଚର୍ମ ରାସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ-ଏର ନିକଟେ । ନବୀଜୀ ତାଙ୍କେ ହଞ୍ଚଦର୍ତ୍ତ ହେଁ ଛୁଟେ ଆସତେ ଦେଖେ ବଲେନ-

‘ଉମ୍ମେ ହାନି ! ତୋମାକେ ବ୍ୟାଗତ ଜାନାଇ ! କୀ ମନେ କରେ ଏଲେ ?’

ଉମ୍ମେ ହାନି ବଲେନ-

‘ଆଲୀ ଏମନ ଦୁ’ଜନ ଲୋକକେ ହତ୍ୟା କରିବେ ତାମ, ଯାଦେରକେ ଆମି ନିରାପତ୍ତା-ଆଶ୍ରମ ଦିଯେଇଛି !’

ଆଶ୍ଚର୍ମ ରାସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ବଲେନ-

‘ତୁମି ଯାଦେର ମୁକ୍ତି ଦିଯେଇଛୋ ଆମିଓ ତାଦେର ମୁକ୍ତି ଦିଲାମ । ତୁମି ଯାଦେର ମିଳାପତ୍ତା-ଆଶ୍ରମ ଦିଯେଇଛୋ ଆମିଓ ତାଦେର ନିରାପତ୍ତା-ଆଶ୍ରମ ଦିଲାମ ! ସୁତବାଂ ପେ ଯେନୋ ତାଦେରକେ ହତ୍ୟା ନା କରେ !’

ଆଶ୍ଚର୍ମ ନାରୀଦେରକେ ଅଧିକାର ଓ ସମ୍ମାନ ଦିଯେଇଲେ ତାଦେର ହିଂର ପ୍ରଶାସ୍ତ ଜୀବନେର ସାର୍ଥେ । ଯେମନ ନାରୀର ଅନୁମତି ବ୍ୟାପିତ ତାଙ୍କେ ବିବାହ ଦେଇ ଯାବେ ଥା । ତାର ଅନୁମୋଦନ ଛାଡ଼ା ତାର ମାଲେ ହଞ୍ଚକ୍ଷେପ କରା ଯାବେ ନା । ଯଦି କୋନୋ ମୁଣ୍ଡ ଲୋକ ତାର ଚରିତ୍ରେ କାଲିମା ଲେପନ କରେ ଓ ଅପବାଦ ଦେଇ, ତାହଲେ ଐ କାଲିମା ଲେପନକାରୀ ଓ ଅପବାଦଦାନକାରୀର ବିରଳକେ କଠୋର ଶାନ୍ତିର ବିଧାନ ହେଁଥେ । ତାର ପିତାଙ୍କେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରା ହସ୍ତେହେ ତାର ସାଥେ ଭାଲୋ ଆଚାରଣ କରିବେ । ତାର ସନ୍ତାନଙ୍କେ ଆଦେଶ କରା ହେଁଥେ ତାଙ୍କେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ

করতে, তার প্রতি সদা বাধ্য ও অনুগত থাকতে। তার ভাইকে বলে দেয়া হয়েছে— সাবধান! মোনের সাথে সম্পর্ক নষ্ট করবে না!

বরং অনেক ক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে পুরুষেরও উপর।
আল্লাহ তা'আলার বাচ্চী—

وَوَصَّيْتَا إِلَيْنَا بِوَالدِيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَىٰ وَهِنَّ
وَفَصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرْ لِي وَلِوَالدِيْنِ.

- ‘আমি তো মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। মা সম্মানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দু’ বছরে।
সুতরাং আমার প্রতি এবং তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।’

বৌখানী ও মুসলিম শরীফের বর্ণনা—

এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো—

‘হে আল্লাহর রাসূল! মানুষের ভিতরে আমার সহ্যবহারের অধিক হকদার কে?’ তখন তিনি বললেন— ‘তোমার মা, অতঃপর তোমার মা, অতঃপর তোমার মা তারপর তোমার বাবা।’

আবদুল্লাহ ইবনে উমর দেখলেন, এক লোক কাঁবা তাওয়াফ করছে। তখন তার পিঠে ছিলো এক বৃক্ষ। তিনি লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন—

‘এ কে?’

লোকটি বললো—

‘আমার মা! বিশ বছর ধরে আমি তাঁকে পিঠে বহন করে চলেছি। ইবনে উমর! আপনার কি মনে হয়, আমি আমার মা’র হক আদায় করতে পেরেছি?’

তখন হ্যরত ইবনে উমর বললেন—

‘না, না, তুমি তাঁর একটি দীর্ঘশ্বাসেরও হক আদায় করতে পারো নি!’

ପ୍ରମାଣେ ଥେକେ ଆତ୍ମିକା

ଧୂମଳିମ ଉଚ୍ଚାହର ଦୂର୍ଭଗ୍ୟ; ତାଦେର ମେଯେରା ଜୀନେର ସହଯୋଗିତା କରଛେ ନା । ଏବଂ ଜୀନ ଥେକେ ଦିନେ ଦିନେ ତାରା ଦୂରେ ସରେ ଯାଚେ । ଫଳେ ଅନ୍ୟାୟ-ଅନାଚାର ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଛଡ଼ିଯେ ପଡ଼ିଛେ । ଅପରାଧେର ବିଭିନ୍ନ ଭୟାବହ ଚିତ୍ର ସମାଜ ଜୀବନେ ଅକଳାର ଢେଲେ ଦିଚେ । ଇସଲାମୀ ଆଇନ ଲକ୍ଷନେର ସେନୋ ମହଡା ଚଲଛେ । ନାରୀର ଜନ୍ୟ ଇସଲାମ ପର୍ଦାର ସେ ବିଧାନ ଦିରେଛେ, ତା ନାରୀରାଇ ଲକ୍ଷନ କରଛେ । ଅଧିହେଲାଯ ଅବଲୀଲାଯ । ବରଂ ତାତ୍ତ୍ଵିଳ୍ୟଭରେ । ନାରୀରା ହାରିଯେ ଯାଚେ ଅଣ୍ଣ ଓ ଭାଲୋବାସାର ନାମେ- ଅବୈଧ ସଞ୍ଚକେର ତିଥିର ଆୟାରେ ।

ଯାଥେ-ମଧ୍ୟେ ଆମାର ମନେ ହୁଁ- ଆଶ୍ରାହର ଆଯାବ ବୁଝି ଆମାଦେରକେ ସହସାଇ ଖାସ କରେ ନେବେ । ସବଚେ' ବେଦନାଦାୟକ ହଲୋ, ଅନ୍ୟାୟ-ଅନାଚାର ଓ ଶୀମାଲଙ୍ଘନେର ପ୍ରତିବୋଗିତାଯ ଲିଖ ଯାରା, ତାରା ଆମାଦେରାଇ ଆଜ୍ଞୀଯ, ବୋନ ଓ ସହପାଠିନୀ । ଏ-ସବ କିଛୁର ପରାତ ତାଦେରକେ ହାତ ଧରେ ଆମରା କିରିଯେ ଆନନ୍ଦି ନା । ଆମରା ପ୍ରତିବାଦମୂର୍ବର ହଛି ନା । ଅର୍ଥଚ ଆଶ୍ରାହର ରାସ୍ତଳ ସାନ୍ତ୍ବାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓରା ସାନ୍ତ୍ବାମ-ଏର ସୌଷଣୀ ହଲୋ-

‘ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ କେଉ ସଦି ଅନ୍ୟାୟ କାଜ ଦେଖେ, ସେ ଯେନୋ ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରେ .. ।’

ମଣେ ତୋ, ତୁମି କି ତୋମାର ସାଧ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟାୟ କାଜେର ପ୍ରତିବାଦ କରେଛୋ? ହାହୁ! ସଦି ନା କରେ ଥାକୋ ଭାହଲେ କୀ ଅବହା ହବେ ତୋମାର କ୍ଷେଯାମତେର ଦିନ? ସଦି ତୋମାର ବାକ୍ଷବୀ କିଂବା ସହପାଠିନୀ ବା ସବୀ ତୋମାର ପିଲଙ୍କେ ଚିତ୍କାର କରେ କରେ ଏହି ନାଲିଶ କରେ- ‘କେନୋ ତୁମି ଆମାଦେରକେ ଅନ୍ୟାୟ କାଜ କରତେ ଦେଖେଓ ବାଧା ଦାଓ ନି? କେନୋ ଆମାଦେରକେ ଉପଦେଶ ଦାଓ ନି? କେନୋ ବୋକାଓ ନି?’ ଭାହଲେ କୀ ଜୀବ ଦେବେ ତୁମି?

ଅର୍ଥଚ ଅପରଦିକେ ବିଧିମୀରା ତାଦେର ବାତିଲ ଧର୍ମର ଜନ୍ୟ କୀ ଭ୍ୟାଗ ଓ କୃଦୟାନୀଇ ନା ପେଶ କରେ ଥାକେ । ନୟୁନା ଦେଖବେ?

শেষ নেই। যেতে যেতে চোখে পড়ছিলো শুধু বালিয়াড়ি আর বালিয়াড়ি। যে গ্রামেই গিয়ে পৌছতাম, গ্রামবাসী চোখ উল্টে আমাদেরকে সতর্ক করে দিতো— ডাকাত ও দুস্যদের ব্যাপারে।

এক সময় আমরা নিরাপদেই আমাদের গজ্জবে পৌছে যাই। সময়টা ছিলো রাতের বেলা। আমার আগমনে তরা খুব খুশি হলো এবং আমার জন্যে আলাদা তাঁবু খাটোলো। দূর-সফরের ক্রান্তিতে চোখ বুজে আসছিলো। তাই দেরী না করে তাঁবুর ঝীর্ণ বিছানাতেই গা এলিয়ে দিলাম। তখন মনে এলো এলোমেলো কতো চিন্তা। বলতে পারো আমি তখন কী নিয়ে ভাবছিলাম?

আমি কিছুটা গর্ব অনুভব করছিলাম। যা কিছুটা অহঙ্কারের পর্যায়ে চলে যাচ্ছিলো। ভাবছিলাম— কোন্ সে টানে আমি এ দুর্গম পথের সফরে সাহস করলাম? আমি ছাড়া অন্য কেউ সম্ভবত এমন সফরে সাহস করতো না। কে বরদাশত করবে এতো কষ্ট, এতো যাতনা? আমি ছাড়া? অর্থাৎ আমি শুধু আমাকেই দেখতে পাচ্ছিলাম। কেবল ‘আমি আমি’ করছিলাম। যদে হলো, শয়তান আমার ভিতরে কাজ শুরু করে দিয়েছে। আমি বিজ্ঞাপ হয়েই পড়ছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইষ্টিগফার পড়তে পড়তে শয়ে পড়লাম।

সকালে আমি বেরিয়ে পড়লাম আশ-পাশের ঘর-বাড়ি দেখার জন্যে। ঘুরতে ঘুরতে শরণার্থী শিবির থেকে বেশ খানিকটা দূরে একটা কৃপের কাছে চলে এলাম। দেখলাম একদল নারী মাথায় করে পানির ডেক নিয়ে বাড়ি ফিরছে। এদের মাঝে এক মহিলার গায়ের রঞ্জ সাদা। আফ্রিকান কালো মহিলাদের মাঝে এমন সাদা রঞ্জের মহিলা দেখে আমি ডেবেচ্ছিলাম— শরণার্থী শিবিরের কোনো মহিলাই হবে এ। হয়তো কেবল রোগের কারণে ওকে এমন সাদা দেখাচ্ছে। কিন্তু আমার সঙ্গিটিকে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি জানালেন যে, এ মহিলা নরওয়ের অধিবাসিনী। বয়স ত্রিশ। খৃষ্টান। ছয় মাস ধরে এখানে আছে। আফ্রিকান সম্প্রদামের সাথে ও একেববে মিশে গেছে। এখন পরেও ও এ-দেশের পোষাক। খায়ও এ-দেশের খাবার। আমাদের কাজেও ও সহযোগিতা করে। রাজ্ঞে বেলা সব মহিলাদেরকে জড়ো করে তাদের সাথে ও বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে।

‘আলোচনা করে। তাদেরকে শেষাপড়া শেখায়। মাঝে-মধ্যে নাচও শেখায়। কতো এভিমের মাথায় ও হাত বুলিয়ে দিয়েছে এবং কতো বেদনা-পৌঢ়িত মানুষের বেদনা লাঘব করে দিয়েছে।’

নবওয়ের তরঙ্গীটির কথা একটু ভাবো তো। কিসের টানে ছুটে এলো ও-এই দূর মরহুদশে? অথচ ধীন ও আকিনায় ও ভাস্ত? কেনো ও হেঢ়ে এলো ইউরোপের সভ্যতা এবং সেধানকার সবুজ-শ্যামল বাগ-বাগিচা? কোন্ত সে পরশে ও ছয় মাস ধরে পড়ে আছে এই অক্ষম-অসহায় লোকজনের সাথে, অথচ যৌবন-বসন্তের একেবারে শীর্ষে ও অবস্থান করছে? এ বয়সে যৌবনের শাদ-বস-গঙ্ক- কাকে না হাতছানি দেয়?

বলো তো, ওর কথা ভাবতে ভাবতে তোমার কাছে কি নিজেকে ভারী ছেট মনে হচ্ছে না? বোঝো না! ও খৃষ্টান ধর্মের এক ভষ্টা নারী হয়েও আফ্রিকার প্রতিকুলতাকে কঠে-সৃষ্টে জয় করে উখানে কেনো পড়ে আছে? খু কি প্রতিকুলতা? যথা প্রতিকুলতা! আফ্রিকার বোপ-জঙ্গল-এর সাথে সখ্যতা গড়ে বসবাস করাটা ক'জনের পক্ষে সম্ভব? তারপরও বৃটেন-আমেরিকা-ফ্রান্স থেকে কেনো ছুটে আসছে এই আফ্রিকাস্ম- তরঙ্গীরা মুন্তীরা? কেনো ওরা প্রাসাদের বিলাসবহুল জীবন হেঢ়ে এখানে এসে আশ্রয় নিচ্ছে ছেট ছেট কুঁড়েঘরে বা মাটির ঘরে? আর খাচ্ছে প্রায় অখাদ্য? পান করছে নদী-নালার অঙ্ক পানি? কেনো? কেনো? ... শিতদেরকে লালন-প্রতিপালন করার জন্যে! অবশ্য নারীদেরকে চিকিৎসা দেওয়ার জন্যে! অন্য কথায়- ধীনি ব্রত পালনের জন্যে! যে ধীন বিকৃত! যে ধীন মনগড়া বর্ণনায় জর্জরিত! এমন ধীনের খিদমতের জন্যেই ওরা বেছে নেয় প্রাসাদী জীবনের বদলে দূর মরক-আফ্রিকার কষ্ট-বাতনাধেরা ফকিরী জীবন! ওরা যখন শব্দের এ ‘ধর্মীয় ব্রত’ পালন শেষে শব্দেশে ফিরে যায়, তখন দেখলে চেনাই যায় না! কী ছিলো আর কী হয়ে ফিরেছে! বদন-দীক্ষা নিষ্পত্ত! তুকের মসৃণতা উধাও!

বলবে কি হে আমার মুসলিম বোন! তাদের তৃপ্তিয়ায় কী তোমার দান-অবদান- তোমার সত্য ধর্ম ইসলামের জন্যে?

إِنْ كُوْنُوا تَالْمُونَ فَإِنَّهُمْ بِالشُّونَ كَمَا تَالْمُونَ وَتَرْجُونَ
مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ

‘যদি তোমরা কষ্ট পাও তবে তারাও তো কষ্ট পায় অথচ
আল্লাহর নিকট তোমরা যা আশা করো তারা তা আশা
করে না।’

আরেক জন দাঁড়ি’র বক্তব্য লক্ষ্য করো-

‘আমি তখন জার্মানীতে। কে যেনো দরোজায় নক করলো। কাছে এসে
দেখলাম- এক তরঙ্গী দরোজায় দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞাসা করলাম-

‘কী চাও?’

‘দরোজায় খুলুন।’

‘না, দরোজা খোলা যাবে না। আমি মুসলমান। আমার স্ত্রী ঘরে নেই। এই
অবস্থায় প্রবেশ করা তোমার জন্যে জারেয় নেই।’

কিন্তু তরঙ্গীটি এতেও ক্ষতি হলো না। চলেও গেলো না। আমি দরোজা
খুলতে অশীকৃতি জানাচ্ছিলাম। এক পর্যায়ে সে বললো-

‘আমি একটা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে এসেছি। আপনাকে কিছু বই-পুস্তক ও
আমাদের পরিচিহিতযূলক কিছু কাগজপত্র দিয়েই চলে যাবো। দয়া করে
দরোজাটা একটু খুলুন।’

আমি বললাম-

‘না, আমার এ সবের প্রয়োজন নেই।’ এই বলে আমি সেখান থেকে
আমার কামরায় চলে গেলাম। তখন সে দরোজার ফাঁক দিয়ে আমাকে
লক্ষ্য করে তার ঢীন সম্পর্কে দশ মিনিটের মতো সময় ধরে ব্যাখ্যা দিয়ে
গেলো। ওর বক্তব্য শেষ হলে আমি দরোজার কাছে এসে জিজ্ঞাসা
করলাম-

‘কেনো এ পঞ্চম? নিজেকে এভাবে কেনো কষ্ট দিচ্ছো? আমি তোমার
কথা শুনতে চাই না, তবু কেনো শোনাচ্ছো?’

ও বললো-

‘আপনি খুন আর না-ই খুন। আমি বলতে তো পেরেছি! আমি এখন
ক্ষতি অনুভব করছি। কেননা, আমি বদ্যুর সম্ভব আমার ঢীনের হক আদায়
করতে পেরেছি।’

إِنْ تَكُونُوا تَالِمُونَ فَلَا هُمْ بِالْمُؤْمِنَ كَمَا تَأْمُلُونَ وَتَرْجُونَ
مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ

‘যদি তোমরা কষ্ট পাও তবে তারাও তো কষ্ট পায় অথচ
আল্লাহর নিকট তোমরা যা আশা করো তারা তা আশা
করে না।’

জিম্মাসা করো নিজের কাছে!

ধলো তো, ইসলামের জন্যে তুমি কী করেছো, কী সহ্যেছো? ক'জন নারী
তোমার হাতে তাওবা করেছে? দিশেহারা তরুণীদের হেদায়াতের জন্যে
তোমার কতোটুকু শ্রম ও সম্পদ ব্যয় হয়েছে?

অনেক ‘পুণ্যবর্তী’ নারীদেরকেই বলতে উনেছি-

‘দাওয়াত দেয়ার দৃঢ়সাহস করতে পারবো না আমি। অন্যায় কাজের
ধিরোধিতায় নামাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়।’

আচর্য!! তাহলে এক পাপাচারিণী কষ্টশিল্পী হওয়ার দৃঢ়সাহস কেমনে হয়
তোমার? এই যে হাজার হাজার মানুষের সামনে গলা ছেড়ে আর ঝুপ
‘সুলে’ গাও এবং নাচো, তখন তোমার লজ্জা-সংকোচ কোথায় যায়? জানো
মা, তারা তোমার গান ‘খাওয়ার’ আগে গিলে গিলে তোমার ঝুপ খাস? গান
গাইতে গিয়ে কেনো বলো না— আমার লজ্জা হয়, আমার ভয় হয়?

মির্জেজ নৃত্যশিল্পী হতে লজ্জা হয় না, হাজার হাজার মানুষের সামনে
‘শরীর প্রদর্শনী’তেও অরুচি ও অশ্রদ্ধা হয় না, তা যতো অরুচি আর অশ্রদ্ধা
আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকতে ও আনতে।

শোনো মেয়ে!

আমরা তোমার শক্ত নই, তিনি কল্যাণকামী। তাহলে তুমি কেনো তোমার
বোনের কল্যাণ কামনা করবে না? কেনো তাকে আল্লাহর পথে ডাকবে না?
শয়তানের দলের সাথে তোমার বকুত্ত নষ্ট হয়ে যাবে বলে?!

আরো অবাক-করা বিষয় হলো— কোনো কোনো তরুণী অশ্লীলতা বিনিয়য়
করে! একে অপরকে অশ্লীল পত্রিকা দেয়!। অশ্লীল গানের ক্যাসেট ও সিডি
দেয়!। একে অপরকে ডেকে নিয়ে যায়— খারাপ ও বিপজ্জনক আসরে।

এ নয় কি অন্যায় ও অশ্রুল কাজে সহযোগিতা?! শয়তানের দলভূক্ত হওয়ার জন্যে প্রতিযোগিতা?! অন্যায় কাজে একে অপরকে টানার ও সহযোগিতা করার এই যে ভালোবাসা, তা একদিন ঋপাঞ্চরিত হবে শক্তি ও ঘৃণায়। আল্লাহই বলেন-

الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ يَغْصُّهُمْ بِعَصْبِيٍّ عَذْوَ إِلَّا الْمُتَّقِينَ

‘বকুরা সেদিন একে অপরের শক্তি হয়ে পড়বে, তবে মুস্তাকিরা ব্যতিত।’

এ হলো হাশরের ময়দানে তাদের অবস্থা। অপমান ও অনুশোচনাৰ পোষাক পরানো হবে তাদেরকে। আৱ জাহান্নামে। এ নাফ্রমানদেৱ একটি দল সম্পর্কে আল্লাহ কুরআনে বলেছেন-

نَمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِعَصْبِيٍّ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا
وَمَا أَكْمُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ

‘তারপৰ কেয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অশ্রীকার কৰবে। এবং পরম্পরকে অভিসম্পাত দেবে। তোমাদের ঠিকানা জাহান্নাম। এবং তোমাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না।’

হ্যা, তারা একে অপরকে অভিসম্পাত দেবে। অথচ দুনিয়াতে একজন আরেকজনের সাথে গভীরভাবে মিশেছে। গল্লে গল্লে রাত কাটিয়ে দিয়েছে। হাস্যরসে শত শত মাতাল সঙ্গ্য পাই কৰে দিয়েছে। হয়েছে ভালোবাসাৰ উষ্ণ বিনিময়। কিন্তু ভুল, সবই ছিলো ভুল। ক্ষণিকেৱ মৰীচিকাময় শপ্ত, চিৰকালেৱ লাঠিপেটা দুঃখপ্ত! সেদিন বলবে একজন আরেকজনকে-

‘তুমিই তো আমাকে অবৈধ প্ৰেমালাপ আৱ অশ্রীলতাৰ দিকে ডেকে এনেছিলে। তোমাৰ উপৰ আল্লাহৰ লা'নত।’

অপৰজন তাৰ উত্তৰে বলবে-

‘বৱং তোমাৰ উপৰ আল্লাহৰ লা'নত। তুমিই না আমাকে দিয়েছিলে গানেৱ ক্যাসেট।’

উপরে বলা হবে-

'আমার উপর নয়- তোমার উপরই আম্ভাহর লাভন্ত! তুমিই আমার সামনে
গোনাই ও পাপাচারের 'রঞ্জিন' জগৎ শুলে দিয়েছিলে!'

অপরজন নীরব থাকবে না। বলবে-

'না! না! তোমার উপরই লাভন্ত! গোনাহর পথ তুমিই আমাকে
দেখিয়েছো!'

আচর্য! কোথায় হারিয়ে গেলো দুনিয়ার রঙ-ভায়াসা ও হাসি-আনন্দের
সেই দিনগুলো? কোথায় তলিয়ে গেলো ফিসফিসানি আর কানাকানির
পরশ-ভোলানো সৃষ্টি? 'মার্কেট' ঘূরতে এসে সেই যে কলকলিয়ে হাসতে
হাসতে একে অপরের উপর লুটিয়ে পড়তে, আজ তা কোথায়? কেনো
আজ তোমরা একে অপরকে গালমন্দ করছো, অভিসম্পাত দিচ্ছো?

কারণ একটাই। আর তা হলো তোমরা কখনো একে অপরের কল্যাপ
কামনায় এবং তালো চাওয়ায় এক হতে পারো নি! এক হয়েছো তখন সূর্য
দ্বুবেছে যখন! জাহান্নামের আগুন এখন সামনে। এ আগুন কি নিভাই
আগুন? তার লাভাস্ত্রোত কখনো ত্বিমিত হবে না! কখনোই না!

কোথায় তবে মাতৃজাতি?

আমাদের বর্তমান নারী জাতির অবস্থা কী? পূর্ববর্তী মহিয়সীগণের তুলনায়
তারা কি অনেক অনেক গুণ পিছিয়ে নয়? তারা শ্রীতের বিরোধিতা করে
যাচ্ছে পোষাকে-কথায়-দৃষ্টিতে। তাদেরকে উপদেশ দান করলে বিরক্তিভরা
কষ্টে বলে-

'সব মহিলাই তো এমন করছে। আমি স্বোতের উল্টো চলতে পারবো না!'

কী লজ্জার কথা!

কোথায় তোমার ঈমানী 'গায়রত'?

কোথায় তোমার দীন পালনে দৃঢ়তা?

অন্যায়ের কাছে এতো সহজে আত্মসমর্পণ করতে তোমার লজ্জাবোধ হয়
না? বিবেকের মাথা খেয়ে বসেছো নাকি?

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قُضِيَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أُمْرًا أَنْ
يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَغْصِبِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ
ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

আল্লাহহ এবং রাসূল কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোনো
মুামিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন
সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহহ এবং তাঁর
রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভৃষ্ট হবে।'

আল্লাহহ অভিসম্পাত দেয় যে সব নারীকে, বড়ো দৃঢ়ৰ হয় তাদের জন্যে।
এরা ধীন নিয়ে তামাশা করে। পুরুষের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কাপড় পরে।
কাঁধ খোলা রাখে। নারীত্বের মহিমা ও গোপন সৌন্দর্য প্রদর্শন করে।
এদের উপর তো আল্লাহহুর লাভন্ত পড়বেই!

কোথায় সেই নির্লজ্জ নারী, যে উঙ্কি-চিঙ্ক এঁকে দেয় নিজের কপালে-
চেহারায়-অঙ্গে? এ-সব তো করে বেড়ায় বেশ্যায়? ভাসমান পতিভারা?
আল্লাহহুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-
উঙ্কি-চিঙ্ক যে নিজে আঁকে এবং আরেকজনকে এঁকে দিতে বলে- উভয়ের
উপর আল্লাহহুর লাভন্ত !'

আর যারা নকল চূল ব্যবহার করে, তারাও বাঁচবে না- আল্লাহহু
অভিসম্পাত থেকে।

হে অভিসম্পাতে অভিসম্পাতে জজ্জিরিত নারী!

জানো কি- আল্লাহহুর অভিসম্পাত কী?

আল্লাহহুর অভিসম্পাত হলো-

তাঁর রহমত থেকে বিভাড়িত হওয়া!

জান্নাতের পথ থেকে দূরে চলে যাওয়া!!

বলো না! তুমি কি চাইবে-

জান্নাতের পথ থেকে বিভাড়িত হতে?

দূরে সরে পড়তে? শুধুমাত্র এই-উঙ্কি-চিঙ্কের কারণে কিংবা নকল চূল

হে বাস্তিত নারী।

শব্দিতি ও শয়তানের ডাকে যখন নারী সাড়া দেয়, তখনই তার ইচ্ছে করে নিজেকে সুসজ্জিত করে পর পুরুষের সামনে পেশ করতে। প্রকাশ-ব্যাকুল হতে। তখন সে ভুলে যায়- আল্লাহর অভিসম্পাতের কথা। তার ভয়াবহ পরিণতির কথা।

যেভাবে এবং যা করে নারী নিজেকে সাজায়, তা যেমন অরুচিকর, তেমনি শব্দায়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ। এর মধ্যে একটি হলো- জরু সরু করা- উপড়ে ফেলে অথবা মুক্তিয়ে। যে নারী এখন কাজ করলো, সে শয়তানের নির্দেশই পালন করলো। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

وَلَا أَمْرُهُمْ فَلَيَسْكُنُ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمْرُهُمْ فَلَيَغْيِرُنَّ خَلْقَ
اللهِ وَمَنْ يَتَّخِذُ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ ذُنُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ
خُسْرًا نَّا مُبِينًا.

আমি তাদেরকে অবশ্যই নির্দেশ দেবো এবং তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবেই। আল্লাহর পরিবর্তে কেউ শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করলে সে স্পষ্টই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

সুতরাং জ্ঞ সরু করা- আল্লাহর লাল্লাত-এর শিকার ইওয়ার কারণ। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর সূত্রে আবু দাউদ শরীফে বলা হয়েছে-

‘উক্তি-চিহ্ন যারা নিজে আঁকে এবং আরেকজনকে এঁকে দিতে বলে, যারা জ্ঞ সরু করে এবং কপালের চুল উপড়ে ফেলে তারা আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তনকারী। তাদের উপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিসম্পাত দিবেছেন।’

এমন কাজ কেমন করে তুমি করতে পারো- যাৱ পৱিণ্ডি আল্লাহুর
অভিসম্পাত? অথচ অপৱদিকে তুমি আল্লাহুর কাছে ক্ষমা ও রহমত
চাচ্ছো নামাজেৰ ভিতৱ্বে এবং বাইৱে। এ কী কথায়-কাজে অমিল-আচলণ
নয়? একদিকে কামনা করছো আল্লাহুর রহমত, অপৱদিকে করছো এমন
কাজ যা তোমাকে আল্লাহুর রহমত থেকে দূৰে ঠেলে দিচ্ছে। অসুস্থি, বজ্জো
অসুস্থি!!

হাঙ্গানী উলামায়ে কেৱাম জ্ঞ সকল কৱা বা মুণ্ডনোকে হাৱাম বলেছেন।
আমাৰ সামনে এখন তা হাৱাম ইওয়াৰ বিশটি ফতোয়া রয়েছে। সুতৰাং
আল্লাহুর প্ৰতি ঈমানেৰ দাবি হলো, তিনি যা কৱতে বলেছেন তা কৱা আৰু
যা নিষেধ কৱেছেন তা না কৱা। উক্তি-চিহ্ন সে তো বিধৰ্মীদেৱ সাথে
মিশে যাওয়া। কেউ যদি কোনো সম্প্ৰদায়েৰ সাথে মিশে যায়, তাহলে সে
তাদেৱ মধ্যেই গণ্য হবে।

বোৰা গেলো, যে ভালোবাসবে যাকে তাৱ হাশৰ হবে তাৱই সাথে।
সুতৰাং তুমি বলো না, 'অনেকেই তো তা কৱছে!' তাহলে আমি বলোৱা,
অনেকেই তো মৃত্তিপূজা কৱছে, তাই বলে তুমিও কি তাদেৱ মতো
মৃত্তিপূজা কৱবে? অনেকেই কুশ-চিহ্ন ঝুলিয়ে রাখে। তুমিও কি এ ক্ষেত্ৰে
তাদেৱ অনুসৰণ কৱবে? অপৱাধিনীৰ সংখ্যাবৃদ্ধি পাপ কাজে লিঙ্গ ইওয়াৰ
বৈধতা দেয় কি? তোমাৰ আমল সম্পর্কে তোমাকেই জিজ্ঞাসা কৱা হবে।
পৃথিবীতে তোমাৰ জন্মেৰ ধাপ লক্ষ্য কৱো।

প্ৰথমে তুমি ছিলে তোমাৰ পিতাৱ 'পৃষ্ঠদেশে'- একা।

তাৱপৱ এসেছো মায়েৰ গড়ে- একা।

তাৱপৱ এসেছো পৃথিবীতে- একা।

মৱবেও তুমি- একা।

পুনৰূপিত হবে- একা।

পুলসিদ্বাত তোমাকে পাৱ হতে হবে- একা।

আমলনামা পেশ কৱা হবে তোমাকে- একা।

আল্লাহুর সামনে তুমি জিজ্ঞাসিত হবে- একা।

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا أَتَيَ الرَّحْمَنَ عَبْدًا.
لَقَدْ أَخْصَاهُمْ وَعَلَّهُمْ عَذَابًا. وَكُلُّهُمْ آتَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرِداً.

‘ଆକାଶମଣି’ ଏବଂ ପୃଥିବୀତେ ଏମନ କେଉ ନେଇ ଯେ
ଦୟାମନ୍ୟର ନିକଟ ଉପର୍ଦ୍ଧିତ ହବେ ନା- ବାନ୍ଦାରଙ୍ଗେ । ତିନି
ତାଦେରକେ ପରିବେଟନ କରେ ବୈଷ୍ଣବହେଲ ଏବଂ ତିନି
ତାଦେରକେ ଗମନ କରେଛେ । ଏବଂ କେଯାମତେର ଦିବସେ
ତାଦେର ସକଳକେଇ ତା'ର ନିକଟ ଆସନ୍ତେ ହବେ ଏକା ଏକା ।’

ସମ୍ମଦ୍ର ତରଞ୍ଜେ

କଠୋ ମୁସଲିମ ଯୁବତୀ ନାରୀ ଭେସେ ଯାଚେ ଶ୍ରୋତେର ସାଥେ, ଢେଉୟେର ସାଥେ ।
ଗଭ୍ରାଲିକା ପ୍ରବାହେ । ପର୍ଦାର ବ୍ୟାପାରେ ଉଦ୍‌ବୀନିଷ୍ଠା ହୟେ ଗେଛେ ତାର ମଞ୍ଜାଗତ ।
ଫାସାଦ ସୃଷ୍ଟିକାରୀରା ବରଂ ନୀଳନଙ୍ଗା ବାନ୍ଦାରାଯନକାରୀ ପାପାଚାରୀ କାକେର-
ମୁଶରିକରା ଯେ ସବ ପୋଥାକ ବାଜାରେ ଛାଡ଼ିଛେ, ତାର ଉପର ତାରା ହମଡ଼ି ଖେଯେ
ପଡ଼ିଛେ । ଯା ନାରୀକେ ନା- ଢେକେ ବରଂ ପ୍ରବୃତ୍ତି-ତିଯାସୀ ମାନୁଷେର ଚୋଖେର ସାମଲେ
ଆରୋ ଖୁଲେ ଦେଇ ।

ଆଶ୍ରୟ! କୀ କରେ ତୁମି ଓଦେର ଖେଲାର ପୁତୁଳ ହତେ ପାରଲେ? ଯା ଇଚ୍ଛେ ତା-ଇ
ଡାରା ତୋମାକେ ପରିସ୍ରେ ଯାଚେ? କଥିନୋ ତୋମାର ପରନେ ଦେଖା ଯାଚେ ନକ୍ରାକରା
ଗୁଡ଼ିଦାର ଜାମା । କଥିନୋ ପରଥେ ତୁମି କୋମର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ‘ଶଟ’ ଜାମା । କଥିନୋ
ତୋମାର ଦୁର୍କାନ୍ଧ ଥାକିଛେ ଅନାବୃତ । କଥିନୋ ଦେଖା ଯାଇ ବିଶାଲ ତିଳା ଆଣିଲା ।
ଏ ସବ ବୈଚିତ୍ରେ କୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପାଇଛେ? କୀ ପ୍ରତିକଳିତ ହାଇଛେ? ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପାଇଛେ-
ନାରୀକେ ଆରୋ ବେଳୀ ଆବେଦନମୟୀ କରେ ମାନୁଷେର ଚୋଖେର ସାମନେ ପେଶ କରା
ଏବଂ ନାରୀର ସତିକାରେର ରକ୍ଷାକବଚ ଓ ଭୂଷଣ- ପର୍ଦାକେ ନିର୍ବାସନେ ପାଠାନୋ ।

ଏଭାବେଇ ତୋମାର ଅଜାନ୍ତେ ପ୍ରତିକଳିତ ହାଇଛେ ଦୁଶ୍ମନେର ଇଚ୍ଛା । ନୀଳନଙ୍ଗା ।
ତୁମି ହାଇଛୋ ଓଦେର ଖେଲାର ପୁତୁଳ ।

ଯେ ପୋଥାକେ ତୋମାର ପର୍ଦା କ୍ଷତିଶ୍ଵର ହୟ, ତା କେଳୋ ତୁମି ପାରବେ? ଆଜକାଳ
ଆରୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରା ଯାଇ- ଯେବେଳେର ଜାମା ଏତୋ ପାତଳା କାପଡ଼େ ତୈନୀ ହାଇଛେ
ଯେ, ଶରୀରେର ସ୍ପର୍ଶକାତର ଆୟଗାତଳୋ ସହଜେଇ ଚୋଥେ ପଡ଼େ । ଭିତରେ

শেমিজ জাতীয় কিছু পরলে তবে রক্ষে। নইলে পাতলা কাপড়ে প্রদর্শিত
নারী-সৌন্দর্য কেবল কাতরতা ও লুলোপত্তা বাড়াব 'অসুস্থলে' চোখে।

হিজাব হেডে কেনে দুশ্মনের চাপিয়ে দেয়া এ 'ফ্যাশন'-এর পেছনে
ছুটছে ভূমি হে নারী? জানো না- হিজাব কী? বোঝো না হিজাবের
মাহাত্ম্য? হিজাব হলো পুরুষের দৃষ্টি থেকে নারী-সৌন্দর্য ঢেকে রাখার
একটি শরণী বিধান। পর্দা নিজেই সৌন্দর্যের প্রতীক। একে সুন্দর করায়
জন্যে আলাদা নক্কা বা অন্য কিছু করার প্রয়োজন নেই। মুসলিম শরীফের
হাদীসে আল্লাহর রাসূল বলেছেন-

صَفَنَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أُرِهَا .. رَجَالٌ مَعْهُمْ سَاطُ
كَاذِنَابُ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ هَا النَّاسِ .. وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٍ
عَارِيَاتٍ مَالَلَاتِ مَيْلَاتٍ رَوْسَهُنَّ كَامِنَةً الْبَحْتُ الْمَائِلَةُ
لَا يَدْخُلُنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدُنَ رِيحَهَا وَإِنْ رَجَحَهَا لَيَوْجَدُ مِنْ
مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا.

'দুই প্রকার জাহান্নামীকে আমি দেখি নি। এদের একটি
প্রকার হলো একদল পুরুষ, যাদের সঙ্গে রয়েছে গরুর
লেজের মতো চাবুক, যা ঘারা তারা মানুষকে চাবকাছে।
আর আরেকটি প্রকার হলো মহিলাদের একটি দল, যারা
বাহ্যিক পোষাক পরিহিত হলেও ব্রহ্মত তারা প্রায় নগু।
যারা আকৃষ্ট হবে পুরুষের প্রতি এবং পুরুষদেরকেও
আকৃষ্ট করবে নিজেদের প্রতি। তাদের মাথা হলো ব্রহ্মত
উটের কুঁজের মতো। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না
এবং তার প্রাণও পাবে না। যদিও তার জ্ঞান পাওয়া যাবে
অনেক অনেক দূর থেকে।'

বলো তো, কে হতে চায় সেই নারী, যে পেতে চায় না জান্নাত কিংবা
জান্নাতের সুগঞ্জি!?

কেনো বোঝো না, এই যে পর্দাহীনতা ও উলঙ্ঘনা- এ একটি মাধ্যম,
শর্করানের মাধ্যম। এ মাধ্যম তোমাকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে-
জানো? একজন পুরুষকে উন্মেষিত করে হারামে বা ব্যভিচারে লিঙ্গ করা

তুমি সেই রাণী ৪ ৯৯

পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। তুমি কি চাইবে— একজন পুরুষ তখু তোমার বেপর্দাৰ কাৱণে, ৱৰপ্রদৰ্শনেৰ কাৱণে হারাম কাজে লিখ হোক? মনে গাৰবে, তুমি যে ধৱনেৰ বোৱকা পৱছো, তা মোটেই ইসলামী হিজাব নয়, পৰ্দাৰ নামে এক ধৱনেৰ ‘ফ্যাশন’। এ ‘ফ্যাশন’ তুমি যখন পৱবে আৱ তোমার দেখাদেখি অন্য যেয়েৱা পৱবে, তাদেৱ সবাৱ গোনাহ তোমার আমলনামায় লেখা হবে। কেয়ামত পৰ্যন্ত। একটু ভেবে বলো তো, তুমি কি গোনাহৰ কাজে আদৰ্শ ও কাৱণ হতে চাও?

কাৱ জন্যে সাজবে তুমি!

এ ধৱনেৰ ‘ফ্যাশন’মূলক হিজাব পৱিহিতা কোনো যেয়েৱ কাছে তুমি যদি আনতে চাও—

‘কেনো পৱেছো তুমি এ ‘আবা’?’

সে তোমাকে বলবে—

‘এটা সুন্দৱ তাই।’

তখন তুমি আবাৱ ভাকে জিজাসা কৱো—

‘কাৱ জন্যে তোমার এ সুন্দৱ সাজ?’

উভৱে ও বলবে—

‘আমাৱ এ-সাজ অভিজাত কোনো প্ৰত্বাবকেৱ দৃষ্টি আকৰ্ষণেৰ জন্যে কিংবা আমাৱ বচ্ছৱিত্ৰ শামীৰ জন্যে।’

আসলে কি তাই? মোটেই নয়। বৱং এ অলংকৃত হিজাবে বেৱ হলে এক ধৌক প্ৰবৃত্তি-ভাড়িত সুলোপ দৃষ্টি তাৱ দিকে ভাকিয়ে থাকে আৱ মজা দুটে। অধং আমাৱ বোনেৱা এই নিকৃষ্টদেৱ চোখে নিজেদেৱ ৱৰপ্রদৰ্শন কৱে আপুত হয়। ভাৱে— কেউ বুঝি আমাকে পছন্দ কৱলো!

সত্যই বড়ো আফসোস হয়! এৱা কাৱা জানো? যাদেৱ চোখে পড়তে তুমি এতোটা ব্যাকুল, উনৰুৰ?

আম্ভাৱ ভয়ে এদেৱ হৃদয় কাঁপে না।

আম্ভাৱ বিধানেৰ প্ৰতি এৱা জৰুৰি কৱে না।

এৱা নামীৰ সম্মান ও মৰ্যাদাও বোঝে না।

তুমি সেই রানী ও ১০০

তার সঙ্গিত্ব ও পবিত্রতা এদের চোখের কঁটা।

এয়া এজোই নিকৃষ্ট যে, অবৈধ ঘৌনতার পাগলা ঘোড়ার সওয়ার হয়ে
নারীর সঙ্গিত্বের কোমল আঁচলের উপর দিয়ে সুযোগ পেলেই দাবকে
বেড়ায়। নারীর দিকে তাকায় ঘৌনকাত্তর দৃষ্টিতে। এরপর যখন তারা
নারীর সঙ্গিত্ব লুটে নেয়, তখন তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় এবং খুজতে থাকে
অন্য শিকার।

তুমি কি কখনো ভেবে দেখোছো— কেনো আল্লাহ তোমাকে হিজ্বাবের বিধান
মেনে ঢলার নির্দেশ দিয়েছেন। ভাবো নি আল কুরআনের এ আস্তাত নির্জে-

وَلْ يُبَصِّرُنَّ بِحُمْرٍ هِنَّ عَلَىٰ جَهْوِبَهُنَّ وَلَا يُتَدِينَ رِتَهُنَّ

‘তারা যেনো গ্রীবা ও বক্ষদেশ মাথার কাপড় ধারা আবৃত
করে এবং কাঠো নিকট নিজেদের আভরণ প্রকাশ না
করে।’

একটু ভাবো, কেনো আল্লাহ তোমাকে তোমার সৌন্দর্য (চেহারা, চুল এবং
সমস্ত শরীর) ঢেকে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন? কেনো আল্লাহ তোমাকে
পর্দার নির্দেশ দিয়েছেন? তোমার এবং আল্লাহর মধ্যে কোনো দুশ্মনি,
বৈরিতা ও প্রতিশোধস্পৃহা তো নেই! আছে কি? নেই! আল্লাহ অভাবমুক্ত ও
অমুক্তাপেক্ষী। বান্দার প্রতি বিদ্যুমাত্র জ্বল্যমও তিনি করেন না। কিন্তু
আল্লাহর শার্শত বিধান, সর্বযুগে কার্যকর তাঁর শরীয়ত, তাঁর অপরিবর্তনীয়
বাণী, তাঁর ইনসাফপূর্ণ নীতি— পুরুষকে দিয়েছে যেমন কিছু স্পষ্ট দিক-
নির্দেশনা, নারীকেও দিয়েছে কিছু স্পষ্ট দিক-নির্দেশনা। আল্লাহর হকুম না
মেনে পৃথিবীতে কাঠো ঢিকে থাকা সম্ভব নয়। এ জন্যেই সঙ্গী-সাধী
মহিলারা নিজেদের সম্মান ও মর্যাদা হোঁজে শুধু দীনের আনুগত্যে ..
আল্লাহর হকুম পালনে।

এখন তোমার সামনে মুসলিম শরীফের একটি হাদীস উপস্থাপন করছি।
হাদীসের ভাব ও মর্ম এবং শিক্ষা ও তাৎপর্য নিয়ে একটু ভাবো।

হয়েছে আয়েশা রা.-এর কাছে একদিন এক মহিলা এসে জিজ্ঞাসা
করলেন—

‘যাপার কি বলুন তো, কান্তুবর্জী মহিলা কান্তুস্নাব থেকে পরিত্র হয়ে নামাজ
কাজা না করে কেবল রোয়া কাজা করে। এ ব্যবধান কেনো?’

ইয়রত আয়েশা তার প্রশ্নে আশ্চর্য হয়ে বললেন-

‘তৃষ্ণি কি দ্বীন মানো না?’

‘অবশ্যই মানি। কিন্তু জানতে চাই।’

ইয়রত আয়েশা বললেন-

‘আল্লাহর নবীর উপস্থিতিতে আমাদের সামনে এ-প্রশ্ন এলে আমাদেরকে
বিদেশ দেওয়া হয় রোয়া কাজা করার এবং নামাজ কায়া না করার।’

ঝঁ, তোমাকেও দ্বীনের অনুসরণ করতে হবে এভাবেই। আল্লাহর হকুমের
সামনে করতে হবে পরিপূর্ণ আজ্ঞাসমর্পণ। আল্লাহ বলেছেন, তাই তৃষ্ণি
করবে। কেনো বলেছেন- এ প্রশ্ন করা যেমন অবাস্তুর তেমনি ধূঁটা।

إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
لِيَخْكُمْ يَتَّهِمُونَ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِيَ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

‘মু’মিনদের বক্তব্য তো এই- যখন তাদের ডিতরে
ফায়সালা করার সময় আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দিকে
তাদেরকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা বলে- আমরা
তন্ত্রাম এবং মান্ত্রাম। আর তারাই সফলকাম। যারা
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয়
করে এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকে, তারাই
সফলকাম।’

ঝঁ, সফলকাম তারাই যারা আল্লাহর কাছে আজ্ঞাসমর্পণ করে। আর যারা
আল্লাহর কাছে আজ্ঞাসমর্পণকারীদের দলভূক্ত নয়, তারাই চায় তোমাকে
অবগুঠনমুক্ত করতে। তোমার পর্দার সম্মান নষ্ট করতে। তখুন তাই নয়;
ওরা সক্ষ্য অর্জনের জন্যে প্রয়োজনে জীবনকে বাঞ্জি রাখে। ধন-সম্পদ

উজাড় করে দেয়। অঙ্গুরস্ত সময় ব্যয় করে। এই দেখো না- অঙ্গীল পঞ্জ-
পঞ্চিকা, যৌনেক্ষীগুক শেষালেখি এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রেমাম, এ
সবের মক্ষ্য একটিই। তা হলো পর্দাকে অসম্মান করা। পর্দা
প্ররোচনীয়তাকে উরুতৃহীন ও অপ্রয়োজনীয় করে তোলা। এরা সব এক।
সব শেয়ালের এক রা। এরা চায়- ঘুমিনদের মাঝে অঙ্গীলভার জীবশূ
অনুগ্রহেশ করাতে। তুমি যখন বাইরে যাও, তখন তোমাকে, তোমার
ক্লপকে দেখে দেখে ওরা কাম-দৃষ্টির জ্বালা মেটাতে চায়। তোমাকে
নাট্যঘরে ও নৃত্যঘরে প্রদর্শন করে করে ওরা 'সুখ' পেতে চায়। তোমাকে
অঙ্গশৃঙ্গিনী করে প্রবৃত্তির মাতাল সুখে গা ভাসাতে চায়। ওরা উধূ জমিদেই
তোমাকে ব্যবহার করতে চায় না, আকাশেও ব্যবহার করতে চায়।
বিমানবালা বানায় নি ওরা তোমাকে? ঠেলে দেয় নি হিজাববিহীন
'ফ্যাশন'ের পোষাকে- উধূ চোখের জ্বালা মেটাতে? উধূ তোমার ক্লপসূখ
পান করতে? তোমার 'মুক্তাখচিত' দাঁতের মুচকি হাসির দিকে বেহায়ার
মড়ো ভাকিয়ে থাকতে?

সত্যিই বিস্মিত হতে হয়!

নারীর অধিকার বলতে ওরা কি উধূ-

পর্দাহীন বেলেক্কাপনাকেই বোবে?

পুরুষের সাথে পাত্রা দিয়ে গাড়ি চালনাকেই বোবে?

নিকটাঞ্জীয় ছাড়া যার তার সাথে ঘুরে বেড়ানোকেই বোবে?

অফিসে-আদালতে ও শিল্প-কারবানায় পুরুষের পাশে অবাধ বলন-চলন-
বসনকেই বোবে?

প্রচার মাধ্যমে অংশ নেয়ার অবাধ প্রতিযোগিতাকেই বোবে? উধূ এ গুলোই
কি নারী-অধিকার? নারী-বাধীনতা?

নিপাত যাক আল্লাহর দুশ্মনদের এ-সব ইসলাম বিদ্রে চিন্তা-চেতনা ও
ধ্যান-ধারণা। কই! একদিনও তো ওদেরকে বিধবা, অসহায় বৃক্ষ কিংবা
'ওক্ত এজ হোম'-এর মজলুম অধিবাসীদের অধিকারের প্রশ্নে সোজার হতে
গুনি নি? কই! কোনো সম্মানকে তো ওরা কোনোদিন বলে নি-

‘শাবধান! তোমার মা-বাবাকে ‘গুণ এজ হোম’-এ পাঠিলে জ্যোতি করব
নিশ্চিন্তা না! নাতি-নাতনীকে আদর-সোহাগ দেয়ার প্রাকৃতিক সুযোগ থেকে
সঞ্চিত করো না!’

এবা আসলে সমাজ সংস্কারের নামে সমাজের ভিত্তিতে পচন ধরাতে চায়।
এবা মুনাফিক। আবদুল্লাহ বিন উবাই- এর নাতি-পুতি ও মানস-পুত্র। এই
অভিশঙ্গ ‘আবদুল্লাহ’ ছিলো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লাম-এর যুগে মুনাফিকদের মাথা।

এসো, এখন একটু ইতিহাসের পাতা উল্টাই।

এই মুনাফিকরাই আম্যাজান আয়েশা রা.- এর চরিত্রে কালিমা লেপনের
অপচেষ্টায় মেতে উঠেছিলো। বড়ো নিকৃষ্ট লোক ছিলো এই আবদুল্লাহ বিন
উবাই। সে সুন্দর সুন্দর বাঁদী করে করে ওদেরকে পয়সার বিনিময়ে
ব্যভিচারে লিঙ্গ হতে বাধ্য করতো। এরপর আল্লাহ কুরআনের আগ্রাহ
শাজিল করে তার স্বর্ণোশ খুলে দেন।

وَلَا يُنْكِرُهُوا فَقِبَالَكُمْ عَلَى الْبَيْعَاءِ إِنْ أَرْدَنْ تَحْصِنَتَا لَتَبْغُوا
عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.

‘তোমাদের দাসীদেরকে তারা সততা রক্ষা করতে চাইলে
পার্থিব জীবনের শোভ-লালসার ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য
করো না।’

এই আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের বংশধররাই এখন আওড়ে যাচ্ছে-

‘অবগুণ্ঠন তোমাকে সঞ্চীর্ণ গভীরে আবক্ষ করে রাখবে। লম্বা বোরকা। সে
তো অনেক ভারী ও বিরক্তিকর। প্যান্ট পরো, চলতে সুবিধে হবে। ওহ!
চেহারা ঢেকে রাখতে কষ্ট হয় না? দম বক্ষ হয়ে আসে না?’

ঝোঁ এমন এক সম্প্রদায়, ঘোঁ বিধূদের সভ্যতা-সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী।
আর এ সভ্যতা-সংস্কৃতির দিকে এগিয়ে ঘোঁদ্বার জন্যে তারা মনে করে
হিজাবের ‘উৎপাটন’ এবং নারীদের কাপড় উপরে তোলাই একমাত্র পথ।
পাঞ্চাত্যের কিংবা প্রতীচোর কোনো দেশে কখনো সফরে গেলে এ-বাস্ত
বতা তোমার সামনে পরিস্কার হয়ে যাবে। কোথাও দেখবে নারী
বিমানবন্দরে কুলি-মজুরী করছে। কোথাও বা নারী পরিচ্ছন্নকর্মী। কোথাও

বা কোম্পানীর অধীনে বাখরক্ষ পরিষ্কার করছে। আর নারী একটু শুন্মুক্ত হলে তাকে কাজে লাগানো হচ্ছে ডিল্লিভাবে। বানানো হচ্ছে হয়তো নর্জলি নয়তো ‘কলগার্ল’। তাকে নিয়ে খেলছে মদ্যমাতাল একদল মানুষ। কেউ বা তাকে বানাচ্ছে পণ্য। চাহিদা শেষ হয়ে গেলে কিংবা পণ্যমূল্য করে গেলে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে- ‘ডাস্টবিনে’।

বলো তো, এই কি নারী-শাধীনতা? এই কি নারীর সম্মান ও মর্যাদা? এই কি নারীর অধিকার? যার প্রোগানে মুখর পাঞ্চাত্য সভ্যতার ধর্মাধারীরায় এই ফিলিপাইনে কিংবা এই কাশ্মীরে কোনো মা-বোন নিপীড়িত হলে আরি তুমি একটু-আধুন বেদনাত্মক হস্তে সে দেশে নারী কি পায়- তার পাশে কোনো বেদনাত্ম হস্তর?

তুমি সুন্দর চাও?

তাহলে মনে আল্লাহর নাফরমানী ও অসম্ভবের ভিতরে নেই কোনো সৌন্দর্য। প্রকৃত সৌন্দর্য পাবে তুমি শুধু আল্লাহর বিধানে, তাঁর হকুম পালনে। সৌন্দর্যের পূর্ণ ছবিটা অবশ্য তুমি এখানে, এই পার্থিববাসে পাবে না। তা পাবে শুধু জান্মাতে। শুধুই জান্মাতে। পূর্ণ রূপে, পূর্ণ ছবিটে, পূর্ণ অবয়বে। দেখবে তখন তা চোখ ভরে। জোগবে তখন তা মন ভরে। জান্মাতের হৃদয়ের কথা শনেছো? এই হৃদয়ের সাথে তোমার কোথাও কোথাও কিন্তু মিল রয়েছে, জানো সে কথা? হৃদয়ের যদিও রাত ঝেঁপে জেগে ইবাদত-বন্দেগী করতে হয় না এবং দিবসে কষ্ট করে করে রোজা রাখতে হয় না, কিন্তু তাদের নেই প্রবৃত্তির তাড়লা। নেই যৌবনের উম্মাদনা। এবার হৃদয়েরকে পাশে রেখে তুমি নিজেকে একটু বিশ্রেণ করো!

কতো বিনিষ্ঠ রাত কেটেছে তোমার- আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী ও প্রতি-বন্দনায়। তিনি শনেছেন তোমার অহস্তজন প্রার্থনা। দিয়েছেন তোমার কাতর ডাকে সাড়া। শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে তুমি ত্যাগ করেছো আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাস। প্রবৃত্তি তোমাকে ডেকেছে বারবার, অনেকবার- প্রতিবারই তুমি সাক বলে দিয়েছো- ‘না!, আমি আসবো না। তোমার অসম্ভব আহনে সাড়া দেবো না!’

তাহলে কী বুঝলে, কী দেখলে? তুমি যে এখানে সাধনায়-ত্যাগে জান্মাতের
ক্ষয়কেও হার মানিয়েছো- তা কি বুঝতে পেরেছো? ওদের তো প্রবৃত্তিই
থেকে, তাহলে তার তাড়না আসবে কোথেকে? তোমার প্রবৃত্তি ছিলো, তার
আকস্মীয় আবেদন ছিলো, তার লোভনীয় ফাদ ছিলো, তবু তুমি বলে
ধিয়েছো- 'না! না!! না!!!', তাহলে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ! তুমিই তো সুন্দর!
শ্রেষ্ঠই তো রানী!! জান্মাতের প্রবেশদ্বারে ফেরেশতারা যদি তোমাকে স্বাগত
জানায়, তাহলে কেনো অবাক হবে তুমি?

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ حَنَّاتٍ تَعْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَئْبَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي حَنَّاتٍ عَدَنِ
وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكُمْ هُوَ الْفَرَزُ الْعَظِيمُ.

আল্লাহ মুসলিম নর-নারীকে প্রতিশ্রূতি দিয়েছেন
জান্মাতের- যার তলদেশে করনাসমূহ প্রবাহিত হবে,
যেখানে তারা স্থায়ী হবে- এবং স্থায়ী জান্মাতের উন্নত
বাসস্থানের। আল্লাহর সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তাই মহা
সাফল্য।'

তুমি রানী, তুমিই রানী।

এক ভাঙারের ভাষ্য-

'আমি বৃটেনে পড়াশুনা করতাম। আমার এক প্রতিবেশিনী ছিলেন। বয়স
সমন্বয়ের উপরে। যে-ই তাকে দেখতো, তার চোখেই সহানুভূতি ঘরতো।
লীঠ তার ন্যুজ হয়ে গেছে। হাজিডও নরম হয়ে গেছে। শরীরের চামড়া
গুলে পড়েছে। তবুও তিনি থাকতেন একো- একো- চার দেয়ালের ভিতরে।
দেখতাম তিনি কখনো বেরচ্ছেন। কখনো প্রবেশ করছেন। সাথে শামী-
পুত্র কেউ নেই। নিজের খাদ্য নিজেই পাকাচ্ছেন। নিজের কাপড়ও
নিজেই ধুইছেন। বাড়িতে যেনো কবরের ছায়া বিরাজ করছে। তিনি ছাড়া
কারো আনাগোনা চোখে পড়ে না। কেউ এসে তার দরোজায় কড়াও নাড়ে
না। একবারের জন্যেও তার কোনো সন্তান এসে বলে না-

‘মা! দুয়ার খোলো! আমি তোমার জন্যে আবার পাকিয়ে এলেছি। এসে এক সঙ্গে বসে থাই!’

একদিন আমার শ্রী তাকে আমাদের বাসায় বেড়াতে অনুমোদ করলো। তিনি এলেন। আমার শ্রী কথায় কথায় তাকে বললো-

‘ইসলামে শ্রীর ভরণ-পোষণ ও দেখাত্তার দায়িত্ব স্বামীর। শ্রীর আরামের জন্যে স্বামী বাইরে কাজ করেন। কংজি-রোজগার করেন। ধরিদ করেন শ্রীর খাবার ও পোষাক। শ্রী অসুস্থ হলে তার উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন স্বামীই। শ্রীর প্রয়োজন ও সমস্যায় এগিয়ে আসার দায়িত্বও স্বামীরই।’

শ্রী ঘরে বসে ঘরের কাজ করবেন। শ্রীর ভরণ-পোষণ ও ইচ্ছত-আক্রম থেকে শুরু করে সবকিছুর হেফাজত করবেন স্বামী।

শ্রীর গর্ভে সন্তান জন্ম নিলে সে সন্তানও বড় হয়ে মা'র আনুগত্য করতে বাধ্য। যদি তার কোনো সন্তান তার সাথে বে-আদবী ও অন্যায় আচরণ করে, তাহলে ইসলামী সমাজ তাকে বয়কট করবে, দূরে সরিয়ে দেবে—যতোক্ষণ না সে শায়ের আনুগত্যে ফিরে আসবে।

স্বামী না থাকলে নারীর যাবতীয় দায়-দায়িত্ব বর্তাবে বাবা কিংবা ভাই কিংবা অভিভাবকের উপর।’

বৃক্ষ মহিলাটি উৎকর্ণ হয়ে আমার শ্রীর কথাগুলো উন্মিলেন। তার চোখে-মুখে বিস্ময় ও মুক্তির ছাপ খেলা করছিলো। বরং তিনি এ-সব শব্দে উন্তে ভীষণ প্রভাবিত হয়ে উকাত অঙ্গ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছিলেন। তার মনে পড়ে গেলো নিজের প্রিয় সন্তানদের কথা। নাতি-নাতনের কথা। যাদেরকে অনেক দিন তিনি দেবেন না। এমন কি জানেনও না তিনি-তারা কে কোথায়? একদিন তিনি মারা যাবেন। তাকে দাফন করা হবে কিংবা আগুনে পোড়ানো হবে। তখন কেউ-ই তার মৃত্যু সংবাদ পাবে না। তাকে দেখতে আসবে না। শেষ বিদায় জানাতে আসবে না। তার জন্যে একটু অশ্রু ফেলবে না— কাছে এসে কিংবা দূরে বসে! কারণ, তাদের কাছে তার কোনো মূল্য নেই। তিনি এখন বৃক্ষা, কাজের অযোগ্য।

আমার শ্রী কথা শেষ করলো। বৃক্ষাটি কিছুক্ষণ নীরব ও শুক্র হয়ে বসে রইলেন। তারপর মাঝা তুলে বললেন—

‘সত্ত্বাই, সত্ত্বাই তোমাদের ধর্মে নারীরা রানী! হ্যা, এই যে তুমি আমার
পাশনে বসে আছো, আমাকে তোমাদের গঞ্জ বলছো— তুমিও একজন রানী।
তোমার জন্যে রক্ত দেয়ার লোক আছে। তোমার সম্মান বাঁচানোর কিংবা
তোমার জন্যে জীবন বিলানোর লোক আছে। তোমার এক প্রাণ বাঁচানোর
জন্যে শত শত প্রাণ ও অচেল ধন-সম্পদ বিলিয়ে দেয়া— কিছুই না!
কেননা, তুমি রানী! সংরক্ষিত তোমার আসন ও অবস্থান। স্বামী কিংবা ভাই
কিংবা অভিভাবক নিরাপত্তা বেষ্টনী খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে তোমার
নিরাপত্তায়। ধন্য তুমি হে মুসলিম নারী! ধন্য তুমি হে মুকুটবিহীন
স্মাজী!!

সুরলহুরী ও বেদনাপুরু

শয়তান কোনো কোনো তরঙ্গীকে নিয়ে যায় পাপের পথে। গান-বাদ্যের
অঙ্গকার জগতে। অঙ্গীল জগতে। আল্লাহ বলেছেন—

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُشْرِكُ لِهُوَ الْحَدِيثُ لِيُبْصِلَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
يُغَيِّرُ عِلْمَ وَيَتَعَذَّذَهَا هَرُواً أَوْ كِلَّ تَهْمَمْ عَذَابَ مُهِينَ.

‘মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশত আল্লাহর পথ
থেকে (অন্যকে) বিচ্যুত করার জন্যে অসার বাস্তু ত্যয়
করে এবং আল্লাহর বাতানো পথ নিয়ে ঠাষ্ঠা-বিন্দুপ
করে। এদের জন্যে রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।’

ইবনে মাসউদ রা. কসম খেয়ে বলতেন— ‘গান-
বাজনা’।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لِكُونَنَّ مِنْ أَمْيَّ أَقْوَامٍ يَسْتَحْلِلُونَ الْحَرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ
وَالْمَاعِزَفَ

‘আমার উশ্মতের মধ্যে একদল লোক আধাদ নারীকে
বাঁদীর মতো হালাল মনে করবে। আরো হালাল মনে
করবে রেশমী কাপড়, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে।’

তিরমিয়ী শরীফে এসেছে—

”لِكُونَنِ فِي هَذِهِ الْأَمَّةِ حَسْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْحٌ وَذَلِكَ إِذَا
شَرَبُوا الْخَمْرَ وَاتَّخَذُوا الْقَبِينَاتَ وَضَرَبُوا بِالْمَعَافِ ”

’এই উচ্চতের ভিতরে জেকে বসবে লাঙ্গনা ও গঞ্জনা,
দোষারোপ ও বিকৃতি- যখন তারা অবাধে মদ পান
করবে, গায়িকা নিয়ে যেতে থাকবে এবং বাদ্যযন্ত্র
বাজাবে।’

উল্লামায়ে কেরাম স্পষ্ট ভাষায় অভিযত ব্যক্ত করেছেন যে, বাদ্যযন্ত্র
হারাম। বিষেশত বাজনা আর গান যখন এক সঙ্গে হবে, তখন গোলাহ
বেশী হবে এবং ‘হুরমত’ বেশী শক্ত হবে। আর গানের কথা ও বাণী থলি
হয় অবৈধ-প্রণয়নুকী এবং নানী সৌন্দর্যের বর্ণনায় বা অঙ্গীলতায় আচল্ল,
তাহলে এমন গান-বাদ্যকে কঠোর ভাষায় ইসলামী শরীয়তে হারাম সাব্যস্ত
করা হয়েছে। বরং তা শয়তানের বাজনা। যা শয়তান বাজাব আর তা তুমে
ওমে তার অনুসারীরা লাফায়। আল্লাহ বলেছেন—

وَاسْتَغْفِرْرُ مِنْ أَسْتَطْعَتْ مِنْهُمْ بِصَرْبَنِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ
بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ.

’তাদের মধ্য থেকে যাকে পারো ডেকে পদক্ষেপিত করো
এবং তাদেরকে আক্রমণ করো তোমার অশ্বারোহী ও
পদাতিক বাহিনী নিয়ে।’

হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন—

’গান-বাজনা হলো ব্যভিচারের সম্মোহন (অর্থাৎ ব্যভিচারের প্রতি আকৃষ্ট ও
প্রলুক্ত করার কারণ ও মাধ্যম)।’

আচর্য! হ্যরত ইবনে মাসউদ যখন এ কথাটি বলেছেন তখন শুধু ‘দক্ষ’-
এর সাহায্যে গান গাইতো- দাসী-বাদীরা। কিন্তু এখন? এখনকার গান ও
তার ভাষা এবং এখনকার বাজনা ও তার রকমারী বাহার ও বৈচিত্র আর
শাশাপাশি গায়িকাদের রূপ প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা ও শরীর প্রদর্শনের
উৎকৃষ্ট মানসিকতা দেখলে তিনি কী বলতেন?

ভূমি সেই মানী ওঁ ১০৯

হায়! এ পাপময় 'সংকৃতি' এখন সর্বত্র কী দাপটের সাথেই না বিরাজ করছে! গাড়িতে-উড়োজাহাজে-জলে-হুলে- সর্বত্র। এমন কি ঘড়িতে, ঘড়ির এলার্ম, শিশ-খেলনায়, কম্পিউটারে এবং ফোনে-মোবাইলে চুক্তে পড়েছে- 'মিউজিক' ও সঙ্গীত।

'সবচে' বেদনাদায়ক সত্য হলো- এ-সব কর্মকাণ্ড মানুষের কাছে মূল্যায়িত হচ্ছে। মানুষ বলছে অবশীলায়-

'আমাদের সংকৃতির অনেক উন্নতি হয়েছে। আমরা অগ্রগতির অনেক পথ মার্ডিয়ে এসেছি!'

হায়! হারাম ও অবৈধ জিনিসকে যখন এমন অকপটে 'মুসলিম' পরিচয়দানকারী কিছু মানুষ নিজের সংকৃতি বলে গর্ব করে, তখন কান্না ছাড়া আর উপায় কী? আল্লাহ করেছেন হারাম আর আল্লাহর বান্দা সেই হারামকেই ঘোষণা করছে নিজের জীবনের অবিছেদ্য অংশ- সংকৃতি হিসাবে! এরা সংকৃতি কি শুধু হারাম জিনিসেই খুঁজে পায়? হালাল জিনিস চোখে পড়ে না? নাকি অন্য কোনো বদ মতলবে এরা হারাম নিয়ে বেসাতি করে বেড়ায়? নারীকে মঞ্চে তোলে নাচায়? গাওয়ায়? দোলায়? কসরত করায়? ধিক, শত ধিক এ সংকৃতিকে!!

ব্যক্তিচারের সম্মোহন

গান হলো অশ্রীলতা ছড়ানোর এবং মানুষের কৃ-প্রবৃত্তিকে উক্তে দেওয়ার একটি মাধ্যম। বর্তমানে অধিকাংশ গানের কথা ও বাণী আসলে কী? কেবল প্রেম-ভালোবাসা। প্রেমের বেসামাল ডাকে সাড়া দিয়ে নিশ্চিত অঙ্ককারে হারিয়ে যাওয়া। ঠিক করে বলো তো! এমন কষ্টশিল্পী ক'জন খুঁজে পাবে ভূমি, যারা ব্যক্তিচার কিংবা পরুপুরুষ কিংবা পরনারীর ঝপ-দর্শন থেকে বেঁচে থাকার জন্যে সর্তর্কতা অবলম্বন করেছে? কিংবা মুসলমানদের জান-মাল ও ইজ্জত-অক্রম হিকায়তের জন্যে চেষ্টা করেছে? অথবা মানুষকে দিনের বেলা রোজা রাখার জন্যে উন্নৰ্জ করেছে? আর গাতের বেলা অক্ষ বারিয়ে আল্লাহর দরবারে কাঁদতে বলেছে? না! আমরা কখনো এমনটি শুনি নি। বরং এই কষ্টশিল্পীদের অধিকাংশই গানের মাদকতা-ছড়ানো সুন্ন-সঙ্গীতে এবং প্রবন্ধিকে উক্তে-দেয়া নাচের বংকারে

মানুষকে, সবুজমতি তরুণ-তরুণীদেরকে অবৈধ ভালোবাসার দিকে ঠেঁচে দেয়। যশে ন্তৃত্যাতাল অঙ্গভরি করে করে যুবক যুবতীদের থাণে অনৈতিকতার জীবাণু ছড়িয়ে দেয়। তাদের হৃদয়-মনকে ঝুঁড়ে দের আঢ়াই ছাড়া অন্য কিছুর সাথে। বরং কখনো কখনো এ কষ্টশিল্পীরা এর চেয়েও আরো ভয়ঙ্কর মহা বিপদের দিকে ওদেরকে টেনে নিয়ে যায়। আর সেটা হলো— সমকামিতা। নারীর সাথে নারী। নরের সাথে নরের।

কেনো ভালোবাসে নারী নারীকে?

এ জন্যে নৃয় যে, সে রাত জেগে জেগে তাহাঙ্গুদ পড়ে।

দিবসের কটে-গরমে-কুর্খপিপাসায় রোজা রাখে।

বরং নারী নারীকে ‘ভালোবাসে’—

নারীর ঝপ-ঝলকের মোহময়তার জন্যে।

তার ঝপ বরানো দিল ভোলানো হাসির জন্যে।

তার মোহনীয় অঙ্গভরির জন্যে।

তার ডাগর চোখের গভীর ভাষায় ঝুব দেওয়ার জন্যে।

তার সন্ত-সুখের পাপ-বেষ্টনীতে সময় ‘নষ্ট’ করার জন্যে।

কোনো কোনো তরুণী এ সব বিষয়ে ভীষণ উদার হয়। নিজেরাই দাবি করে— ‘এ আমাদের অধিকার!’

হ্যা, বড়ো আশঙ্কাজনকভাবে এমন নারীদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। ক্ষতাবে এরা চপল তরল। এই হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ছে। এই চলতে চলতে এলিয়ে পড়ছে। যুখে হাসি-জড়নো চটুল কথা। পায়ে দৃষ্টিকাড়া চপল-চলা। পরনে গায়ের সাথে লেপটে ধাকা আটসাট ‘শর্ট’ জামা। এর সাথে ওর সাথে— মান-অভিযান ও ছল করা। কখনো গভীর ফিসফিসানি, দৃষ্টিকূট মাখামাখি। কখনো আবেগঘন চিঠির কাতর করা ভাৰ-বিনিময়। কখনো বা শয়তানী সব উপহার-বিনিময়। এ সব চোখে পড়ে প্রায় সবধানেই এখন। এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও। ‘আদর্শ নাগরিক’ বানানোর কারখানাতেও।

কেনো ওরা অমন করে? অন্য মানুষের হৃদয়ে মুক্তির আবেশ ছড়াতে। ছল করে করে অন্য মানুষকে মাঝায় জড়াতে। ভালোবাসার নামে

জীবাণুক্ত প্রেমের আবিলভাব অন্যকে আবিল করতে। নিঃসন্দেহে এ-সব আচরণ প্রকৃতি বিরুদ্ধ ও প্রবৃত্তি ভাড়িত। এ সব আচরণে তুরাষ্টিৎ হয়-আসমানী আয়াব। যেমন তুরাষ্টিৎ হয়েছিলো কওমে লৃতের উপর।

আনো, কী করেছিলো কওমে লৃত? পুরুষ (যৌন)ত্বষ্টি বুজেছিলো এই পুরুষকে নিয়ে। নারীও নারীকে নিয়ে। লক্ষ্য করো কুরআনের ভাষা-

أَتُّؤْنَ الْفَاجِهَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَخْدِ مِنَ الْعَالَمِينَ.

‘তোমরা কি এমন কূ-কর্ম করছো- তোমাদের পূর্বে
পৃথিবীতে আর কেউ যা করে নিঃ?’

এ ধরনের কূ-কর্ম যখন সংঘটিত হয়, তখন পৃথিবী দুলে উঠে। পাহাড় ছান্ছুয়ত হয়ে থায়। এ কূ-কর্মের জন্যে আল্লাহ কওমে লৃতকে যে কঠিন ও শুয়াবহ শাস্তি দিয়েছেন, অন্য কোনো সম্প্রদায়কে তা দেন নি। তাদেরকে অক্ষ করে দেওয়া হয়েছিলো। মুখমঙ্গল কালো করে দেওয়া হয়েছিলো। হয়রাত জিয়রীল আমীনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো- তাদের জনপদকে উল্টে দাও। তদেরকে মাটি-চাপা দিয়ে ধৰ্মস করে দাও। তারপর সেখানে পাথর-বৃষ্টি বর্ষন করো। আল্লাহ বলেন-

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَاقِلَهَا وَأَنْطَرْنَا عَلَيْهَا
حِجَارَةً مِنْ سِجِيلٍ مَنْصُورٍ.

‘অতপর যখন আমার আদেশ এলো, তখন আমি জনপদকে উল্টে দিলাম এবং তাদের উপর ক্রমাগত প্রস্তুত কক্ষর বর্ষন করলাম।’

গৃত আ.-এর কওমের এ শাস্তিকে আল্লাহ জগতবাসীর জন্যে নির্দর্শন, মুভাকীদের জন্যে শিক্ষনীয় ঘটনা এবং পাপাচারীদের জন্যে দৃষ্টিভ্যূলক দণ্ড ঘালিয়েছেন। নিশ্চয়ই এতে রয়েছে পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্যে নির্দর্শন। এ-বিপদ যখন তাদেরকে গ্রাস করে তখন তারা ছিলো ‘নিন্দ যহুদীর বাসিন্দা’। তাদের এ অঙ্গুয়ালী নিন্দ- রূপ নিপো চিরস্থায়ী নিন্দে। জীবনের কোনো অর্জনই তখন তাদের কোনো কাজে এলো না। নিমিষেই চলে গেলো সব শাদ-আহলাদ ও ভোগ-বিলাস। কৃ-প্রবৃত্তির অধাখ শাধীনতায় এখন তাদের সকাশও কাটে না, সক্ষ্যাও কাটে না।

তৃতীয় সেই শারী ৫ ১১২

সামনে শধু অক্ষকার ! শধু আক্ষেপ ! শধু আবাব !

ভোগ-বিলাস- মাত্র কয়েকদিন !

আল্লাহর শান্তি- অনঙ্গকাল !

বেদনাদায়ক পরিণতি- অবশ্যাল্লাক্ষী !

অনুশোচনা ? না, এখন তা কোনো কাজে লাগবে না । কান্নাও কেন্দ্রে
কাজে লাগবে না । অশ্রকান্না তো দূরের কথা, ব্রহ্মকান্নাও এখন কোনো
কাজে লাগবে না । জাহান্নামের আগনে এখন তাদেরকে বালসানো হবেই ।
তাদের নাকে-মুখে জাহান্নামের আগন বের হবেই । জাহান্নামের দুর্গংক্ষুত
'পানীয়' পান করতে তাদেরকে বাধ্য করা হবেই । তাদেরকে বলা হবেই-
'চাবো যা তোমরা দুনিয়ায় বসে কামাই করেছিলে ।'

إصلوْهَا فاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزِيُونَ مَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

'প্রবেশ করো জাহান্নামে । ধৈর্য ধরো আর না ধরো-
উভয়ই বরাবর । তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল ভোগ
করতে হবে ।'

এ কর্মফল জালিমদের কাছ থেকে বেশী দূরে নয় ।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি উয়া সাল্লাম বলেছেন-

إِنَّ أَخْوَفَّ مَا أَخْوَافُ عَلَى أَمْيَّةِ قَوْمٍ لَوْطٍ

'আমি আমার 'উত্তের ব্যাপারে সবচে' বেশী আশঙ্কা
করি কওমে সূতের কূকর্মের ।' -তিরমিয়ী

لَعْنَ اللَّهِ مِنْ عَمَلِ عَمَلِ قَوْمٍ لَوْطٍ .. لَعْنَ اللَّهِ مِنْ عَمَلِ
عَمَلِ قَوْمٍ لَوْطٍ .. لَعْنَ اللَّهِ مِنْ عَمَلِ عَمَلِ قَوْمٍ لَوْطٍ

'যে ব্যক্তি কওমে সূতের কূ-কর্মে লিঙ্গ হয় তার উপর
আল্লাহর অভিসম্পাত । যে ব্যক্তি কওমে সূতের কূ-কর্মে
লিঙ্গ হয় তার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত । যে ব্যক্তি

তৃষ্ণি সেই রানী ৷ ১১৩

কওমে লুতের কুকর্মে লিখ হয় তার উপর আল্লাহর
অভিসম্পাদ ।' - সহীহ ইবনে হাব্রান

من وجدتهو بعمل عمل قوم لوط فاقتلو الفاعل
والمعقول به

'কওমে লুতের কুকর্মে যাকে তোমরা লিখ দেখতে পাবে,
কুকর্মকারী এবং কুকর্মকৃত- উভয়কেই হত্যা করো ।' -
মাসনাদে আহমাদ

শাহবায়ে কেরাম সমকামীদেরকে পুড়িয়ে শাস্তি দিতেন। হ্যরত আবদুল্লাহ
ইবনে আবুস রা. বলেন-

اللوطي إذا مات من غير توبة مسخ في قبره خنزيرأ

'সমকামী তাওবা ছাড়া মারা গেলে কবরে শোকরে
পরিণত হয়।'

শুভরাং যারা এ সব কুকর্মে লিখ হয়ে নিজেদের প্রতি সীমাহীন জুনুম
করেছে, তাওবা ও ইস্তেগাফার করে এক্ষুণি তাদের পরিশুল্ক নতুন জীবনে
ফিরে যাওয়া উচিত। ফিরে এলে আল্লাহ ফিরিয়ে দেবেন না। তিনি যেমন
পরাক্রমশালী তেমন গাফুর। মহা ক্ষমাশীল।

ধ্যা, তোমাকে হে নামী বিশেষভাবে আমি তাওবা করার আহমান জানাচ্ছি।
তাওবা করো আল্লাহর কাছে। কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলো- 'ওদের' সব
চিঠি, সব নম্বর। ধ্বংস করে দাও পাপ জগতের সব ছবি, ক্যাসেট ও
'সিডি-ভিসিডি'। প্রমাণ দাও- অব্য কারো প্রতি নয়, শুধু রাহমান-এর
প্রতিই তোমার সব ভালোবাস। শয়তানের আনুগত্য নয়- আল্লাহর
আনুগত্যই তোমার জীবনের একমাত্র চাওয়া-পাওয়া।

কোথায় সেই অসহায়া?

কুরআনের তিলায়াত ঘনত্বে যার মন অনাপ্রহী, অথচ গান-বাজনায় অতি
উৎসাহী, তাকে বলতে চাই- আল্লাহর আয়াব তোমাকে গ্রাস করবে।

জান্নাতে গিয়ে গান শোনার মহ্য সৌভাগ্য ও সুযোগ থেকেও তুমি কি
বাধিত হবে ।

কুরআনের ডিলাওয়াত তোমার জন্যে যথেষ্ট হবে না বরং এর পরিষ্কারে
গান-বাজনা নিয়ে সারাবেলা মেতে ধাকবে- এটা বড়ো ধারাপ কথা ।
মুহাম্মদ ইবনে আল-মুনকাদির বলেছেন-

‘কেয়ামতের দিন এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে- ‘কোথায় ওরা, আরা
গান-বাজনা ও বিনোদনের আসর থেকে নিজেদের কানকে বাঁচিয়ে
রেখেছিলো? ওদেরকে ঠিকানা গড়ে দাও আজ মেশক-আবরের উদ্যানে।’
এরপর আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে বলবেন-

‘ওদেরকে শোনাও আমার মহিমা ও স্তুতিগান।’

শহুর ইবনে হাওশাব থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাগণকে বলবেন-
‘আমার বাদ্দারা দুনিয়াতে মিষ্টি কষ্ট ভালোবাসতো । আমাকে সন্তুষ্ট করার
জন্যে (আমার স্তুতি-গাওয়া কথা ও বাণী) তারা উন্তো । আজ তোমরাও
তাদেরকে শোনাও- আমার মহিমাগাথা ও স্তুতিগান!!’

স্তবন ফেরেশতারা আল্লাহর মহিমাকীর্তন ও স্তুতিগানে মূৰৰ হয়ে উঠবো।
এমন কষ্টে ও এমন সুরে, যা কোনোদিন কোথাও তারা শনে নি!

মারলো কে আর মরলো কে!!

প্রিয় বোন আমার!

যখন আমি তোমাকে এ সব লিখছি, তখন আমি নিচিতভাবেই ধরে
নিছি- তুমি এ-সব কর্ম থেকে মুক্ত ও পবিত্র । আমি জানি- তুমি গান
শোনো না । আমি জানি- তুমি অশুল কাজ-কর্মে লিঙ্গ নও । তবে তোমাকে
বলছি এ জন্যে যে, তুমি ষেনো অন্যকে বলতে পারো । অন্যকে ফেরাতে
পারো । সংকর্মে নির্দেশনা দিতে পারো আর অন্যান্য কর্মে বাধা দিতে
পারো । যেনো তুমি বীরামনা হতে পারো । কখনো যেনো শয়তান তোমার
কাছে ভিড়তে না পারে । ভয় দেখাতে না পারে । নারীর বীরত্বের কাহিনী
শোনো-

আগ্নাহুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর এক ফুপুর নাম পাফিয়া। তিনি ইসলাম করুন করে ধন্য হয়েছিলেন। খন্দক যুদ্ধের কাহিনী। তখন হ্যরত সাফিয়া রা.-এর বয়স ষাট ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু শখনে তিনি বিশ্বযুক্ত বীরত্বের নায়িকা।

আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে সম্প্রিলিত আরব বাহিনী মদীনা ধ্বন্স করে দেয়ার জন্মে ঘিরে ফেলেছে মদীনা। ওদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে আগ্নাহুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নেতৃত্বে সাহাবায়ে কেরাম পরিষ্ঠা ধনন করেছেন- মদীনার অরক্ষিত দিকগুলোতে। মুসলমানরা জনবলে হীনবল। তাই আগ্নাহুর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিষ্ঠার তীরে সকল সাহাবীকে হাজির থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে পরিষ্ঠা ভেদ করে দুশমনের মদীনা-প্রবেশের যে কোনো চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়া যায়।

প্রথমা ও শিশুদেরকে নবীজী একটা মজবুত কেন্দ্রায় জড়ো করলেন। কিন্তু শোকবলের অভাবে সেখানে কোনো পুরুষ-পাহারা বসানো সম্ভব হলো না।

একদিন আগ্নাহুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন পাহাবীদেরকে নিয়ে পরিষ্ঠার কাছে যুক্ত ব্যস্ত ছিলেন, তখন একদল ইহুদী গোপনে ঢুকে পড়লো দুর্গের একেবারে নিকটে- মহিলাদের অবস্থানের কাছে। দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করার সাহস পেলো না, পুরুষ আছে- এই আশঙ্কায়। কিন্তু দুর্গের বাইরে তারা কাতারবন্দি হলো। একজনকে পাঠালো- ভিতরে কী অবস্থা- সে তথ্য সঞ্চাহের জন্যে। প্রেরিত ইহুদীটা দুর্গের আশ-পাশে ঘুরতে লাগলো। হঠাৎ একটা ছোট সুড়ঙ্গ দেখতে পেয়ে সে ভিতরে ঢুকে পড়লো। ভিতরে এসে সতর্ক দৃষ্টি মেলে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো। হ্যরত সাফিয়া তাকে দেখে ফেললেন। আতঙ্কিতও হলেন। কিন্তু মনে মনে ভাবলেন-

‘এই ইহুদীটা যেভাবেই হোক কেন্দ্রায় ঢুকে পড়েছে। চোখ দেবেই বোকা যাচ্ছে ওর মতলব খারাপ। আমি চাই না, ও এখান থেকে ফিরে গিয়ে আমাদের সব কথা অন্য ইহুদীদেরকে বলে দিক। এদিকে নেই কোনো পুরুষ। সবাই পরিষ্ঠার পাড়ে যুক্ত-ব্যস্ত। এই অবস্থায় আমি যদি নিজে আতঙ্কগ্রস্ত হই এবং তা প্রকাশ করি ও চীৎকার দিই, তাহলে বিপদ দুঁটি। একটি হলো- বাকি নারী-শিশুরা ঘাবড়ে যাবে। চীৎকার শুন্দি করে দেবে।

তুমি সেই রানী ঃ ১১৬

ইহুদীটা বুঝে ফেলবে যে, দুর্গে কোনো পুরুষ নেই। তাহলে বিপদ আজো
ঘনীভূত হবে।'

হ্যাত সাফিয়া এ-সব ভাবতেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। নিজের
করণীয় ঠিক করে ফেললেন। একটা ধারালো ছুরি নিয়ে বাধলেন তা
দেহের সঙ্গে। এরপর নিলেন গাছের একটা লম্বা ডাল। তারপর মেঝে
এগিয়ে গেলেন ইহুদীটার দিকে। চলে গেলেন একেবারে কাছে। তারপর
সুযোগের অপেক্ষায় ওৎ পেতে থাকলেন একটু আড়ালে। সুযোগ ফলে
এলো তখন 'মুসলিম নারী'র ডালের আঘাতে ধরাশায়ী হয়ে গেলো 'ইহুদী
নর'। আঘাতটা লেগেছিলো মাথার ঠিক মধ্যখানে— যন্তক বরাবর উপরে,
তাই দমটা বেরাতে আর সহজ লাগলো না!

'সাফিয়া!

হে মহিয়সী নারী!

ধন্য আপনি ধন্য!!

পৃথিবীর নারীদের জন্যে আপনি রেখে গেলেন—

ত্যাগের যে নমুনা এবং বীরত্বের যে মহিমা,

তা চিরকাল মুসলিম নারীদেরকে পথ দেখাবে—

আলোর পথ,

ত্যাগের পথ।

ধীনের তরে সবকিছু এমনকি জানটাও বিলিয়ে দেয়ার পথ।'

বলো তো, মহিয়সী সাফিয়া রা.-এর কাহিনী থেকে তুমি কী পেলে? কী
শিখলে? এবার প্রশ্ন করো মনকে-

হে মন!

ধীনের পথে তুমি কী করেছো?

কী বিলিয়েছো?

ব্যয় করেছো কি শ্রম ও সাধনা?

দিয়েছো কি কখনো রক্তের নজরানা?

তৃষ্ণি সেই রাতী ফ় ১১৭

সৎ কাজের আদেশে কেটেছে তোমার ক'বেলা?

মাকি নাফরমানিতেই কাটিয়ে দিয়েছো সারাবেলা?

ঐ যে রাস্তায় হেঁটে যেতে দেখছে 'সক্র-জ্ঞ-নারী'দের,

কিংবা মার্কেটে মার্কেটে ঘুরে বেড়ানো ঐ শব্দ-ভূষণ বে-আক্রমের,

অপবা বিবাহ-অনুষ্ঠানের প্রায় বসনযুক্ত এই যুবতীদের-

ওখন তৃষ্ণি কী করেছো?

তাদের প্রতি তোমার যে দায়িত্ব, তা কি পালন করেছো?

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيَطْبِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيِّرَحُمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ
اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

‘মু’মিন নর-নারীরা একে অপরের বক্তু। তারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে। সালাত কায়েম করে, ধাকাত আদায় করে। আল্লাহ এবং রাসূলের অনুগত্য করে। তাদেরকেই আল্লাহ কৃপা করবেন। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।’

সৎ কাজের আদেশ আর অন্যায় কাজের নিষেধ পরিভ্যাগ করে যাচ্ছা,
তাদের উপর আল্লাহ অভিসম্পাত করেন।

لَعْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ نَّبِيٍّ إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاءُوْدَ
وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَنِيْونَ. كَانُوا
لَا يَتَاهُوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوْهُ لِبِسْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ.

‘বনী ইসরাইলের মধ্যে যাচ্ছা কুফরি করেছিলো তারা
দাউদ ও মারইয়াম তনয় কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিলো- এই
কারণে যে, তারা ছিলো অবাধি ও সীমালংঘনকারী।
তারা যে সব গার্হিত কাজ করতো, তা থেকে একে

ভূমি সেই রানী পু ১১৮

অন্যকে বারণ করতো না। তারা যা করতো তা কতোই
না নিকৃষ্ট।'

সুতরাং দাওয়াতের ময়দানে নামতে কিংবা নেমে লজ্জাবোধ করো না।
দাওয়াতের ময়দানের সূচনায় ত্যাগ ও কষ্ট এবং সাহস ও বীরত্বের অন্তর
থাকলেও শেষটা বড়ো আনন্দের ও মিষ্টির। জুলতে জুলতে এবং পুড়তে
পুড়তেই পাওয়া যায় স্বাদ- সেই মিষ্টির, সেই আনন্দের।

নববধূ

‘যতোই আসুক বাধা, ধাকবো আমি ঈমানের সঙ্গে বাধা। যখন আসবে
ডাক- ঈমানের-জিহাদের-আনুগত্যের-রক্ষদানের, তখন আমি নিঃশক্ত কঠো
বলবো- ‘লাববাইক। আমি হাজির।’

এই মনোভাব ও চেতনা লালন করে যে সকল নারী- ধর্ম তারা ধর্ম।
এমন নারী-চরিত্র ইসলামের ইতিহাসে অসংখ্য। আমরা এখন এমন
একজনের কথাই আলোচনা করবো সংক্ষেপে। তিনি এক মহিলা
সাহাবিয়া। সতী-সাহী ও অভিজ্ঞাত। নববধূ।

এক সাহাবী, নাম জোলাইবিব। দেখতে মোটেই সুদর্শন নয়। সুন্দর
মানুষকে যদি ভূমি বলো- ‘সুদর্শন’, তবে তাঁকে বলতে হবে ঠিক তার
উল্টোটি। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বিবাহ
করিয়ে দেয়ার প্রস্তাব দিলেন। হ্যরত জোলাইবিব রা. তখন বললেন-

‘কিন্তু (হে আল্লাহর রাসূল!) যদি দেখতে পান যে, কেউ আমাকে পছন্দই
করছে না।’

‘আল্লাহর নিকট মোটেই ভূমি পছন্দহীন নও।’

এরপর থেকেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হ্যরত
জোলাইবিব রা.-এর বিবাহের সুযোগ বুজছিলেন। একদিন তাঁর বিদয়তে
এক আনসার সাহাবী এসে তাঁর এক অকুমারী মেয়ের বিবাহের ব্যবস্থা
করে দেয়ার আবদার পেশ করলেন। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন-

‘তোমার মেয়েকে আমার কাছে বিবাহ দিয়ে দাও।’

সাহাবীটি আনন্দঘন কঠে বললেন-

‘অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল!’

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন-

‘আমি নিজের জন্যে বলছি না।’

সাহাবীটি বললেন-

‘তাহলে কার জন্যে হে আল্লাহর রাসূল?’

‘জোলাইবিবের জন্যে!’

‘জোলাইবিব! হে আল্লাহর রাসূল? তাহলে আমি যেয়ের মাঝে সঙ্গে একটু কথা বলে আসি।’

তখন লোকটি স্তুর কাছে এসে বললেন-

‘আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার যেয়েকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছেন।’

স্তুর বললেন-

‘উৎসু প্রস্তাব! অবশ্যই এ প্রস্তাবে আমাদের সাড়া দেওয়া উচিত।’

শামী বললেন-

‘কিন্তু তিনি নিজের জন্যে এ প্রস্তাব দেন নি।’

‘তাহলে কার জন্যে?’

‘জোলাইবিবের জন্যে।’

‘কী! জোলাইবিবের জন্যে? না, এ হয় না! আমি জোলাইবিবের কাছে যেয়ে বিবাহ দেবো না! এমন কতোজনকেই তো আমরা ‘না’ বলে দিয়েছি।’

মেয়েটির আববা মায়ের অমতে বেশ দুঃস্থিত পড়ে গেলেন এবং চিন্তিত মনেই আল্লাহর নবীকে ‘মায়ের অমত’ জানাতে উঠে দাঁড়ালেন। তখন মেয়েটি পর্দার আড়াল থেকে উচ্চকঠে বলে উঠলো-

‘আপনাদের নিকট কে প্রস্তাব পাঠিয়েছেন?’

তারা বললেন-

‘আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম!’

‘আপনারা কি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অস্তিত্ব প্রত্যাখ্যান করতে যাচ্ছেন? এ হতে পারে না! কিছুতেই না!! আমাকে নিজে চলুন তাঁর কাছে! তিনি আমাকে ‘নষ্ট’ করবেন না!!’

তখন বাবা গেলেন নবীজীর কাছে। বললেন তাঁকে নিজের কথা, মেয়ের কথা। মেয়ের স্পষ্ট উচ্চারণের কথা। আল্লাহর নবী খুব খুশি হলেন এবং তাঁকে ঝুরত জোলাইবিবের সাথে বিবাহ পঞ্জিয়ে দিলেন। নব-দম্পত্তির জন্যে খায়র ও বরকত এবং মঙ্গল ও কল্যাণের দু'আ করে দিলেন-

اللهم صب علىهما الخير حباً .. ولا تحمل عبئهما كثراً
كثراً

‘হে আল্লাহ! তৃমি ওদের জীবনে কল্যাণের ধারা বইয়ে
দাও! ওদের জীবনকে করো না কষ্টঘেরা।’

বিবাহের পর যাত্র করেকটা দিন কেটেছে। অমনি এলো জিহাদের ডাক। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে বের হলেন জোলাইবিবও। যুদ্ধ শেষে যখন ঝৌজ-খবর পড়লো, তখন অনেককেই পাওয়া গেলো না। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন-

‘কাউকে কি খুঁজে পাচ্ছো না?’

সাহাবায়ে কেরাম বললেন-

‘অস্মুক অস্মুককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।’

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার বললেন-

‘কাউকে কি খুঁজে পাচ্ছো না?’

সাহাবায়ে কেরামের কঠে ভেসে এলো একই উত্তর। কিন্তু নবীজীর পরিত্য যবানে ধ্বনিত হলো আবার একই জিজ্ঞাসা। সাহাবীদের জবাবও একই। নবীজী এবার সবাইকে বললেন-

‘আমি যে জোলাইবিবকে দেখছি না।’

তখন সবাই আরো সচেতন হলেন এবং তাঁর খৌজে বের হলেন। কিন্তু মারা যুদ্ধক্ষেত্র খৌজাখুঁজি করেও তাঁরা হযরত জোলাইবিবের কোনো খৌজ পেলেন না। অবশেষে তাঁকে পাওয়া গেলো নিকটবর্তী অন্য একটি জায়গায়— শহীদ অবস্থায়। পাশে পড়ে আছে সাত মুশর্রিকের লাশ। খোঝাই শাচ্ছে— তিনি বীর বিজয়ে লড়তে লড়তে এবং সাত সাতটি মুশর্রিককে জাহান্নামে পাঠিয়ে নিজেও পান করেছেন শাহাদতের ‘লাল দুরা’! আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁরপর বললেন—

‘ও সাতজনকে কতল করেছে অতঃপর শহীদ হয়েছে। ও সাতজনকে কতল করেছে অতঃপর শহীদ হয়েছে। ও আমার, আমিও ওর।’

এরপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই তাঁকে তুলে নিলেন এবং তাঁর জন্যে একটি কবর খননের নির্দেশ দিলেন।

হযরত আনাস রা. বলেন—

‘আমরা কবর খনন করতে লাগলাম। আর জোলাইবিব উয়েছিলেন খাটে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—এর দুই হাতের খাটে। খনন শেষে তিনি নিজ হাতে জোলাইবিবকে কবরে উইয়ে দিলেন।’

হযরত আনাস রা. আরো বলেন—

‘আনসারদের ভিতরে জোলাইবিবের স্তুর চেয়ে অধিক দানশীলা মহিলা আর ছিলেন না। জোলাইবিবের শাহাদতের পর অনেকেই তাঁর বিধবা পত্নীর কাছে বিবাহের পয়গাম নিয়ে ছুটে এলেন।’

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَّبِعْهُ فَأُولَئِكَ هُنَّ
الْفَائِرُونَ.

‘যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর অবাধ্যতা থেকে সাবধান থাকে, তারাই সফলকাম।’

كُلْ أَمْيَّتٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَىٰ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ
وَمَنْ يَأْبَىٰ فَالَّذِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ
أَبَىٰ .

‘আমার সমস্ত উন্নতই জান্নাতী, তবে যারা অশীকার করবে (তারা নয়)’। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন- ‘কারা অশীকার করবে হে আল্লাহর রাসূল?’ তিনি বুললেন- ‘যারা আমার আনুগত্য করবে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যারা আমার অবাধ্যতা করবে, তারাই অশীকারকারী।’

পথ দুটি- তোমার শ্রিয় কোনটি?

কোথায় তুমি হে গুণবত্তী .. পুণ্যবত্তী- আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসা যার মেশা ও পেশা? তোমার মতো ক'জন পারে নফসের উপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মহৱত্তকে প্রাধান্য দিতে? যদ্যনই তোমার সামনে এসেছে- আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনুগত্যের অশু, তখন তুমি তাকে প্রাধান্য দিয়েছে সব কিছুর উপরে। তোমার বন্ধুবীরা বলেছে-

‘এই তুই এজো সেকেলে কেনো? আয় না আমাদের সাথে? বন্ধুদের সাথে ঘুরে বেড়াই, মজা করি, আজ্ঞা মারি।’

তুমি বলেছো-

‘কাল্লা! অসম্ভব! কক্ষবনো না!!

আবু দাউদ শরীফে আশ্মাজান হ্যরত আয়েশা রা.-এর বরাতে বলা হয়েছে-

‘কসম আল্লাহর! আল্লাহর কিতাবকে সত্য বলে মেনে নিতে এবং অবর্তীর্ণ অঙ্গীকে গভীরভাবে বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে আনসার নারীদের চেয়ে উন্নত নারী আর কাউকেই আমার চোখে পড়ে নি। আল্লাহ সূরা নূর-এ খখন

তুমি সেই রানী ঃ ১২৩

হিজাবের আয়াত অবঙ্গীর্ণ করলেন এবং তা শনে পুরুষেরা যখন নারীদের কাছে পৌছে দিলেন, তখন শামীর কাছ থেকে ত্রী শনে, বাবার কাছ থেকে মেয়ে শনে, ভাইয়ের কাছ থেকে বোন শনে এবং আজীব্রের কাছ থেকে আজীয়রা শনে সাথে সাথেই আমলের জন্যে সবাই ছুটেছুটি শুরু করে দিলো। কেউ ছুটে শেলো নিজের ওড়নার দিকে- মাথা ঢাকতে, কেউ বা নিজের ছায়ার দিকে- তা কেটে 'ওড়না' বানাতে! অর্থাৎ যার কাছে ছিলো না ওড়না ও অবগুণ্ঠন, তারও আর তর সইলো না, ছায়া বা দেহের নিম্বাংশের পরিধেয় বস্ত্র কেটে তা দিয়েই বানিয়ে নিলো সে ওড়না। এবং তৎক্ষণাৎ ঢেকে ফেললো নিজের মাথা ও চেহারা। কেনো এই তাড়াহড়ো? আল্লাহর কিতাবের প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাসের কারণে। তাঁর হকুম পালনের জন্যে ব্যগ্রভা ও ব্যাকুলভাব কারণে'

হ্যরত আয়েশা আরো বলেন-

'আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এরপর মহিলারা সকলেই অবগুণ্ঠিত হয়ে গেলো। যেনো তাদের মাথায় কাক বসেছে!'

আল্লাহ আকবার! এই ছিলো সে যুগের মহিলাদের অবস্থা- যখন পর্দার ডাক এসেছে, তখন আমলের জন্যে তাঁরা প্রতিযোগিতা করেছেন। নিজেদের ঝুপ-লাবন্য আড়াল করার জন্যে এমনভাবে তাঁরা অবগুণ্ঠিত হতেন যে, তাদের কোনো ঝুপ-অংশই পুরুষের দৃষ্টিতে প্রকাশ পেতো না। হে একবিংশ শতাব্দির নারী!

তখন কেমন সব নারীকে হিজাবের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো? তেবে দেখেছে কি? একজন উম্মুল মুমিনীন হ্যরত আয়েশা! আরেকজন নবী-নবিনী হ্যরত ফাতেমা! অপরজন আবু বকর তনয়া হ্যরত আসমা! এ ছাড়া আরো অন্যান্য পুণ্যবর্তী সাহায্যিয়াহ!

আচ্ছা বলো তো, কার কাছ থেকে নিজেদের ঝুপ-সৌন্দর্য আড়াল করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো তাঁদেরকে? কেমন পুরুষ ছিলেন তাঁরা? তাঁরা সবাই ছিলেন 'সোনার' মানুষ! ইনি হ্যরত আবু বকর! তিনি হ্যরত উমর! ইনি হ্যরত উসমাম! তিনি হ্যরত আলী! এ ছাড়া অন্যান্য পুণ্যবান সাহাবায়ে কেরাম! সবাই এই উম্মাতের পবিত্রতম ও পরিচ্ছন্নতম মানুষ।

সবচে' সৎ ও শুভ মৈত্রিকতার অধিকারী। এমন শিশির-শুভ চরিত্রের অধিকারী মানুষের সমাজেও আল্লাহ নারীদেরকে হিজাব গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন— সমাজের সততা ও শুভতার পথের সকল কঁটা ও বাধা দূর করার জন্যে। কঠোর ভাষায় নিষেধ করে দিয়েছেন হযরত আবু বকর, উমর, তালহা ও যোবায়েরসহ সকল সাহাবীকে— নারীর সঙ্গে উঠা-বসা করো না!

বলেছেন তিনি আল-কুরআনে—

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَامْسَأْلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ
أَطْهَرُ لِفْلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

তোমরা তাঁর (নবী) পঞ্জীদের কাছে (যারা সতীত্ব ও মৈত্রিক পরিচ্ছন্নতায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নারী) কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। (কেনো এ বিধান? কেনো এ নিষেধাজ্ঞা?) এ বিধান তোমাদের এবং তাদের দুয়োর জন্যে অধিকতর পরিত্ব।

তাহলে এই নষ্ট যুগের নারী-পুরুষের জন্যে এই হিজাব-এর বিধান রক্ষা করা এবং তা মেনে ঢলা করেটুকু জরুরী ও আবশ্যিকীয়? কী বলবে তুমি এই সব দুশ্মাহসিক নারী সম্পর্কে? যারা হিজাব পরেই 'মার্কেটে' গিয়ে পুরুষ বিক্রেতার সাথে কথা বলছে— অবলীলায়? যেনো কথা বলছে নিজের স্বামীর সাথে কিংবা ভাইয়ের সাথে? মাঝে মধ্যে তো দেখা যায় এই আলাপে নারী— পুরুষ বিক্রেতার সঙ্গে কলকলিয়ে হেসে উঠে, কখনো কৌতুক করে— মূলাফ্কাসের অভিলাষে কি?

কী বলবে তুমি এই নারী সম্পর্কে— যে একাকী চালকের সাথে বাইরে বেরিয়ে যায়? অথচ নারী-পুরুষ একাকী হলেই শয়তান এসে তাদের মাঝে অবস্থান নেয়!

এ-সব যে পাপ, এ ভালো করেই জানে এই 'আধুনিকারা'। কিন্তু এরপরও তারা পাপের পথে পা বাড়ায়। আল্লাহর নেয়ামতের না-শুকরি করে। আল্লাহর অসংখ্য নেয়ামতের হায়ায় বসবাস করেও ধৃষ্টতা দেখায়। এদের ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণে মনে হয়— আল্লাহ যেনো এদেরকে শাস্তি দিতে

তুমি সেই রানী ৪ ১২৫

‘অক্ষয়’। কিংবা আল্লাহ যেনো ‘না-জেনে না-বোঝেই’ ওদেরকে পর্দা করতে বলেছেন! নইলে কোনো কোনো বাচাল নারী বলে কোনু সাহসে—
‘একেবারে ভদ্রকমার্কা পর্দা বর্তমানে সম্ভব না! পর্দার সাথে আধুনিকতার কিছুটা ছেঁয়া এবং ‘ফ্যাশনের’ কিছুটা পরশ থাকা চাই।’
এরা এতো ধৃষ্টতা কেমনে দেখায়?

আল্লাহর নেয়ামতের কথা একটু উনবে? হাসপাতালে গিয়ে দেখো— সুস্থতা দ্বারিয়ে ওখানে কতো মানুষ মরণ-যন্ত্রণায় কাতরাছে। তোমার মতো কতো বেয়ে খয়ে আছে হাসপাতালের সাদা বিছানায়। লড়ছে মৃত্যুর সাথে। অথচ কিইবা তাদের বহস। তোমার চেয়ে বেশী হবে না। জীবনের একেবারে বসন্তকালে এখানে আসতে হয়েছে। একটু শেবে বলো তো-হাসপাতালের ঐ রোগী তারা না হয়ে আঘি-তুমিও তো হতে পারতাম!

আরো লক্ষ্য করো তাদের অবস্থা। কারো কারো বড়াচড়ার ক্ষমতা নেই। নিধর নিঃসাড় দেহটা পড়ে আছে বিছানায়। নড়ছে শুধু মাথাটা একটু একটু। চোখটাও ‘কথা বলছে’ কথনো কথনো। আর বাকি দেহে কোনো চেতনা নেই। হাত-পা কেটে ফেললেও সে বুবাতে পারবে না- কী ঘটে যাচ্ছে।

আল্লাহর সকাশে আমরা ওদের সুস্থতার জন্যে দু’আ করছি। দুনিয়ার এ কষ্টভোগের বিনিময় যেনো তিনি তাদেরকে দান করেন- পরকালে। আহ! কী করণ অবস্থা তাদের! চোখে-মুখে বেঁচে থাকার আকৃতি টপকে টপকে পড়ছে!

কারো কারো পেশা-পায়খানা আটকে আছে। মনে-প্রাণে তারা চাচ্ছে— একটু পেশাৰ যদি বেৰ হতো! কেনো পায়খানা হচ্ছে না? আৱ কি হবে না? পায়খানা না হওয়াৰ কাৱণে মৃত্যু— আহ! কী করণ সে মৃত্যু!! এৱচে’ আরো করণ হলো— কেউ কেউ বেহুশ পড়ে আছে বিছানায়। কখন যে পেশা-পায়খানা বেৰ হয়ে বিছানা-বালিশ ভৱে যাচ্ছে, তাৱও কোনো খবৰ নেই! শিশুদের মতোই তাদেৱক ‘পেম্পাস’ পরিয়ে রাখা হয়েছে। মাঝে-মধ্যে এই ‘পেম্পাস’ পৱালো থাকে তিনদিন/ চারদিন। অপৰিচ্ছন্ন অবস্থায়। খোলার কেউ থাকে না। এৱা একদিন তোমার মতোই ছিলো। খেতো-হাসতো। আনন্দ-উল্লাসে উচ্ছল ঝৱনার মতোই বয়ে যেতো তাদেৱ

বেলা! 'মার্কেট' যেতে মানা ছিলো না। স্বীকৃতের সাথে 'আজড়া' দিতে
বাধা ছিলো না।

হঠাৎ হ্যাঁ হঠাৎ একদিন আলো হয়ে গেলো অক্ষফার।

রাঙ্গা প্রভাত হয়ে গেলো কালো সক্ষা।

সুখের চাদরে নেমে এলো দুঃখের বৃষ্টি।

কেউ জীবন হারালো গাড়ির নীচে চাপা পড়ে।

কেউ মারা গেলো উচ্চ রক্ত চাপে।

কেউ চলে গেলো হৃদযন্ত্র ঝিল্লা বক্ষ হয়ে।

জীবন্ত মানুষটা এখন মরা লাশ।

একদিন সে মানুষ ছিলো।

তার একটা নাম ছিলো।

আজ সে ঘরো লাশ।

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخْدَدَ اللَّهُ سَعْكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ
قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهُ يَأْتِيُكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ
الآيَاتُ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنَا كُمْ عَذَابُ اللَّهِ
بَعْتَهُ أَوْ حَمْرَةٌ هُلْ يَهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ.

'বলো, তোমরা কি ভেবে দেখেছো, আল্লাহ যদি
তোমাদের প্রবণ-শক্তি ও দৃষ্টি-শক্তি কেড়ে নেন এবং
তোমাদের হৃদয় মোহর করে দেন তাহলে আল্লাহ ব্যতিত
কোন ইলাহ আছে, যে তোমাদের এগুলো ফিরিয়ে দেবে?
দেখো, কীভাবে আমি আয়াত বিশদভাবে বর্ণনা করি,
এরপরও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।'

শোনো! সব অসুস্থতাই অসুস্থতা নয়। কিছু কিছু অসুখ আল্লাহর শাক্তি ও
প্রতিদান। কিন্তু আফসোস! অনেকেই তা বুঝতে পারে না। শিক্ষা মের
না।

প্রতিযোগিতার ময়দানে!!

মু'মিন নারীরা ছোট-বড় সব পুণ্যকাজেই প্রতিযোগিতা করে। প্রতিটি ময়দানেই রয়েছে তাদের অবদান ও অংশ। আনো? কোনু কাজ তোমাকে পৌছে দেবে জান্নাতের দোরগোড়ায়? এমনও তো হতে পারে যে, কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তুমি একটা ওয়াজ-নসীহতের ক্যাসেট দিয়ে এলে। অথবা কাউকে কোনো ভালোকাজের পরামর্শ দিলে। আর আল্লাহ এ কারণেই তোমায় ক্ষমা করে দেবেন! তোমার জন্যে জান্নাতের ফায়সালা করবেন! হতে পারে না?

জান্নাত যখন ডাকে এক গণিকাকে

বোধারী ও মুসলিম শরীফে এসেছে-

বনী ইসরাইলের এক গণিকা মরমৃত্যুতে পথ চলছিলো। হঠাতে তার ঢোকে পড়লো একটি কুকুর- একটা কৃপের পাশে। কৃপ থেকে পানি পানের জন্যে কুকুরটি একবার উপরে উঠছিলো আরেকবার নীচে নামছিলো। কৃপটিকে কেন্দ্র করে পুরাছিলো। সময়টা ছিলো প্রচণ্ড গরমের। তীব্র পিপাসায় কুকুরটি বাববার জিহ্বা বের করছিলো। গণিকাটি এ দৃশ্য দেখলো। ধমকে দাঁড়ালো।

কতোবার সে আল্লাহর নাফরমানিতে লিঙ্গ হয়েছে!

অন্যকে মন্দ কাজের জন্যে প্ররোচিত করেছে!

অঙ্গীল কাজে লিঙ্গ হয়েছে!

হারাম মাল ক্ষক্ষণ করেছে!

আজ সে বিবেকের দংশন অনুভব করলো!

সে কৃপের দিকে এগিয়ে গেলো!

নিজের পায়ের মোজাটি খুললো।

জুতো জোড়াও।

তারপর তা নিজের ওড়নার সাথে বেঁধে কৃপ থেকে পানি উঠিয়ে কুকুরটির

পিপাসা নিবারণ করলো!

ফলে আশ্চর্য তাকে মাফ করে দিলেন!!

আশ্চর্য আকবার!

কেনো আশ্চর্য তাকে মাফ করে দিলেন?

সে কি রাত জগে জেগে ইবাদত করতো?

দিনের বেলা রোজা রাখতো?

সে কি আশ্চর্য পথে জীবন বিলানোর শপথ নিয়েছিলো?

না! এসব কিছুই তার আমল নামায় লেখা ছিলো না!

সে ওধু এই কুকুরটিকেই পানি পান করিয়েছে!

এই তার আমলনামার যোগফল!

আর আশ্চর্য ওধু এ জন্যেই তাকে কষা করে দিলেন!

খেজুর এবং জান্নাত

মুসলিম শরীফের হাদীস। একদিন উচ্চুল মুঘ্লিনীন আয়েশা রা.-এর নিকট এক অসহায় মহিলা তার দুই মেয়েকে নিয়ে হাজির হলেন। এসে বললেন-

‘হে উচ্চুল মুঘ্লিনীন! তিনদিন ধরে পেটে ‘দানা-পানি’ পড়ে নি। থাকলে কিছু দিন।’

হ্যবরত আয়েশা ঘরময় খোজাখুজি করে মাত্র তিনটি খেজুর পেলেন। তাই এনে মহিলাটির হাতে দিলেন। মহিলাটি এতেই অনেক খুশি হলেন। দুই মেয়ের প্রত্যেককেই তিনি একটি করে বেজুর দিলেন। আর ড্রুতীয়টি নিজে খেতে নিলেন। মুরের কাছে হাতও তুললেন। কিন্তু বাওয়া আর হলো না। কেনো? তিনি দেখলেন- মেয়ে দুটি তার খেজুরটির দিকে হাত বাঢ়িয়েছে! নিজেদেরটার কথা ভুলে গিয়ে। পেটে বেসামাল কুধা থাকলে যা হয়! আর তখন খেতে গিয়েও আর খেলেন না। তাকালেন মেয়েদ্বয়ের দিকে। তোলপাড় করে উঠলো মাত্রেহ! তিনি দ্রুত নিজের খেজুরটি দু'ভাগ করে দুই মেয়ের হাতে তুলে দিলেন।

ইগরত আয়েশা বলেন-

‘তার মততা আমাকে স্পর্শ করলো! আমি তা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর নিকট বর্ণনা করলাম। সব উনে তিনি বললেন-

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِمَا جَنَّتْ .. أَوْ أَعْتَقَهَا مِمَّا مِنَ النَّارِ .

‘আল্লাহ এই খেজুরতির বিনিময়ে তার জন্যে জান্নাত
ওয়াজিব করে দিয়েছেন! অথবা জাহানাম থেকে তাকে
মুক্তি দিয়েছেন!’

এক আরব কবি এ-হাদীসের আলোকে বড়ো সুন্দর করে শিশ-কিশোরদের
জন্যে একটি কবিতা লিখেছেন। কথা ও বাণী- যেনো নবুওতের ঝরনাধারা
থেকে প্রবাহিত। মক্ষ করো- আরবী ও বাংলা তরজমা!

امرأة تحمل بناتين بيديها كالعصافورين
الجوع بدا في طلعيتها والهم بدا في العينين
قد جاءت بيت رسول الله دفت ، وانتظرت ان تلقاها
وهو الغائب من اين تراها وهي الجائعة من يومين
فتحت عائشة فرأتها والبنتان على كتفيها
ماتملأه قد اعطيتها هاتم را اليم لا كثرين
يا امرأة جائعة خرة تطعم بناتها بمسرة
لم يبق لها إلا تمرة شفت تمرتها نصرين
اطعمت التمرة بناتها لم تأكلن ، لم يبق لدينها
ومضت والبشر بعينيها فرحت بهدوء البناتين
ورسول الله وقد علم بالامر ، تعجب وابتسم

www.banglayislam.blogspot.com

من قلب المرأة ، كم رحما و سما من غير جناحين
 لغير لما سمع الخبراً أنَّ الرحمن لها غفراً
 والجنة موعدُها ثمراً من رحمتِها للبنين

চড়ই পাখির মতো দু'টো ছেষে মেঝে কোলে নিয়ে—
 এলেন এক মহিলা ।

ক্ষুধার্হ ছাপ পরিস্কৃত তার অবয়বে ।

দুঃশিঙ্গা ঘরে ঘরে পড়ছে তার চোখ দিয়ে ।

আল্লাহর রাসূলের গৃহে এসে তিনি কড়া নাড়লেন ।

তাঁর সাথে সাক্ষাতের অভিলাষে দাঁড়িয়ে থাকলেন ।

কিন্তু তিনি তখন গৃহে ছিলেন না ।

তাহলে কোথেকে তাঁর সাক্ষাত মিলবে?

এ দিকে দু'দিন ধরে তাঁর উপোস চলছে!

একটু পর হযরত আয়েশা এসে দরোজা খুললেন ।

দেখলেন—

দু'টি মেঝেকে কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এক মহিলা ।

যা ছিলো গৃহে তাই এনে দিলেন তিনি তাঁর হাতে ।

খেজুর, হাত না-ডরা খেজুর!

হে ক্ষুধার্হ স্বাধীন মহিলা!

আনন্দচিঠ্ঠি খাইয়েছো না তুমি তোমার মেঝেকে—

খেজুর, সব খেজুর! নিজের ভাগেরটিও— দুভাগ করো?!

অবশিষ্ট খেজুরটিও তো খাইয়েছো তাদেরকে!

নিজে না খেয়ে, নিজে না রেখে!

ତାରପର ଚଲେ ଗେଲୋ ମେ- ନୀଡ଼େ!

ଖୁଶିତେ ଭାସତେ ଭାସତେ!

ତୃଣ ଯେ ଏଥନ ଯା ମଣିରା!

ଆଜ୍ଞାହର ରାସ୍ତା ସାଜ୍ଞାହ ଆଲାଇହି ଓଯା ସାଜ୍ଞାଯ ଏସେ ଜାନଲେନ, ସବ ଜାନଲେନ ।

ଯୁଝ ହଲେନ! ମୁଚକି ହସଲେନ! ଏତୋ ବଡ଼ ମାୟେର ମନ?

ଆହା! କୀ ଦୟା! କୀ ଆନନ୍ଦ!

ଯେନୋ ଡାନା ଛାଡ଼ା ଆକାଶେର ବୁକେ ଉଡ଼େ ବେଡ଼ାନୋ!

ତିନି ବଲେନ- ସବ ଜେନେ,

'ଓକେ ରହମାନ ମାଫ କରେ ଦିଯେହେନ!

ଜାନ୍ମାତଇ ତାର ଠିକାନା!

ଯେଯେର ପ୍ରତି ଅମନ ଦରଦୀ ଯା'ର ଠିକାନା ତୋ ଜାନ୍ମାତଇ ହସା!'^୩

ଜୁଲାଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗର ଧାରଣକାରୀ ନାରୀରା ଛୁଟେ ଯାଇ-ଇ ଆଜ୍ଞାହର ଆନୁଗତ୍ୟେର ଦିକେ । ସେ ଆନୁଗତ୍ୟ ଯତୋ ଛୋଟ କାଜେଇ ହୋକ । ସବଚେ' ବଡ଼ କଥା ହଲୋ- ଅନ୍ୟାୟ-
ଅପରାଧ ଓ ପାପଚାର ଥେକେ ବୈଚେ ଥାକା । ଅନ୍ୟାୟ-ଅପରାଧ ଓ ପାପଚାରକେ
ଛୋଟ କରେ ଦେଖାର କୋନୋ ଅବକାଶ ନେଇ । ଆଜ୍ଞାହ ବଲେହେନ-

وَتَحْسِبُونَهُ مَيْنَأَوْمُو عَنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ

‘ତୋଯରା ଇହାକେ ତୁଳ୍ଛ ମନେ କରେଛୋ, ଅଥଚ ଆଜ୍ଞାହର
ନିକଟ ଗୁରୁତବୀ!’

ଆଜ୍ଞାହର ରାସ୍ତା ସାଜ୍ଞାହ ଆଲାଇହି ଓଯା ସାଜ୍ଞାଯ ଜାନିଯେହେନ ଯେ, ତିନି ଏକ
ମହିଳାକେ ଜାହାନାମେର ଆଜାବ ଭୋଗ କରାତେ ଦେଖେହେନ । ଅଥ ହଲୋ- କୋନ
ଜିନିସ ତାକେ ଜାହାନାମେ ନିଯେ ଗେଲୋ? ସେ କି କୋନୋ ମୂର୍ତ୍ତିର ସାମନେ ଯାଥା

নত করেছে? কোনো নবীর রক্তে নিজের হাত লাল করেছে? মানুষের অর্থ-সম্পদ আত্মসাত করেছে? না! এ-সব কিছু নয়! তাহলে কী কারণে সে জাহান্নামে গেলো? .. একটি বিড়ালকে কষ্ট দেয়ার কারণে! সে বিড়ালটিকে বন্দি করে রেখেছিলো। বাবারও দিতো না আবার ছেড়েও দিতো না। এক সময় না খেয়ে বিড়ালটি মারা যায়।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন- ‘আমি মহিলাটিকে জাহান্নামে দেখেছি, বিড়ালটি তখন তাকে নোখ ঘারা আঁচড়েছিলো।’

ইমাম বোধারী বর্ণনা করেছেন- আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হলো-

‘হে আল্লাহর রাসূল! অমুক মহিলা রাত জেগে নফল ইবাদত করে আর দিনের বেলা রোজা রাখে। কাজ করে এবং প্রচুর দান-সদকা করে। কিন্তু প্রতিবেশীদেরকে কটুকথা বলে বলে সে অনেক কষ্ট দেয়।’

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন-

‘ওর মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। ও জাহান্নামী।’

সাহাবারে কেরাম আরজ করলেন-

‘আর অমুক মহিলা ফরজ নামাজ আদায় করে এবং যৎ সামান্য দান-সদকা করে। কিন্তু সে কাউকে কষ্ট দেয় না।’

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন-

‘সে জান্নাতবাসিনী।’

যুক্ত।

জানো?

তোমার বিরক্তে যে প্রচণ্ড যুক্ত চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, তার উদ্দেশ্য হলো তোমাকে ‘ইচ্ছা বা হৃকুমের দাসী’তে পরিণত করা- স্বাধীনতা ও সমান-অধিকারের নামে।

এই যে স্বাধীনতার কথা এরা বলে, এর অর্থ ও উদ্দেশ্য আসলে কী-জানো?

কেনো এরা নিপীড়িত শ্রমিকের অধিকার আদায়ের পক্ষে, বিপদগ্রস্ত মানুষের পক্ষে এবং অসহায় এতীমের পাশে দাঁড়ায় না- জানো?

কেনো শুধু অভিভাবকের স্বেহের ছায়ায় .. শাসনের ছায়ায় প্রতিপালিত সঙ্গী-সাধী তরঙ্গীদের প্রতি এদের এতো মায়া আৱ দৱদ- জানো?

কেনো এরা সব সময় (শুধু) নারীর জন্যে স্বাধীনতা চায়- জানো?

ওদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই-

যৌনকাতৰ অন্তত পাপ-দৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকার জন্যে হিজাব ও পর্দাৰ জীবন কি দাসত্ব? যা থেকে মুক্ত হতেই হবে?

পর পুরুষের সংশ্ববমুক্ত আলাদা নারী কর্মসূল নির্বাচণ কি নারীর জন্যে লাঞ্ছনা ও অপমান? যা কৰা বা ভাবাই যাবে না?

গৃহে অবস্থান কৱে ছেলে-মেয়েকে লালন-প্রতিপালন কৱলে এবং স্বেহ-মায়া ও দ্রুদৰ্শী শাসন দিয়ে তাদেৱকে আদর্শ মানুষ ও নাগরিক হিসাবে গড়ে তোললে- কোন্ যুক্তিতে একে তোমোৱা দাসত্ব বলবো? এ 'দাসত্ব' থেকে নারীকে মুক্ত না কৱলে- কী বিৱাট ক্ষতিটা হয়ে যাবে?

মজার ব্যাপার হলো- যারা নারীকে 'দাসত্ব' থেকে মুক্ত কৱতে চীৎকাৰ-চেঁচামেচি কৱছে এবং হিজাবকে নারীৰ জন্যে শেকল ও জেল ভাবছে, এদের অধিকাংশই হয় ব্যাভিচাৰী নয় মদ্যপ কিংবা উন্নাতাল প্ৰভৃতিৰ আজুবৰ্কৃত গোলাম। তাহলে এই এৱাই কেনো নারীকে স্বাধীন কৱতে এতোটা উত্তো? কেনো তাৱা সংযোগিত হৈৱেমে সতীত্বেৰ বেষ্টনীতে বসবাসকাৰিণী নারীদেৱকে বেৱ কৱতে এতোটা মৱিয়া? কেনো?!

উত্তৰ স্পষ্ট! এৱা নারীকে চোখ ভৱে দে৖তে চায়! চোখেৱ স্ফুধা মেটাতে চায়! এৱা নারীকে দে৖তে চায়- স্বল্প বসনে নৰ্তকী হিসাবে! যখন নারীৱা এদেৱ ফাঁদে পড়ে হিজাব বৰ্জন কৱে এবং নাচেৱ আসনে রূপ প্ৰদৰ্শন কৱে কিংবা এদেৱ ইচ্ছেমতো কাজ কৱে, তখনই এদেৱ কঠ উচ্চকিত হয়- 'এই দেখো! নারীকে মুক্ত কৱেছি আমৱা!'

নারীকে এৱা ভোগ কৱতে চায়- ইচ্ছেমতো। ফলে পুৱুষেৰ পাশে নারীৰ

ভূমি সেই রানী ফঁ ১৩৪

অবস্থান এবং সংমিশ্রণকে শোভনীয় ও লোভনীয় করে তোলার জন্যে
এদের চেষ্টা-সাধনা ও গবেষণার কোনো অন্ত নেই। এরা নারীকে
বানিয়েছে 'চলন্ত হাস্যামুখানা'। যখন ইচ্ছে তখনই নারীকে ব্যবহার
করছে।

কখনো শয়ায়!

কখনো প্রমোদ-বাগানে!

কখনো বারে।

কখনো 'বিনোদন-পত্নীতে'!

কখনো বাণিজ্যিক প্রচারণায়!

কখনো বড়কর্তার অফিসে!

কখনো নাচের আসরে!

কখনো খেলার মাঠে!

কখনো ঐ নীলাভ আলো-জুলা 'বিশেষ পাটি'তে-

আলো-ছায়ার আলিম্পনায়-

নারীকে আরো মোহনীয় করে তুলতে!

আরো বেশী আবেদনময়ী করে তুলতে!!

হায়রে আমার অবলা নারী!!

খেলার পুতুল হতে তোমার লজ্জা হয় না?

নাচের পুতুল হতে তোমার বিবেকে বাধে না?

ইসলাম তোমার জন্যে সংরক্ষণ করে রেখেছে মাতৃত্বের যে আসন,
সম্মানের যে সিংহাসন, সে আসনে বসে, সে সিংহাসনে আসীন হয়ে রানী
হতে তোমার সাধ আগে না?

নারী! কেনো তুমি দাসী হতে চাও?

নারী! কেনো তুমি রানী হতে চাও না?

ভূমি সেই রানী ফু ১৩৫

কেনো ভূমি এই দুষ্টলোকদের পাল্লায় পড়ে শব্দের কথায় হাসছো-গাইছো-
শাচছো-খেলছো-ব্যবহৃত হচ্ছো?!

ধাতে-গোনা কয়েকটি টাকার জন্যে?!

চি! টাকা তো যেনতেনভাবেও কামাই করা যায়!

জানো না?

নাইলে এই যে বাঙাই, তারও তো টাকা আছে!

এই টাকা কি সম্মানের?

হালাল-হারামের পার্থক্য ভুলে দিয়ে কোথায় চলেছো ভূমি?

না বলে পারছি না- ধিক, শত ধিক-

তোমার এ স্বাধীনতাকে!

তোমার এ স্বাধীনতা আসলে পরাধীনতা!

জানি না, কবে হবে তোমার সুয়তি! হবে কি?

মনে রাখবে; তোমার পণ্যমূল্য একদিন কমে যাবেই এই দুষ্ট বণিকদের
চোখে! তখন তোমাকে ওরা ছুঁড়ে ফেলে দেবে! নারীর যৌবন-জীবনের
জোলুসে খস নামলে ওরা নারীকে ক্ষমা করে না! ওরা বড়ো নিষ্ঠুর! নারীর
'পাক দামান'কে অপবিত্র ও ছিন্নভিন্ন করে ওরা চীৎকার করে বলে- এই
দেখো! আমরা নারীকে দিয়েছি স্বাধীনতা!

خدعواها بقوطم حسناه والغواي يغرن النساء

'হায়! নারীকে এরা প্রতারিত করেছে মিষ্টি কথার
মোড়কে! হে সুন্দরী নারী! প্রতারিত করলো তোমায়
মিথ্যা শায়া?!

এরা আরো চায় সমৃদ্ধ তীরে নারীকে- বসনমুস্ত, উলঙ্গ দেখতে! মদের
আসরে নারীর হাতে মদ খেতে! বিমান-সফরে নারীকে একান্ত কাছে
পেতে- কখনো সেবিকার বেশে, কখনো পাপাচারিণী সঙ্গনী হিসাবে! ফলে
এ-সবকিছুকেই তারা নারীর সামনে শোভনীয় ও লোভনীয় করে তোলে।
অবশ্যে নারী যখন তাদের দেখানো পথে হাঁটতে হাঁটতে পাপাচারের

তুমি সেই রানীঃ ১৩৬

জলাভূমিতে গিয়ে নিক্ষিণি হয় এবং পাপাচারের জল পান করতে করতে
নিঃশেষ করে নিয়ে এক সময় অবশিষ্টাংশ ঢাটতে থাকে, তখন এরা, এই
এরা পরম্পরে হাসাহাসি করে আর বলে—

‘আমরাই এনেছি হে নারী!

তোমার এই স্বাধীনতা!

তুমি না ছিলে বন্দিনী!

এখন হয়েছো নব্দিনী!

হে নব্দিনী! তোগ করো!

জীবনটাকে উপভোগ করো!

এ মোক্ষাদের কথায় কান দিও না!

ওরা কুরআন-হাদীসের দোহাই দিয়ে তোমাকে শধু বধিত করতে চায়।

আশৰ্য! আসলেই কি নারী ছিলো জেলাবদ্ধ?

আর এখন বেরিয়ে এসেছে মুক্ত স্বাধীনতায়?

স্বাধীনতা কি ‘মায়া বাড়ির আম কুড়ানো সুখ’?

কিংবা ‘মাসির ঘরের মোয়া’?

কে বলেছে— স্বাধীনতা স্বল্প বসনে?

খাটো জামায়? পর্দাহীনতায়?

কে বলেছে— স্বাধীনতা বিপন্নী বিভানে ভিড় করায়?

পুরুষ-সঙ্গীর সঙ্গে সীন হয়ে যাওয়ায়?

স্বাধীনতা!

কে বলে তুমি পাপাচানী যুবকের সঙ্গে কথা বলা?

বিশ্বাসঘাতক পাপের বাজারে চুপি চুপি হাঁটা?

এমনই যদি হও তুমি, হে স্বাধীনতা!

তাহলে ধিক, শত ধিক তোমাকে!

তুমি সেই রানী ❁ ১৩৭

আমি চাই না, আমার মাতৃজ্ঞতির জন্যে
এমন পাপময় কঙ্গুষিত স্বাধীনতা!!

প্রকৃত স্বাধীনতা তাহলে কী এবং কোথায়? প্রকৃত স্বাধীনতা হলো— এই ভওদের ডাকে সাড়া না দেওয়ায়। ঘৃণাত্তের এদের প্রতারণাময় আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করায়। সতীত্ব রক্ষার জন্যে হিজাব ও পর্দাৰ জীবনকে আঁকড়ে থাকায়।

মনে রাখবে হে নারী! এরা নয়— তোমার প্রকৃত বক্তু— তোমার পিতা। তোমার ভাই। তোমার স্বামী। তোমার সন্তান। পিতা তোমাকে দেবেন শ্রেষ্ঠের ছায়া। স্বামী তোমাকে দেবেন মহতা ও ভালোবাসা। ভাই তোমাকে দেবে সতর্ক প্রহরা। সন্তান তোমাকে দেবে শিক্ষা ও ভালোবাসা।

আছা বলো তো, এই যে এতো সব সম্মান, তা কোথায় পাবে তুমি— আল্লাহ পাকের বিধান ছাড়া? এখানেই তো আছে তোমার স্বাধীনতা এবং এ-ই তো তোমার স্বাধীনতা!!

তুমি নারী! তুমি রানী! তুমি দূত!!

সমাজ— দুই ভাগে বিভক্ত। ভিতরের এবং বাইরের। পুরুষ অধিপতি— বাইরের সমাজের। তার দায়িত্ব— কর্মের ময়দানে ঘাম ঝরানো শুম দিয়ে আয়—উপার্জন করা। খাদ্যের সংস্থান করা। গৃহ নির্মাণ করা। অসুস্থভায় সেবা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। ক্রয়—বিক্রয় করা। ইত্যাদি।

আর নারী গৃহের সম্রাজ্যে অবস্থান নিয়ে গৃহ সাজাবে। সন্তানের শিক্ষা ও দীক্ষার দায়িত্ব নেবে। ঘরের যাবতীয় কাজ আশ্রাম দেবে। নারীর কাজ নারী করবে। পুরুষের কাজ পুরুষ করবে। একজনের কাজে আরেকজন ঢুকতে চাইলেই বিপন্নি দেখা দেবে।

বায়হাকীর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে— আসমা বিনতে ইয়ায়িদ একবার আল্লাহর মাসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—এর নিকট এলেন। নবীজী তখন সাহাবায়ে কেরামের মাঝে বসা ছিলেন। তিনি এসে বললেন—

‘আমার পিতা-মাতা আপনার জন্মে উৎসর্গীত হোক! আমি আপনার কাছে
এসেছি মহিলাদের প্রতিনিধি ও দৃঢ় হয়ে। আপনার খিদমতে আমি আরজ
করতে চাই- (আমার জন আপনার জন্মে কোরবান হোক) যতো নারী
আছে প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে, তারা আমার উচ্চারণ ওনুক বা না-ওনুক, আমি
মনে করি তারা সবাই আমার কষ্টে কষ্ট মিলিয়ে বলবে- ‘নিচয়ই আল্লাহ
আপনাকে নারী-পুরুষ সবার কাছেই পাঠিয়েছেন সত্য ধর্ম- ইসলাম দিয়ে।
আমরা সবাই আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। মহান রব-এর প্রতি
বিশ্বাস স্থাপন করেছি, যিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন। সত্য কথা হলো;
আমাদের নারী সম্প্রদায় অবকল্প, যেহেতু তারা অস্তঃপুরবাসিনী। তারা
গৃহে বসে বসে আপনাদের গৃহের ভিত্তি নির্মাণ করে। আপনাদের চাহিদা
পূরণ করে। তারা আপনাদের সন্তানের গর্ভধারিণী। আর আপনারা যারা
পুরুষ সম্প্রদায়, তারা আমাদের চেয়ে এগিয়ে আছেন। আপনারা জুমায়
অংশ নিতে পারেন। জামাতে শরীক হতে পারেন। কঙ্গীদের দেখতে যেতে
পারেন। জানায়ায় শরীক হতে পারেন। ইজ্জের পর হজ্র করতে পারেন।
সবচে’ বড় কথা হলো আল্লাহর পথে জিহাদে বের হতে পারেন।
আপনাদের কেউ যখন হজ্র বা উমরায় ঘান অথবা জিহাদে ঘান, তখন
আমরা আপনাদের মালের হিফাজত করি। আপনাদের কাপড় বুন করি।
আপনাদের সন্তানদের লালন-প্রতিপালন করি। হে আল্লাহর রাসূল! আমরা
কি বিনিময় লাভে আপনাদের সাথে অংশীদার হবো?’

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপর্যুক্ত সাহাবীদের দিকে
তাকালেন। তারপর বললেন-

‘তোমরা কি কখনো এর আগে অন্য কোনো মহিলার উক্তি শনেছো- ধীনের
বিষয়ে এর জিজ্ঞাসার চেয়ে যা অধিক সুন্দর?’

সাহাবীরা বললেন-

‘না।’

তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দিকে তাকালেন
এবং বললেন-

‘হে নারী! ফিরে যাও! আর জানিয়ে দাও অন্য সকল নারীকে এ কথা-
তোমাদের কেউ যদি স্বামীর হক আদায় করে, স্বামীর সন্তুষ্টি তালাশ করে

এবং তার মতামত মেনে চলে, তাহলে আল্লাহ পুরুষের সমস্ত আমলের
গৈরিক বরাবর তাকে নেকি দান করবেন।'

এ কথা শুনে আসমা বিনতে ইয়াখিদ খুশিতে আনন্দে আপুত হয়ে .. 'লা
ইশাহ ইল্লাহাহ' এবং 'আল্লাহ আকবাৰ' বলতে বলতে ফিরে গেলেন।

হ্যা, প্রত্যেকেই রয়েছে আলাদা আলাদা জগত। আলাদা আলাদা ক্ষেত্র।
নারীর স্ত্রাজ্ঞ হলো তার 'গৃহকোণ'। এই গৃহের সে-ই অধিপতি বা
স্ত্রাজ্ঞী। আর তার স্বামী হলেন অধিকর্তা বা স্ত্রাট। আর সন্তানরা হলো
সে স্ত্রাজ্ঞের প্রজা।

উম্মে উমারাহ রা. -এর বীরত্ব

'গোকাত ইবনে সাদ'-এর সূত্রে বলা হয়েছে যে, উম্মে উমারাহ রা.
একজন নারী হওয়া সত্ত্বেও ওহুদ যুক্তে অংশ নেয়ার অনুমতি লাভ
করেছিলেন। তাঁর কাজ ছিলো পানি পান করানো এবং আহতদের চিকিৎসা
দান। কিন্তু যুক্তের এক পর্যায়ে যখন মুসলিম শিবিরে বিপর্যয় নেমে এলো
এবং যে যেদিকে পারলো চলে গেলো। উম্মে উমারাহ রা. দেখলেন
মুসলিম সৈন্যরা বিশৃঙ্খল। আর কাফেররা বীরত্ব প্রদর্শন করছে। হামলার
পর হামলা করছে। প্রতিরোধ করে যাচ্ছেন শুধু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর পাশের দশজন সাহাবী। তখন উম্মে
উমারাহ রা. আর হির থাকতে পারলেন না। পানি পান করানোর কাজ
ফেলে ছুটে এলেন তিনি ঝলসানো তপোঘার হাতে। অন্যান্য সাহাবীদের
মতো তিনিও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর কাছে
এসে দুশমনের হামলা প্রতিহত করে যেতে লাগলেন। শুধু তাই নয়- তাঁর
বলসে উঠা তলোয়ারে এক মুশরিক নিহতও হলো।

নারীরা গৃহেই ধাকবে। তারা গৃহ-স্ত্রাজ্ঞী। কিন্তু মাঝে মধ্যে এ নিয়মের
'জ্ঞান'ও হয়। সেও আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লাম-এর সন্তুষ্টি অর্জনের পথেই। ইসলাম বিরোধী কোনো কর্মকাণ্ডে
নয়। স্বামীর ইচ্ছার বিহুক্ষে নয়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লাম নিজেও কখনো কখনো জুতো সেলাই করেছেন। কাপড় পরিষ্কার
করেছেন। পরিবারের সহযোগিতা করেছেন।

আনো? তুমি আমাদের কাছে

কতো মূল্যবান?

হ্যা, তুমি আমাদের কাছে সীমাহীন মূল্যবান। আল্লাহ স্বয়ং নির্দেশ দিয়েছেন তোমার পিতা-মাতাকে- তাঁর রাসূলের মাধ্যমে। মুসলিম শরীফের হাদীস। আল্লাহর নবী বলেছেন-

من عال جاري بين حق تبلغا. جاء يوم القيمة أنا وهو ضم
أصحابه.

‘যে ব্যক্তি দু’টি মেয়ে সন্তানের লালন-প্রতিপালন করবে পরিণত বয়সে পৌছা পর্যন্ত, সে জান্নাতে আমার এমন কাছাকাছি থাকবে, যেমন কাছাকাছি এই দু’টি আঙুল।’

আর তোমার সন্তানদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন তোমার সাথে সদাচরণ করতে। বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীস। এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলো-

‘আমার উন্নম সাহচর্যের সবচে বেশী হকদার কে?’

নবীজী বললেন- ‘তোমার মা অতঃপর তোমার মা অতঃপর তোমার মা অতঃপর তোমার বাবা।’

বরং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বামীকেও নির্দেশ দিয়েছেন স্ত্রীর প্রতি সদাচরণ করতে। যে নিজের স্ত্রীর সাথে রাগারাগি করে অথবা তার সাথে দুর্ব্যবহার করে, তাকে হাদীসের ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে।

বিদ্যায় হজ্জের সময় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাষণ দিতে দাঢ়ালেন। সামনে লক্ষাধিক সাহাবী। তাঁদের ক্ষিতরে রয়েছেন সাদা ও কালো। ছোট ও বড়। ধনী ও গরীব। সবাইকে লক্ষ্য করে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন-

‘সাবধান! তোমরা নারীদের মঙ্গল কামনা করবে! ‘সাবধান! তোমরা নারীদের মঙ্গল কামনা করবে।’

আবু দাউদ শরীফে এসেছে- একদিন আনেক মহিলা এসে ঘুরে ঘুরে উপুর

মু'মিনীনদের নিকটে নিজেদের স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো। তা আপ্তাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও জানতে পারলেন। তখন ঠিকি সাহাবীদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন-

‘মুহাম্মদের পরিবারের নিকটে অনেক মহিলা এসে স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। (যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে) এরা তোমাদের মধ্যে ভালো লোক নয়।’

ইবনে মাজা ও তিরমিয়ী শরীফের হাদীস।

خَيْرٌ كُمْ خَيْرٌ كُمْ لِأهْلِهِ وَأَنَا خَيْرٌ كُمْ لِأهْلِي

‘তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যে তার পরিবারের নিকট সর্বোত্তম। আমি আমার পরিবারের নিকট সর্বোত্তম।’

মেশক ও আমর।।

কখনো কখনো স্বামী সুস্ক সুস্ক বিষয়েও ত্রীর কাছে হিসাব গ্রহণ করেন। আর এটা করেন দীনের স্বার্থে। পরকালে ত্রীর মুক্তির স্বার্থে।

হ্যরত উমর ইবনুল খান্না রা.-এর দিকে তাকাও। মিসর থেকে একবার তার নিকটে কিছু মেশক ও আমর এলো। তিনি তা বিক্রয় করে তার মৃণা ‘বাইতুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার)-এ জমা করবেন। কিন্তু কাকে দেবেন বিক্রয়ের দায়িত্ব? কে পারবে মেশক ও আমরের মতো মূল্যবান ও সুস্ক জিনিস ভালো করে ওজন করতে? হ্যরত উমর রা. ঘোষণা করলেন-

‘আমি চাই- ভালো করে মাপতে পারে এমন কোনো মহিলা এটিকে ভাস্তুক এবং তা বিক্রি করে বাইতুল মালে টাকাটা জমা করক। এ কথা অনে তার ত্রী বললেন-

‘আমিই প্রস্তুত আছি হে আমিকুল মু'মিনীন!'

হ্যরত উমর রা. বললেন-

‘তাহলে তুমিই করো।’

তুমি সেই রানীঃ ১৪২

এরপর মহিলারা তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে মেশক ও আবর নিতে লাগলো। তিনি নিজ হাতে আবর ভেঙ্গে ভেঙ্গে তা বিক্রি করছিলেন। তখন শুরু স্বাভাবিকভাবেই তাঁর হাতের আঙুলে সামান্য সুগাঙ্গি লেগে যেতো, আর তিনি তা নিজের ওড়নায় মুছে নিতেন।

বাতে হযরত উমর ফিরে এলেন, এসে বিক্রিত মেশক ও আবরের টাকা স্ত্রীর কাছ থেকে বুঝে নিলেন। তাঁর স্ত্রী কাছে আসতেই তিনি একটা সুস্থান পেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন-

‘তুমিও কি সুগাঙ্গি কিনেছো?’

স্ত্রী বললেন-

‘না তো।’

তিনি তখন বললেন-

‘তাহলে এ সুস্থান কোথেকে?’

স্ত্রী তখন জবাবে জানলেন-

‘আমার আঙুলে যা লেগেছিলো, তা ওড়নায় মুছে নিয়েছিলাম।’

তখন হযরত উমর ব্রা. বললেন-

‘কী বলছো! মহিলারা নিজেদের পয়সায় ক্রয় করছে আর তুমি সুবাসিত হচ্ছো বিনা পয়সায়!!’

এরপর তিনি ওড়নাটি স্ত্রীর মাথা থেকে টেনে নিয়ে ছাদে চলে গেলেন। একটা পানিস্তুরা মশকের কাছে। ধূইলেন খুব ডালো করে। বারবার ঘুঁকলেন। না, স্বাণটা এখনো যায় নি। এরপর তিনি মাটিতে বিছালেন ওড়নাটি। পানি ঢেলে এবার মাটির সাথে ঘষতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত ‘সুগাঙ্গি’ দ্রু হলো! শেষে ডালো করে পানি ঢেলে পরিষ্কার করে ওড়নাটি তিনি স্ত্রীকে ফিরিয়ে দিলেন।

এ-সব তিনি কেনো করলেন? যাতে কঠিন হিসাব থেকে স্ত্রী বেঁচে যান। জাহানামের বেদনাদায়ক শাস্তি থেকে স্ত্রী রেহাই পান। আচ্ছাহুর ঘোষণার উপর তিনি আমল না করলে কে করবেন?

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوَا أَنفُسُكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَاراً وَقُوْدُهَا
النَّاسُ وَالحَجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غَلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهُ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ.

‘হে মুমিনগণ! নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনকে বাঁচাও জাহানামের আশুল থেকে, যার ইকন হবে মানুষ ও পাখর, যাতে নিয়োজিত রয়েছে নির্ম-হন্দয়, কঠোর-স্বভাব ফেরেশতাগণ, যারা অমান্য করে না আল্লাহ তাদেরকে যা আদেশ করেন তা এবং যা করতে তাদেরকে আদেশ করা হয়, তাই তারা করে।’

**হে নারী! তোমার জন্যে পারি আমি উঁড়িয়ে দিতে
আমার মাঝার খুলি!!**

ধীন নারীকে এতো বেশী সম্মান দিয়েছে যে, একজন মাত্র নারীর জন্যে যুক্ত সংঘটিত হয়েছে। খুলি উঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এসো উল্টাই ইতিহাসের পাতা-

ইহুদীরা বসবাস করতো যুসুলমানদের পাশেই- মদীনায়। মদীনায় যুসুলমানদের আগমনকে ইহুদীরা ঘোটেই ভালোভাবে নিতে পারে নি। ভিতরে ভিতরে খুব জুলতো ওরা। বিশেষ করে মহিলাদের হিজাব পরার নির্দেশ নিয়ে যখন ওহী নাজিল হলো, তখন ওরা তেলে-বেগুণে জুলে উঠলো। কোনো হিজাব-পরা মহিলাকে দেখলেই ওরা জুলতো। হিজাবের বিরুদ্ধে অনেক গোপন ষড়যন্ত্র করেও ওরা শেষ পর্যন্ত সফল হয় নি। অনেক নারীকেই বিপথগামী করার চেষ্টা করেছিলো ওরা। কিন্তু যে সকল নারীর হৃদয়ে ঈমানের নূর প্রবেশ করেছে- তারা কেনো বজ্জাত ইহুদীদের ফাঁদে পা দেবেন? সুতরাং ইহুদীরা ব্যর্থ হলো।

একদিন এক মুসলিম নারী বিশেষ প্রয়োজনে বনু কায়নুকার ইহুদীদের শর্ণ-বাজারে এলেন। তিনি ছিলেন হিজাব-চাকা। তিনি এক শর্ণকারের দোকানে এসে বসলেন। এদিকে ইহুদীরা তাঁকে হিজাব পরে দোকানে

বসতে দেখে তাঁর দিকে ক্ষুঁজ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলো। ইহুদীরা তাঁর চেহারা দেখে মজা লুটার জন্যে, পারলে তাঁকে স্পর্শ করার জন্যে অথবা তাঁকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলার জন্যে ফন্ডি-ফিকির আঁটতে লাগলো। নারীকে ইসলাম সম্মানিত করার পূর্বে নারীর সাথে এমন ব্যবহারই করতো ইহুদীরা।

ইহুদীরা তাঁকে চেহারা উন্মোচন করতে বললো। অবগুপ্তন খোলার জন্যে তাঁকে বিভিন্নভাবে প্রয়োচিত করতে লাগলো। কিন্তু মুসলিম নারীটি ঘৃণাভরে তা প্রত্যাব্যান করলেন। এদিকে ইহুদী স্বর্ণকারটি এক অসতর্ক মুহূর্তের সুযোগ নিয়ে মহিলার পরনের কাপড়টির নীচের একটি অংশ তাঁর পৌঠের ওড়নার সাথে বেঁধে ফেললো। একটু পর মহিলাটি যখন দাঁড়াতে গেলেন তখন পেছন দিক থেকে তাঁর সতর অনাবৃত হয়ে গেলো! উপস্থিত ইহুদীরা তখন এক যুগে হেসে উঠলো। মজা লুটিতে লাগলো। এ আকস্মিক দুঃঢ়িনায় মহিলাটি চীৎকার করে উঠলো। বলতে লাগলো—
‘হায়! ওরা যদি আমার সতর অনাবৃত না করে আমাকে মেরে ফেলতো।’

এ-ঘটনা প্রত্যক্ষ করে এক মুসলিম যুবক তাঁর তলোয়ার খাপসুড় করলেন। ঝাপিয়ে পড়লেন খবিস স্বর্ণকারের উপর। এবং নিমিষেই তাকে জাহানামে পাঠিয়ে দিলেন। তখন সমবেত ইহুদীরাও তাঁর উপর ঝাপিয়ে পড়লো। এবং তাঁকেও হত্যা করলো।

আঞ্চাহুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনতে পারলেন ইহুদীদের চুক্তি ভাঙ্গার কথা। নারীর প্রতি অপমান ও লাঞ্ছনা ছুঁড়ে দেয়ার কথা। তিনি ভীষণ ক্ষুঁজ হলেন। তাদের বিরুদ্ধে যুক্ত ঘোষণা করলেন। বনু কায়নুকার ইহুদীদেরকে অবরোধ করার নির্দেশ দিলেন। অবরোধ আরোপিত হলো। অবরোধে বেশ কাজও হলো। কয়েকদিনেই ইহুদীরা কাবু হয়ে আত্মসমর্পণ করলো।

এরপর এলো সেই মুসলিম নারীকে অসম্মানিত করার সাজা দেয়ার পালা। আঞ্চাহুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার ইচ্ছে করলেন। এর মধ্যেই বাধ সাধলো মুসলিম বেশী এক জলজ্যান্ত শয়তান। যার কাছে মুসলিম নারীর সম্মের কানাকড়ি মূল্যও নেই। বরং নারীকে যে মনে করে শুধু ‘ভোগ্যপণ্য’। এই শয়তানটার নাম আবদুল্লাহ।

ଇବନେ ଉବାଇ ! ମୁନାଫିକଦେର ଯାଥା । ସରଦାର । ସେ ବଲଲୋ—
‘ମୁହାୟଦ ! ଆମାର ଇହଦୀ ବକ୍ଷୁଦେର ପ୍ରତି ସଦାଚରଣ କରନ୍ !’

ଜାହେଲୀ ଯୁଗେ ଇହଦୀରା ତାର ମିଳ ଛିଲୋ । କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରାହ୍ର ରାସ୍ମୁଳ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହ୍ର ଆଲାଇହି ଓସା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ତାର କଥାଯ କର୍ଣ୍ପାତ କରଲେନ ନା । ଯାରୀ ମୁଁ ମିଳଦେଇ ତିତରେ ଅଶ୍ରୀଲତା ଛଡ଼ାତେ ଚାରି, ତାଦେରକେ କରେ କ୍ରମ କରା ଯାଏ ନା । ଆଶ୍ରାହ୍ର ରାସ୍ମୁଳ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହ୍ର ଆଲାଇହି ଓସା ସାନ୍ତ୍ଵାମ-ଏର କଠୋର ଘନୋଭାବ ଦେଖେ ‘ମୁନାଫିକ-ନେତା’ ଆବାର ତୀର କାହେ ସୁପାରିଶ କରଲୋ । ବଲଲୋ—

‘ମୁହାୟଦ ! ଆମାର ବକ୍ଷୁଦେର ପ୍ରତି ସଦାଚରଣ କରନ୍ !’

ଆଗେର ମତୋଇ ନବୀଜୀ ତାର ସୁପାରିଶକେ ଆମଲେ ନିଲେନ ନା । ବରଂ ନାରୀର ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ‘ଗାୟରତ’କେ ରଙ୍ଗ କରାର ଶାର୍ଥେ ତିନି ନିଜେର ମିଳାନ୍ତେ ଅଟେ ରହିଲେନ । ଏତେ ଶସ୍ତରାନ୍ତା ବେଶ ଚଟେ ଗେଲୋ । ସେ ଆଶ୍ରାହ୍ର ରାସ୍ମୁଳ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହ୍ର ଆଲାଇହି ଓସା ସାନ୍ତ୍ଵାମ-ଏର ବର୍ମେର ପକେଟେ ହାତ ଢୁକିଯେ ଦିଯେ ବଲଲୋ—

‘ଆମାର ମିଳଦେର ପ୍ରତି ସଦଯ ହତେ ହବେ ! ଆମାର ମିଳଦେର ପ୍ରତି ସଦଯ ହତେ ହବେ !’

ଆଶ୍ରାହ୍ର ରାସ୍ମୁଳ ତାର ଆଚରଣେ ବେଶ ଅସନ୍ତୃତ ହଲେନ ଏବଂ ବଲଲେନ—
‘ଛାଡ଼ୋ ଆମାକେ !’

କିନ୍ତୁ ମୁନାଫିକଟା ତୀରେ ଛାଡ଼ିଲୋ ନା । ନବୀଜୀକେ ବାରବାର ଅନୁରୋଧ କରାତେ ଲାଗଲୋ । ଇହଦୀଦେରକେ କତଳ ନା କରାର ଆବେଦନ କରାତେ ଲାଗଲୋ । ଅଗତ୍ୟ ନବୀଜୀ ତାର ଦିକେ ତାକିଯେ ବଲଲେନ—

‘ଠିକ ଆଛେ, ତୋମାର କଥାଇ ଧାକଲୋ ।’

କିନ୍ତୁ ତିନି ଇହଦୀଦେରକେ ପ୍ରାଣେ ନା ମାରଲେଓ ନିର୍ବାସିତ କରଲେନ ।

ଆଟିଯାର ଉପରେଓ !

ନବୀ ନଦିନୀ ହ୍ୟରତ ଫାତେମା ଛିଲେନ ସବ ସମୟ ହିଜାବ ଓ ପର୍ଦାଧିଯ ମେଯେ । ଏମନକି ମୃତ୍ୟୁର ପର କୀତାବେ ତୀର ପର୍ଦା ରଙ୍ଗ ହବେ— ଏ ନିଯେଓ ତୀର ଦୁଃଖିଭାବ କୋନୋ ଅନ୍ତ ଛିଲୋ ନା । ସଖନ ତୀର ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ସନ୍ତୋଷ ଏଲୋ, ତଥନ ତିନି ବେଶ ଦୁଃଖିଭାବ ପଡ଼େ ଗେଲେନ ଏଇ ଭେବେ ଯେ, ମୃତ୍ୟୁର ପର ତୋ ପୁରସ୍ତା ତୀକେ

দেখবে কাপড় দিয়ে ঘোঢ়ানো। তখন তাঁর আকার-আকৃতি তো তাদের সাথনে প্রকাশ হয়ে পড়বে! এ-সব ভাবতে ভাবতেই তিনি পাশে বসা হয়রত আসমা বিনতে আবু বকরকে বললেন-

‘আসমা! মৃত্যুর পর মহিলাদেরকে যেভাবে দাফন-কাফন করা হয়, আমার কাছে তা ভীষণ অপছন্দ!’

হয়রত আসমা বললেন-

‘হে নবী নবিনী! আমি আপনাকে একটি জিনিস দেখাতে পারি, যা আমি হাবশায় দেখে এসেছি।’

হয়রত ফাতেমা বললেন-

‘কী দেখে এসেছো?’

তখন হয়রত আসমা একটি খেজুর গাছের তাজা ডাল আনালেন এবং তা বাঁকা করলেন। তখন তা দেখতে একেবারে গম্ভীর মতো খিলানময় হয়ে গেলো। তারপর তিনি তার উপর একটি কাপড় ঢেলে দিলেন। তখন হয়রত ফাতেমা খুশি হয়ে বললেন-

‘দাক্কণ! খুব সুন্দর! এতে পুরুষ থেকে নারীকে আলাদা করে চেনা যাবে।’

তাঁর ওফাতের পর হয়রত আসমা দেখানো পদ্ধায়ই তাঁকে কাফন-দাফন করা হয়।

এই হলো মৃত্যুর বিহানায় অয়েও হয়রত ফাতেমার হিজাব ও পর্দা-চিঞ্চ। এখন বলো তো, জীবদ্ধশায় হিজাব ও পর্দার প্রতি তিনি কতোটা সচেতন ও গুরুত্ব প্রদানকারী ছিলেন?

সুবহানাল্লাহ! কোথায় সেই মুসলিম নারীরা, যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসে বলে দাবি করে! হৃদয়-মন যাদের বিভোর হয়ে আছে জান্নাত-স্পন্দে- এ দাবিও করে! কিন্তু প্রশ্ন হলো- তবুও কেনো তারা যায়- ‘মহিলা সেলুনে’? কেনো সেখানে গিয়ে তারা আরেক মহিলার সাথনে সতর ঝুলে দেয়- সতরের অংশ থেকে চুল ফেলে দেয়ার জন্যে! অর্থ তিরমিয়ী শরীকে এসেছে যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

ما من امرأة تضع ثيابها .. في غير بيت زوجها .. إلا
هتك الستر بينها وبين رها.

'যে নারী শামীর ঘর ব্যক্তিগত অন্য কোথাও সতর বুলবে,
আল্লাহহ এবং তার মধ্যকার পর্দা সে ছিন্ন করে ফেললো।'

বায়হাকী'র বর্ণনা-

شر نسائكم المترجفات المتخلبات ، وهن المنافقات ، لا
يدخلن الجنة منهان إلا مثل الغراب الأعصم .

'তোমাদের মধ্যে সবচে' নিকৃষ্ট নারী হলো বে-পর্দা ও
অহংকারী নারীরা। এরাই মূলাফিক। এদের জালাতে
প্রবেশ বড়ই দুরহ ব্যাপার।'

বরং কোথার সেই নারীরা, যাদের ব্যাপারে আমরা এই আশায় বুক
বেঁধেছিলাম যে, এয়া ইসলামকে সহযোগিতা করবে? ইসলামের জন্যে
নিজেদের জ্ঞান-মাল খরচ করবে? হঠাৎ দেখা গেলো- তারা কেউ গায়ে
চড়িয়েছে নকসিকৃত বোরকা অথবা পরেছে 'হাই হিল' তারপর গিয়েছে
'মার্কেটে' অথবা বিনোদন-'পার্কে'! কিংবা পরেছে 'প্যান্ট' বা 'ট্রাউজার'
আর বলছে- 'আমার ভাইয়েরা ছাড়া এ অবস্থায় আমাকে আর কেউ দেখে
না! অথবা আমি শুধু মহিলাদের মধ্যেই এ-সব পরি!'

সত্যি কথা হলো এসবের কিছুই জায়েষ নেই। যেমনটা বলেছেন উলামায়ে
কেরাম।

কখনো কখনো দেখা যায় নারী নিজে তো অপরাধে লিঙ্গ হয়েছেই, তার
উপর সে আরেকজনকেও অপরাধে লিঙ্গ হতে প্রয়োচিত করছে। নিজেদের
মধ্যে অল্পীল ছবি বিনিময় করছে। সন্দেহজনক ফোন নম্বর বিনিময়
করছে। কিংবা নষ্টামি আর নচারিতে ভরা পত্র-পত্রিকা বিনিময় করছে।
আল্লাহ বলেছেন-

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تُشْبِعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آتَيْنَا لَهُمْ

عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ.

‘যারা মু়মিনদের ভিতরে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে
তাদের জন্যে রয়েছে দুনিয়া ও আবেরাতে মর্মস্তুদ শান্তি।
আক্ষাহ জানেন, তোমরা জানো না।’

হাম বেঢারি!!

নারী যদি খোলামেলা ও পর্দাহীন অবস্থায় চলাফেরা করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ
করে, তবে এ তার জন্যে এক অশ্রু সংকেত। কেননা তা নারীকে ধীরে
ধীরে নষ্ট জীবনের দিকে টেনে নিয়ে যাবে। মানুষের চোখেও সে মূল্যহীন
ও তুচ্ছ হয়ে পড়বে।

আমি একবার কয়েকজন ‘ছাত্রের’ কাছে জানতে চেয়েছিলাম, যারা বিপণি
বিভানগুলোতে কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল ফটকে (ফুটিয়ে সময়) নারীদের
পেছনে পেছনে ঘূরঘূর করে-

‘তোমরা সে সব তরঙ্গীকে কোন দৃষ্টিতে দেখো— যারা তোমাদের ভাকে
সাড়া দেয়?’

তারা সবাই তখন আমাকে জানালো—

‘বিশ্বাস করুন! আমরা মোটেই তাদেরকে ভালো চোখে দেখি না। আমরা
তাদেরকে ‘নষ্ট-প্রকৃতির’ মনে করি। তাকে নিয়ে এবং তার বৃক্ষিকে নিয়ে
আমরা একটু ‘প্রেম-প্রেম খেলা’ করি। তারপর আমাদের ইচ্ছে পূরণ হলে
গেলে কিংবা প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে ওদেরকে ‘পদদলিত করি।’

বরং তাদের মধ্য থেকে একজন আমাকে এও জানালো যে, ‘শায়খ! বিশ্বাস
করুন, যখন আমরা বিপণিকেন্দ্রগুলোতে ঘূরে বেড়াই আর কোনো
সজ্জাবতী সুশীলা পর্দাবশীল নারীকে দেখতে পাই, তখন তাকে নিজের
অজ্ঞাতেই শুরু জানাই। তার নিকটবর্তী হওয়ার সাহসই পাই না। বরং
কেউ এমন সাহস করলে আমরাই তাকে বাধা দিই।’

ভূমি সেই রাতী ক্ষ ১৪৯

ভূমি একটু লক্ষ্য করো সেই সব দেশের প্রতি যেখানে 'আধীনতা' রয়েছে বলে মানুষ ধারণা করে। সেখানে নারীরা এতোটাই খোলামেলা ও আবরণহীন বরং এতোটাই চারিত্বিক ধৰ্ম ও নৈতিক অবক্ষয়ের শিকার যে, তা তনে গীতিমতো ভূমি আঁতকে উঠবে এবং অনুশোচনার আওনে জুলতে পাকবে। সংক্ষিপ্ত একটা পরিসংখ্যান পেশ করছি-

আমেরিকাতে প্রতিদিন এক লক্ষ নয় শ' যুবতী বলাঙ্কারের শিকার হয়। এর মধ্যে একশ'তে বিশজ্ঞ বলাঙ্কারের শিকার হয় নিজেদের জন্মদাতার পক্ষ থেকে।

সেখানে বছরে দশ লক্ষ শিশুকে হত্যা করা হয়- গর্ভপাতের মাধ্যমে অথবা জন্মের সাথে সাথে। আমেরিকাতে একশ'র ভিতরে ষাটটি তালাকই ঝীর পক্ষ থেকে।

বৃটেনে প্রতি সপ্তাহে একশ সপ্তাহ জন যুবতী জারজ সন্তান প্রসব করে। তবে সেখানে অনেক যুবতী এমনও পাবে- যারা তোমার মতো পর্দা ও হিজাবের জীবনকে কামনা করে।

নারীরা যতো খোলামেলা হবে অশ্রীলতার বাজার ততো গরম হবে। বেড়ে যাবে চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই এবং বিভিন্ন রুকমের অপরাধ। শয়তান পৃথিবীতে অশান্তি ও অরাজকতা সৃষ্টির জন্যে এই নারীকেই ব্যবহার করে। সুতরাং যে নারী শয়তানের ফাঁদে পা দেবে, শয়তানের আনুগত্য করবে, প্রবৃত্তির দাসত্বকে মেনে নেবে, 'আধুনিকতা' ও 'ফ্যাশন'-এর আনুগত্য করবে- পোষাকে কিংবা বোরকায়, ঝ-কর্তনে বা তা সরু করায়, গান-বাজনায় বা ছায়াছবি ও নাটক দেখায়, অথবা পত্র-পত্রিকায় এবং এ-সব তার নিকটে তার রব-এর শরীরত পালনের চেয়েও বেশী মূল্যবান হয়ে উঠবে, তাহলে সেই নারীই নাফরমান। রব-এর অবাধ্যাচারিণী। তার জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে জাহানামের আওন।

মুসলিম শরীফের হাদীস। হররত আবু হোরায়রা রা. বলেন-

'আমরা একদিন আল্লাহর রাস্ল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিকটে বসা ছিলাম। তখন আমরা একটি বিকট শব্দ তুলতে পেশাম। আল্লাহর নবী আমাদেরকে জিজাসা করলেন-

'আনো ইহা কী?'

আমরা বললাম-

‘আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ভালো জানেন।’

তিনি বললেন-

‘ইহা একটি পাখর। জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছে সক্ষম শরৎকাল ধরে, এখন তা শিয়ে নিক্ষিণি হয়েছে জাহান্নামের তলদেশে।’

আল্লাহ বলেন-

خَالِدِينَ فِيهَا أَيْدَا لَا يَجِدُونَ وَلَا يَنْصِرُونَ يَوْمَ تُقْبَلُ
وَجْهُهُمْ فِي النَّارِ يَكُوْلُونَ يَا لَيْسَا أَطْعَنَا اللَّهُ وَأَطْعَنَاهُ
رَسُولُهُ.

‘সেখানে তারা ছায়ী হবে এবং তারা কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। যেদিন তাদের মুখ্যমণ্ডল অগ্নিতে উলট-পালট করা হবে সেদিন তারা বলবে- ‘হায়! আমরা যদি আল্লাহকে মানতাম এবং রাসূলকে মানতাম।’

এই হলো সেই নারীর অবস্থা, যে তার রব- এর নাফরমানি করবে এবং নিজের আবেদনাতকে ভূলে যাবে। তার মিজান বা আমলের পাদ্মা হালকা হবে। তার ব্যাপারে পিতা-মাতা কোনো দায়-দায়িত্ব নিতে অশীকার করবে এবং নিজেদেরকে মুক্ত ঘোষণা করবে। কোনো উপকারে আসবে না তাদের স্বীকৃতি ও বাস্তবীয়া। কোনো কাজে লাগবে না তাদের বালা ও চূড়ি এবং ম্যাগাজিন ও পত্রিকা।

জাহান্নামীরা কেমন থাকবে জাহান্নামে? তারা আগনে জ্বলতে থাকবে অনন্ত কাল। আসবে না স্বুম। হবে না মরণ। হাঁটতে হলে হাঁটতে হবে আগনেই। বসতে গেলে বসতে হবে আগনেই। পান করতে হবে জাহান্নামবাসিদের দুর্বিত রস। খেতে হবে জাকুম। বিছানা? সেও আগন। লেপ-তোবক? সেও আগন। পরনের কাপড়-চোপড়? সেও আগন। শুধু আগন আর আগন। আগন ছেয়ে থাকবে তাদের চেহারায়। জাহান্নামীরা থাকবে শেকলপরা। শেকলের মাথা থাকবে ফেরেশতাদের হাতে। যখন তখন

ভূমি সেই রানী ৪ ১৫১

তারা এদেরকে জাহান্নামের আগনে টেনে-হেঁচড়ে ঘুরে বেড়াবে। তখন কী শয়ানক কষ্ট যে হবে! তাদের শরীর থেকে দূষিত রস বা পূজ বা ধাম বের হবে। শোনা যাবে আর্ত চীকার। খোস-পাঁচড়ায় তাদের দেহ থেকে চামড়া খসে খসে পড়বে। থাকবে শধু হাজির। তাদের দেহ থেকে ছড়াবে তীব্র কটু গন্ধ। কেমন সে গন্ধ? যদি কোনো জাহান্নামীকে দুনিয়ায় আসার সুযোগ দেয়া হয়, তাহলে তার শরীর থেকে ছড়ানো কটু গন্ধে দুনিয়ার সব মানুষ মারা যাবে এবং তাদের আকৃতি বিকৃত হয়ে যাবে।

বনী ইস্রাইলের বৃক্ষার গল্প

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এক বেদুইন এলো। নবীজী তাকে সম্মান করলেন। বললেন-

'এসো!'

কাছে এলে নবীজী বললেন-

'চাও, তোমার কী প্রয়োজন।'

গোকুটি তখন বললো-

'সওয়ার হওয়ার জন্যে একটি উট চাই আর আমার পরিবারের দৃধ পানের জন্যে কয়েকটি বকলী চাই।'

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন-

'তোমরা কি বনী ইস্রাইলের বৃক্ষার মতো হতেও অক্ষম?'

সাহাবায়ে কেরাম বললেন-

'হে আল্লাহর রাসূল! বনী ইস্রাইলের বৃক্ষ, সে আবার কী (ঘটনা)?'

নবীজী তখন কাহিনী বলা শুরু করলেন। মূসা আ. যখন মিশর থেকে সওয়ানা হলেন, তখন পথে পথ হারিয়ে ফেললেন। তখন তিনি বলে উঠলেন-

'এ কী? পথ হারিয়ে ফেললাম যে!'

‘ইউসুফ আলাইহিস সালাম মৃত্যুর সময় আমাদের কাছ থেকে এই শর্মে প্রতিশ্রূতি নিয়েছিলেন যে, মিশর থেকে চলে গেলে আমরা যেনেো সাথে করে তাঁর ‘হাজিড’ (অর্থাৎ মৃত্যুর পর তাঁর দেহাবশেষ) নিয়ে যাই।’

তখন মূসা (আ.) বললেন-

‘আমরা কোথায় বুঝে পাবো তাঁর কবর?’

‘তা বলে দিতে পারবে বনী ইসরাইলের এক বৃক্ষ।’

তখন বৃক্ষার কাছে লোক পাঠানো হলো। বৃক্ষ উপস্থিত হলে মূসা আ. বললেন-

‘আমাদেরকে ইউসুফ আ.-এর কবর দেখাও।’

মহিলাটি তখন বললো-

‘দেখাতে পারি, তবে শর্ত আছে।’

‘কী শর্ত?’

‘আমাকে একটি প্রতিশ্রূতি দিতে হবে।’

‘প্রতিশ্রূতি? কিসের প্রতিশ্রূতি?’

‘আমার জান্নাত হবে আপনার সাথে- এ প্রতিশ্রূতি।’

মূসা আ. তাকে এমন প্রতিশ্রূতি দিতে চাইলেন না। কিন্তু আল্লাহ তাঁকে ওহী পাঠিয়ে নির্দেশ দিলেন-

‘তাকে প্রতিশ্রূতি দিয়ে দাও।’

অগভ্য মূসা আ. প্রতিশ্রূতি দিলেন। তখন মহিলাটি আনন্দচিত্তে তাদেরকে নিয়ে একটি জলাশয়ের কাছে পৌছলো। বললো-

‘এখান থেকে পানি সরাও।’

পানি সরানো হলো। তখন বৃক্ষ বললো-

‘এবার খনন করো।’

কথামতো খননকাজ চালানো হলো। অবশেষে বেরিয়ে এলো ইউসুফ আ.-এর হাজিড। হাজিড বের করে আনতেই রাত্তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেলো।’

তুমি সেই রানী ♪ ১৫৩

দেখলে তুমি? কী বিশাল পার্থক্য দুটি চাওয়ার মাঝে? দুধ পানের জন্যে
থকরী আৰ সওয়াৰ হওয়াৰ জন্যে উট চাওয়া এবং জান্নাতে নবীৰ সঙ্গে
থাকতে চাওয়াৰ মাঝেৰ এই যে পার্থক্য, তা কি আসলেই বিশাল নয়?

এ আসলে কিছুই নয়— শধু আকাশ-ছোয়া হিস্ত! নামী যদি চায় জান্নাতে
যেতে এবং নবীৰ সঙ্গে থাকতে— তাহলে এৱ জন্যে শধু প্ৰয়োজন—
আকাশ-ছোয়া হিস্ত!

পুতুলাং ঠিক কৰে বলো তো!

অন্য কারো দিকে না তাকিয়ে বলো!

আমি শধু তোমার কাছেই জানতে চাই!

বলো! কী তোমার আশা-আকাঞ্চা?

কী তোমার স্বপ্ন-অভিজ্ঞা?

কী আছে তোমার চাওয়া-পাওয়াৰ?

কোথায় তুমি যেতে চাও?

কোনু দিগন্তকে তুমি স্পর্শ কৰতে চাও?

তুমি কি 'বড় চিঞ্চা'ৰ বাহক হতে চাও?

এসো তাহলে 'বড় চিঞ্চা'ৰ সাথে পৱিচয় কৱিয়ে দিই!

'বড় চিঞ্চা' কী?

'বড় চিঞ্চা' হলো— তুমি শধু নিজেকে নিয়ে বাঁচবে না, ভাববে না। বাঁচবে
ধীনকে নিয়ে। ভাববে ধীনকে নিয়ে। তোমার ভাবনা হবে না— মোজা ও
তাৰ জুতা। তোমার ভাবনা হবে না— কেশ ও তাৰ বিন্যাস। পার্থিৰ সুখ-
শান্তিৰ আকাশে ডানা মেলে উড়ে বেড়ানো কিংবা কালেৰ স্নোতেৰ সাথে গা
ডাসানো— এও তোমার কাজ নয়। তোমার কাজ হলো— শধু ধীনেৰ
খেদমত। যেমন তুমি যদি দেখতে পাও তোমার কোনো বোন আল্লাহৰ
নাফৰমানিতে লিঙ্গ, তাহলে তাকে উপদেশ দাও। ফিরে আসতে বলো।
নামীদেৱকে তুমি আলোৱ পথে তুলে আনতে নিজেকে উজাড় কৰে দাও।

ইসলাহী বা দাওয়াতী মজলিস কায়েম করে সেখানে নিজের সবটুকু জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও শ্রদ্ধ-সাধনা ঢেলে দাও। তাদের যাকে বিলিয়ে দাও তালো তালো ক্যাসেট। যাকে যেভাবে কাছে টানা দরকার, তাকে সেভাবেই কাছে টানো। তোমার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোকিত করো তাদের মন-মানসকে।

وَمَنْ أَخْسِنُ قَوْلًا مِّنْ دُعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ
إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

কথায় ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কে উভয়, যে আল্লাহর প্রতি
মানুষকে আহ্বান করে এবং বলে ‘আমি তো
আল্লাসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত’।

এই যদি হয় তোমার ‘মিশন’, তাহলে আমি হলফ করে বলতে পান্তি-
যেখানেই থাকো তুমি হে নারী, হে রানী! তুমি বরকতময়! তুমি
সৌভাগ্যবর্তী!

আমরা তোমাকে মনে করি- পুণ্যবর্তী! যারা পরপুরুষের দিকে তাকায় না।
দৃষ্টি নিঙ্গামী করে রাখে। এমনকি যে সকল নারীর দিকে তাকালে কখনো
কখনো প্রলুক্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাদের দিকেও তাকায় না। মনে
যাবে; যারা হারায় দৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকায় অবহেলা করে, নির্জন নারী
সংস্কৰকে কিছু মনে করে না, তাদেরকেই যিনা ও ব্যক্তিচারের ঝুকির মধ্যে
পড়তে হয়। কিংবা নারী-সমকামিতায় আক্রান্ত হতে হয়! আল্লাহ
আমাদেরকে হিফাজত করুন!

وَلَا تُفْرِبُوا الرُّزْئَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سُبِيلًا.

‘অবৈধ যৌন-সংযোগের নিকটবর্তী হয়ো না। ইহা অনীচ
ও নিকৃষ্ট আচরণ।’

বোখারী শরীফে এসেছে-

নবীজী একদল নারী-পুরুষকে উনানের মতো সংকীর্ণ একটি স্থানে দেখতে
পেলেন। যার নীচের অংশ প্রশস্ত এবং উপরের অংশ সংকীর্ণ। তারা
সেখানে আর্ত-চীৎকার করছিলো। হঠাৎ হঠাৎ তাদের নীচ থেকে দাউ দাউ
আগুন বেরিয়ে আসছিলো। সে আগুনের গরমে তাদের আর্ত-চীৎকার

তুমি সেই রানী ঠ ১৫৫

আরো বেড়ে যাচ্ছিলো ।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

‘তখন আমি বললাম— ভাই জিবৰীল! এরা কারা?’

তিনি বললেন—

‘এরা ব্যক্তিচারী ও ব্যক্তিচারিণী! এ-ই এদের শান্তি । এ শান্তি কেয়ামত
পর্যন্ত চলতে পাকবে ।’

আখেরাতের শান্তি বড়ো কঠিন শান্তি । আল্লাহর কাছে পানাহ চাই! যে
ব্যক্তি আল্লাহর জন্যে দুনিয়াতে কোনো কিছু তরক করে, আল্লাহ পরকালে
তার বিনিষ্পত্তি দান করেন ।

একটি কাহিনী শোনো!

আল্লামা দিমাশকী ‘مطالع البدر’ (পূর্ণিমার চাঁদের উদয়স্থল) কিতাবে উল্লেখ
করেছেন— তৎকালীন কায়রোর আমির সুজাউদ্দীনের কথা । তিনি বলেন—

‘আমি মালভূমিতে এক লোকের কাছে বসা ছিলাম । তখন তার বয়স বেশ
হয়ে গেছে । গায়ের রঙ তামাটো বর্ণের । ঠিক সেই মৃহূর্তে কয়েকটি ছেলে
সেখানে এসে উপস্থিত হলো । সুন্দর ফকফকে সাদা— ওদের গায়ের রঙ ।
আমি তার কাছে জানতে চাইলাম—

‘এরা এমন ‘দুখ-চেহারা’ পেলো কেমন করে?’

তখন জবাবে তিনি জানালেন—

‘ওদের যা আসলে ইংরেজ । তার সাথে আমার জীবন এক ঘাটে এসে
মিশে যাওয়ার একটা (প্রেম) কাহিনী আছে ।’

আমি কোতৃহলী হয়ে উঠলাম । গল্পটা জানতে চাইলাম । তিনি তরুণ করলেন
তাঁর গল্প বলা— এভাবে:

‘আমি সিরিয়া গিয়েছিলাম একেবারে টগবগে যৌবনে । তখন সিরিয়ায়
চলছিলো ফিরিস্তদের দখলদারিত্ব । সেখানে গিয়ে আমি ভাড়ায় একটা
দোকান খুলে বসলাম । আমার ব্যবসা ছিলো কাতান বস্ত্রের ।

তুমি সেই রানী ✦ ১৫৬

একদিন আমি দোকানে বসে আছি। এমন সময় ভিতরে প্রবেশ করলেম এক ইংরেজ মহিলা। তিনি ছিলেন এক নেতৃত্বানীয় ক্রসেডার-পত্নী। আমি তার রূপ-লাবণ্য দেখে বিমোহিত হয়ে গেলাম। তাই তার কাছে যা বিক্রি করলাম, অনেক কমদামে বিক্রি করলাম। তিনি চলে গেলেন। কয়েক দিন পর আবার এলেন। আবারও আমি তাকে ভীষণ খাতির করলাম। এরপর থেকে তিনি আমার দোকানে নিয়মিতই যাতায়াত করতে লাগলেন। আমি দিলখুলে তাকে গ্রহণ করতাম। অন্যদের তুলনায় অনেক কমদামে তার কাছে পণ্য বিক্রি করতাম। এভাবে সামনে চলতে চলতে আবিক্ষার করলাম যে, আমি তাকে ভালোবেসে ফেলেছি। আমার এ ভালোবাসার যথন প্রাদৰ্শন সৃষ্টি হলো, নিয়ন্ত্রণের বাধ তখন ভেসে গেলো। আমি আর নীরব থাকতে পারলাম না। অনুভব করলাম— আমার ভিতরে যেনো একটা বৃক্ষ জন্ম নিয়েছে। কঢ়ি কঢ়ি সবুজ পাতায় তা ছেঁয়ে গেছে। সেখানে ফোট-ফোট কলিরা চোখ মেলার অপেক্ষা করছে। আমাকে নিয়ে আমার ভিতরে কিসের যেনো একটা আয়োজন চলছে। এ-ই কি ভালোবাসার পেলৰ অনুভূতি? বুক ধূকধূক-করানো কাতরতা?

যাই হোক, 'মেম' সাহেবার সঙ্গে আসতো এক বৃক্ষ। একদির তার কানেই বলে ফেললাম কথাটা—

'আমি 'মেম' সাহেবাকে ভালোবেসে ফেলেছি! সামনে বাড়তে চাই! তুমি পথ বলে দাও! দেবে?'!

তখন বুড়িটি চোখ উল্টে আমার দিকে তাকালো আর বললো—

'ইনি তো এক সেনাপতির বিবি! তিনি সব জানতে পারলে গুরু তোমাকে নয়— আমাদেরকেও আস্ত রাখবেন না!!!'

কিন্তু আমি হাল ছাড়লাম না। বুড়িকে সহযোগিতা করার জন্যে রাজি করাতে আপ্রাণ চেষ্টা ব্যয় করে থেকে লাগলাম। এক সময় বুড়ি কোকলা মুখে হাসলো। আমার কাছে পঞ্চাশটি শর্ণমুদ্রা দাবি করলো। কথা দিলো— বিনিময়ে সে 'মেম' সাহেবাকে নিয়ে আমার গৃহে হাজির হবে। আমি অনেক কষ্টে বিশটি শর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করলাম এবং বুড়িটির হাতে উজে দিলাম।

প্রথম রাত্রি

যে রাত্রিতে তার 'আগমন' হওয়ার কথা আমার গৃহে, সে রাত্রি শুরু হচ্ছেই আমি অধীর ও অস্থির অপেক্ষায় প্রহর গুণতে লাগলাম। অবশ্যেই আমার অপেক্ষার পালা শেষ হলো। অধীরতা ও অস্থিরতাও কমলো। 'মেম' সাহেব এলেন। কুশল বিনিময়ের পর আমরা একসঙ্গে বসে খাওয়া দাওয়া করলাম।

রাত্রি বেশ কিছুটা অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর আমার মনে বিবেকের দোল অনুভব করলাম। বিবেক যেনো আমায় বলছে-

'তৃষ্ণি কি আল্লাহকে ভয় পাও না? এক পরনারীর সামনে এমন নির্জন্জনভাবে বসে থাকতে তোমার কি একটু বাধছেও না? আল্লাহর সামনে বসে আল্লাহর নাফরমানি করছো? এক খৃষ্টান নারীর প্রেমে পড়ে?'

বিবেকের চোখ-রাঙ্গানিতে আমার 'প্রেম-তরীটা' বায়ুহীন হয়ে পড়লো। 'মেম' সাহেবের ঘাটে ডিঙানো আর সম্ভব হলো না। আকাশের দিকে তাকালাম। তখন চোখটা একটু একটু ডিজা। মনটা একটু একটু নরম। মনে হলো- আল্লাহ যেনো আকাশ থেকে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। আমি আকাশের দিকে চোখ তুলে বললাম- 'মালিক আমার! আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি- এই খৃষ্টান নারীর সাথে আমি কোনো অসংলগ্ন আচরণ করবো না! কেননা আমি তোমাকে লজ্জা পাই! আমি তোমার শান্তি কে স্তর করিবি!'

এরপর আমি তার কাছ থেকে দূরে সরে গেলাম। অন্য কামরায় চলে গেলাম।

'মেম' আমার এ আচরণ ও ভাবান্তর দেখে বিস্মিত হলেন। আমার দিকে কুকু দৃষ্টি নিক্ষেপ করে হনহন করে বেরিয়ে গেলেন!

সকালে যথারীতি আমি দোকানে গেলাম। বেলা কিছুটা গড়িয়ে যেতেই দেখলাম- 'মেম' আমার সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছেন। চেহারার প্রচণ্ড ক্ষেত্র ও অসম্ভব। ওর কাপের কথা না বলে পারছি না! যেনো চাঁদ! ওকে দেখে নতুন করে আবার আমি ভালোবাসা-প্রাবিত হলাম। ভালোবাসার সেই বৃক্ষটা আবার আমার হনয়ে ডালাপালা বিস্তার করলো। ছায়া দিয়ে আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। আমি আবার কাবু হয়ে গেলাম! মনকে

তুমি সেই মানী ৪ ১৫৮

বললাম বরং শয়তান আমাকে দিয়ে বলালো-

'কে তুমি? এতো সাধু হয়ে গেলে যে! এ চন্দ্রমুখীর চন্দ্র-সৌন্দর্য এড়িয়ে
যাওয়ার মানে কি? তুমি কি খীঁকা আবু বকর? উমর? নাকি বনে গেছে
মহা সাধক জুনাইদ বাগদাদী? কিংবা মহা তাপস হাসান বসরী?!'

তার জন্যে আমার মনটা ভীষণ তোলপাড় করতে লাগলো। ও যখন
আমাকে অতিক্রম করে চলে গেলো, আমি ছুটে গিয়ে সেই বুড়িতে
ধরলাম। আবার অনুরোধ করলাম-

'রাত্রিতে আবার একটু নিয়ে এসো তাকে- আমার কাছে, আমার বাড়িতে!'

সে ঠোট উল্টে বললো-

'তাকে আবার পেতে হলে একশ' দীনার উনতে হবে!'

আমি বললাম-

'উনতে হলে উনবো, তবুও তাকে আনবো!'

আমি আবার দীনার সঞ্চাহে দেগে গেলাম এবং সফল হলাম। তাকে
দিয়েও দিলাম।

বিতীয় রাত্রি

এলো রাত্রি। দ্বিতীয় রাত্রি। চললো অপেক্ষা। তার আগমনে ভাঙলোও
অপেক্ষা। তাকিয়ে দেখলাম- সত্যিই যেনে আমার বাড়িতে চাঁদ নেমে
এসেছে! চাঁদের বুকে তো আছে একটা কালিমা, ওর চেহারায় শুধু আছে
ক্লপ-ঘরানো লালিমা! কিন্তু তার পাশে এসে বসতেই আল্লাহর ভয় এসে
আবার আমার ঘৃমন্ত বিবেককে জাগিয়ে দিলো। বিবেক চোখ লাল করে
আমার দিকে তাকালো। বললো-

'ছি! এমন দৃশ্যাহস কী করে হলো তোমার? এক খৃষ্টান কাফের লজনার
জন্যে বিলিয়ে দেবে নিজের ধীন-ঙীমান?!

আমি ভয় পেয়ে গেলাম। আগের মতো তাকে রেখে অন্য কামরার
'পালিয়ে' গেলাম!

তুমি সেই রামী ও ১৫৯

সকালে দোকানে পেলাম। হৃদয় জুড়ে বিরাজ করছিলো তখু 'মেম'-চিত্ত।
বেলা গড়াতেই তার দেখা পেলাম। আমার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছেন আপোর
মতোই শুক্র ভঙ্গিতে। তাকে দেখা মাত্রই সেদিনের মতো আজো প্রবৃত্তির
কাছে পরাজিত হলাম। তাকে রাত্রিতে পেয়েও হারানোর বেদনায় আক্ষেপ
করতে লাগলাম। নিজেকে তিরস্কার করতে লাগলাম। আক্ষেপে আক্ষেপে
কেটে গেলো কিছু বেলা। বেশীক্ষণ সইতে পারলাম না জেগে উঠা প্রেমের
দহন-জ্বালা। শূরণাপন্ন হলাম আবার বুড়ির। কিন্তু বুড়িটি এবার জীবন
চটা। বললো—

'তাকে উপভোগ করতে পারবে না পাঁচশত স্বর্ণমুদ্রার খলে ছাড়া!'

পাঁচশত স্বর্ণমুদ্রার খলে!! আমি যে একেবারে ফতুর হয়ে যাবো! তবুও
বললাম—

'তাই হবে। তাই দেবো! তবুও তুমি আয়োজন করো!'

আমি দোকানটা বিক্রি করে দিয়ে পাঁচ হাজার স্বর্ণমুদ্রা তার জন্যে আলাদা
করে রাখলাম!

ঠিক তখনই আমার কানে একটা ঘোষণা এলো। এক খৃষ্টান ঘোষক
বলছিলো—

'হে মুসলিম সম্প্রদায়! তোমাদের সাথে আমাদের চুভির মেয়াদ শেষ।
এখানকার মুসলিম ব্যবসায়ীদেরকে আমরা এক সন্তানের ভিতরে চলে
যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করছি।'

ঝড়ের উপর ঝড়!

প্রেমের ঝড়েই যখন হলাম প্রায় ফতুর,

এখন কেনো তবে এ নতুন ঝড়?

ঝড়ের ভিতরে বেড়ে উঠা মানুষ আমি।

তাই ঝড়কে 'শাগত' জানালাম।

নিজের করণীয় ঠিক করে ফেললাম।

নিজেকে প্রবোধ দিলাম।

তুমি সেই রানী ফ় ১৬০

বদিও সিরিয়াকে 'বিদাই' বলতে হলো- অনেক কষ্টে!

হৃদয়ে তখন বইছিলো বিরহের প্রচণ্ড ঘাড়!

জানি না, এ ঘাড় ধামবে কবে!

জানি না, এর শেষ কোথায়!

দেশে ফিরে আমি বাঁদীর ব্যবসা শুরু করলাম। এর ভিত্তি দিয়ে 'মেম'কে
ভূলে থাকার চেষ্টা করলাম। এভাবে কেটে গেলো তিনটি বছর। তারপর
সংবিটিত হলো হিতিন যুক্ত।' মুসলমানরা ফিরে পেলো উপকূলীয়
শহরগুলো। বিজয়ী বাদশাহুর জন্যে বাঁদী তলব করা হলো- আমার কাছে।
একশত দীনারের বিনিময়ে আমি এক অপরূপা বাঁদীকে তাঁর হাতে ভূলে
দিলাম। আমাকে নবাই দীনার পরিশোধ করা হলো। দশ দীনার বাকী
রাখা হলো। বাদশাহ আমাকে দেখিয়ে বললেন-

'একে নিয়ে চলো আমাদের সাথে। ষেখানে আমরা ঝুঁটান মহিলাদেরকে
বন্দি করে রেখেছি, সেখানে। ও ইচ্ছেমত সেখান থেকে একটি ঝুঁটান বাঁদী
বেছে নিতে পারবে- বাকী দশ দীনারের পরিবর্তে।'

পুরুষার ও বিনিময়!!

আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো সেই গৃহে। চুক্তেই দেখলাম- হায়! এ যে
আমার হারানো 'মেম'!! তিনি বন্দিনী। তিনি আমাকে চিনলেন না। কিন্তু
আমি তাকে চিনলাম। আমি দশ দীনারের বিনিময়ে তাকেই বেছে নিলাম।
তার পূর্ণ মালিক হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম-

'আমাকে চেনেন?'

'না।'

১. ইসলামের বীর সেনাপতি, কুসেভারদের তির আড়ত গাজী সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর মেড়েন্টে এ মুক্ত
সংবিটিত হয়েছিলো। এ মুক্তেই কুসেভারদের মেরুদণ্ড তেজে পড়ে। এর ফিল্দিন পরই হস্তত আইয়ুবীর
হাতে ইসলামের প্রথম কেবলা বাইতুল মুকাবাস মুক্ত হয়। কুসেভাররা পরাজয়ের প্রাণি ও মুসলিম
শীরদের কঙ্কণা নিয়ে নিজেদের দেশে কিরণে থাম। এখন সেই আর যেই। এখন আল-আকসা অবরুদ্ধ।
বেদবল। এ অবরুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো কি আমরা? নেই যে এখন কোনো আইয়ুবী।

তুমি সেই রানী ফ ১৬১

‘ধার্ম আপনার সেই কাতান ব্যবসায়ী! যার কাছ থেকে আপনি দুইবারে ‘দেড়শ’ দীনার নিয়েছিলেন। তৃতীয়বার বলেছিলেন, আমাকে পেতে হলে পাচশত দীনার দিতে হবে! এই যে, আজ আমি মাত্র দশ দীনারে আপনার প্রাপ্তিক হয়ে গেলাম!!’

আমার কথা যখন শেষ হলো, তখন দেখলাম, তার দৃষ্টি আপসা। ঠোট কাপা কাপা। একটু পরই বুঝলাম— কেনো এই ছলছলানি! তিনি উচ্চকঠো ননে উঠলেন— আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাহ্বাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ!

এ্যা, আমার ‘মেম’ মুসলমান হয়ে গেলেন। অনে-প্রাণে। এরপরই আমাদের মাঝে শাসী হয়ে গেলো!

কিছুদিন যেতেই তার মা একটি ছোট্ট বাজ্র পাঠালেন। তাতে দু'টি খলে পাওয়া গেলো। একটিতে পঙ্কশ দীনার আর অপরটিতে একশত দীনার। কুদরতের কারিশমায় আমি মনে মনে হাসলাম। বুঝলাম, সব হয়েছে তাবই ইশারায়। সবই ফেরত পেয়েছি তাঁর কারিশমায়। মজার বাপার হলো— যে জামাটি পরে সে আমার মন লুটে নিয়েছিলো, সেই জামাটিও ছিলো এই ছোট্ট বাজ্রে।

ঠাঁ ভাই! তোমাকে আমি অনেক লঘা কাহিনী শুনিয়ে ফেললাম। এই যে দেখতে পাচ্ছো আমার আশপাশে এই ছেলেদেরকে, এরা সবাই ‘মেম’ সাহেবার সন্তান!

আসলে বান্দা যদি আল্লাহর জন্যে কোনো কিছু তরক করে, তাহলে আল্লাহ অবশ্যই তাকে বদলা দেন। বিনিময় দান করেন। আল্লাহর তরে আমি ‘মেম’ সাহেবাকে গভীর ভালোবেসেও কল্যাণিত হই নি, তাই আল্লাহ আমাকে বদলা দিয়েছেন। বান্দা অন্মায়াসে নিজেকে আড়াল করে রাখতে পারে আরেকজন বান্দার কাছ থেকে। কিন্তু আল্লাহর কাছ থেকে কেউ নিজেকে আড়াল করে রাখতে পারে না। লুকিয়ে রাখতে পারে না। সে যখন যেখানেই যাক এবং যে অবস্থাতেই থাকুক, তা আল্লাহর কাছে একটুও অবিদিত থাকে না!

সলিল সমাধির মহিমা।

সতী-সাধী নারীর সম্ম খোয়ানো যায় না। তার সম্মান নষ্ট করা যায় না।
সতীত্ব ও সম্ম রক্ষার প্রশ্নে প্রয়োজনে সে জীবন দিতেও কৃষ্ণত হয় না।

আনন্দী তার বিখ্যাত গ্রন্থ—*عِدَالَةُ النِّسَاءِ* (আকাশের ইনসাফ)-এ উচ্চে
করেছেন:

চল্লিশ বছর পূর্বে বাগদাদে এক কশাই ছিলো। ফজরের আগেই ত
দোকানে চলে যেতো। ছাগল জবাই করতো। এরপর রাত থাকতো
থাকতেই সে ফিরে আসতো বাড়িতে। সূর্যোদয়ের পর দোকান শুল্ক
বসতো— গোশত বিক্রির জন্যে।

একদিন সে ছাগল জবাই করে বাড়ি ফিরছিলো। তখনো রাতের অঁধা
কাটে নি। আজ অনেক রক্ত লেগেছে তার জামা কাপড়ে। পথিমধ্যে
এক গলির ভিতর থেকে একটা কাতর গোঁফি শুনতে পেলো। দ্রুত
এগিয়ে গেলো সে গোঁফিটা লক্ষ্য করে। হঠাৎ সে একটা দেহের সাথে
ধাক্কা বেয়ে পড়ে গেলো। একটা যথমী লোক পড়ে আছে মাটিতে। যথম
গুরুতর। বাঁচাতে হলে দ্রুত চিকিৎসার প্রয়োজন। এখনো দরদর করে রক্ত
বেক্ষণে। দুরিকাঘাত। ছুরিটা এখনো দেহে গেথে আছে। দ্রুত সে ছুরিটা
ঝটকা-টানে বের করে ফেললো। তারপর লোকটিকে কাঁধে তুলে নিলো।
কিন্তু লোকটি পথেই এবং তার কাঁধেই মারা গেলো।

এরপরের ঘটনা হলো— লোকজন জড়ো হলো। কশাইয়ের হাতে জুরি।
সদ্য মৃত লোকটির গায়ে তাজা রক্ত। এ সব দেখে লোকজনের হিঁর ধারণা
হলো যে, সে-ই বাতক। অগত্যা তাকে হস্তানক হিসাবে অভিযুক্ত হতে
হলো এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হলো। যখন তাকে ‘কিসাস’-এর
জায়গায় আনা হলো এবং মৃত্যু ধরন প্রাপ্ত অবধারিত, তখন সে সমবেত
জনতার উদ্দেশ্যে বলে উঠলো—

‘হে উপস্থিত জনতা! আমি এই লোকটিকে মোটেই হত্যা করি নি। তবে
আজ থেকে বিশ বছর আগে আমি অপর একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত
করেছিলাম। আজ যদি আমার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়, তাহলে এই
পরিবর্তে মোটেই নয়, বরং ওর পরিবর্তে।’

অতঙ্গের সে বিশ বছর আগের হত্যার ঘটনাটি বলা করলো এভাবে—

‘আজ থেকে বিশ বছর আগে আমি ছিলাম এক টগবগে যুবক। নৌকা চালাতাম। লোকজনকে পারাপার করতাম। একদিন এক ধনবতী যুবতী তার মাকে নিয়ে আমার নৌকায় পার হলো। পরদিন আবার তাদেরকে পার করলাম। এভাবে প্রতিদিনই আমি তাদেরকে আমার নৌকায় পার করতাম। এ পারাপারের সুবাদে যুবতীটির সাথে আমার আন্তরিকতা ও ভালোবাসা গড়ে উঠলো। ধীরে ধীরে আমরা একে অপরকে গভীরভাবে ভালোবেসে ফেললাম। এক সময় আমি তার পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে গেলাম। কিন্তু আমার মতো দরিদ্র এক মাঝির কাছে মেয়ে দিতে তিনি অশ্বিকার করলেন।’

এরপর আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। সেও এদিকে আর আসতো না। তার মাও আসতো না। সম্ভবত মেয়েটির বাবা নিষেধ করে দিয়েছিলো। আমি অনেক চেষ্টা করেও তাকে ভুলতে পারলাম না। এভাবে কেটে গেলো দুই থেকে তিন বছর। একদিন আমি নৌকা নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম-আরোহীর। এমন সময় এক মহিলা ছোট একটি মেয়েকে নিয়ে ঘাটে উপস্থিত হলো এবং আমাকে নদী পার করে দিতে অনুরোধ করলো। আমি তাকে নিয়ে রওয়ানা দিলাম। মাঝ নদীতে এসে তাকালাম তার চেহারার দিকে। চিনতে দেরী হলো না। আমার সেই ‘প্রেয়সী’। এর পিতা আমাদের মাঝে বিচ্ছেদের পর্দা টেনে না দিলে এ আজ আমার স্তু থাকতো। আমি তাকে দেখে খুশি হলাম। বিস্তু মধুময় স্মৃতির ডালি একে একে তার সাথে মেলে ধরতে লাগলাম। সে প্রতি উত্তর করছিলো খুব সতর্কতার সাথে এবং বিনয়ের সাথে। একটু পর সে জানালো- সে বিবাহিতা এবং সঙ্গের শিশুটি তারই সন্তান।

আমার মন বড়ো অস্ত্রিত হয়ে গেলো। আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলাম না। একটা অশুভ ইচ্ছা আমাকে তাড়া করলো। আমি তাড়িতও হলাম। এক পর্যায়ে ঘৌন-পিপাসা নিবৃত্ত করার জন্যে আমি তার উপর চাপাচাপি শুরু করলাম। সে আমাকে মিনতি করে বললো-

‘আল্লাহকে ত্যাগ করো! আমার সর্বনাশ করো না!’

তুমি সেই রানী ও ১৬৪

আমি আনলাম না । আমি ফিরলাম না । তখন অসহায় নারীটি শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে আমাকে প্রতিরোধের চেষ্টা করতে লাগলো । তার শিশি কন্যাটি টীকার করতে লাগলো ।

আমি তখন তার শিশি কন্যাটিকে শক্ত হাতে ধরে বললাম-

'তুমি আমার আহ্বানে সাড়া না দিলে তোমার সন্তানকে আমি পানিতে ডুবিয়ে মারবো !'

তখন সে ঝুকরে কেন্দে উঠলো । হাত জোড় করে মিস্তি জ্ঞানাতে লাগলো । কিন্তু আমি এমনই অমানুষে পরিণত হলাম যে, নারীর অঙ্গ ও কান্না কিছুই আমার কাছে আমার প্রত্যঙ্গকে চরিতার্থ করার চেয়ে 'মূল্যবান' মনে হলো না । আমি নিষ্ঠুরভাবে শিশুকন্যাটির মাথা পানিতে চেপে ধরলাম । মরার উপক্রম হতেই আবার বের করে আনলাম । বললাম-

'জলদি রাজি হও ! নইলে একটু পরই এর লাশ দেখবে !'

কিন্তু যুগপৎ সন্তানের মায়ায় এবং সঙ্গীত্বের ভালোবাসায় অঙ্গ ও বিলাপের অঙ্গ বারবার সে ব্যবহার করতে লাগলো, যা আমার কাছে ছিলো অর্থহীন, মূল্যহীন । আমি আবার চেপে ধরলাম মাথাটাকে পানিতে । শিশুটি হাত-পা নাড়ছিলো । জীবনের বেলাভূমিতে আরো অনে-ক দিন হাঁটার ঘণ্টে দ্রুত হাত-পা ছুঁড়ছিলো । কিন্তু ওর জন্ম ছিলো না- কেমন হিংসের হাতে পড়েছে ও । এবার আমি আর তার মাথাটা তুলে আনলাম না । ফল যা হবার তাই হলো । কিছুক্ষণের মধ্যেই শিশুটি নিখর নিষ্ক্রিয় হয়ে গেলো । আমি এবার তাকালাম তার দিকে । কিন্তু মেয়ের কর্মণ মৃত্যুও তাকে নরম করতে পারলো না । সে তার সিঙ্কাস্তে অনড়, অবিচল । ওর দৃষ্টি যেনো বলছিলো-

'সন্তান গিয়েছে, প্রয়োজনে আমিও যাবো ! জা- দেবো ! তবু মান দেবো না !!'

কিন্তু আমার মানুষ-সন্তা হারিয়ে গিয়েছিলো । বিবেক-সন্তা পুরিয়েছিলো- গভীর সুষ্ঠির কোলে । আমার মাঝে রাজত্ব করছিলো তথু আমার পত-সন্তা । আমি নেকড়ের মতো তার দিকে এগিয়ে গেলাম । চুলকে মুষ্টিবন্ধ করলাম । তারপর তাকেও পানিতে চেপে ধরলাম । বললাম- 'ভেবে দেখো জলদি ! জীবনের মায়া যদি করো তবে আবার ভাবো !'

তুমি সেই রানী ক ১৬৫

সে ঘৃণাভরে 'না' বলে দিলো। আমিও তাকে চেপে ধরে রাখলাম। এক সময় আমার হাত ঝুঞ্চ হয়ে এলো। সাথে সাথে ওর দেহটাও নিধর হয়ে গেলো! আমি ওকে পানিতে ফেলে দিয়ে ফিরে এলাম!

আমার অপরাধের ব্ববর আঘাহ ছাড়া আর কেউ জানলো না। মহান সেই সত্তা, যিনি বাস্তাকে সুযোগ দেন কিন্তু ছুঁড়ে ফেলে দেন না। '

এই কর্তৃণ কাহিনী ওলে উপস্থিত সবার দৃষ্টি আপসা হয়ে এলো। এরপর তার শিরোজ্বেদ করা হলো।

وَلَا تُحْسِنَ اللَّهُ عَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الطَّالِمُونَ

'তুমি কখনো ভাববে না যে, জালিয়রা যা করে, আঘাহ
মে সম্পর্কে গাফিল।'

দেখলে, সতীত্ব ও সম্মত রক্ষায় সঙ্গী-সাখী নারীরা কতো আপোষহীন? নিজের মেয়েটা নিজের চোখের সামনে জীবন দিলো। তবুও সে আপোষ করলো না। নিজের জীবন বিলিয়ে দিলো। তবুও নিজের মান সে বিলিয়ে দিলো না। তার সতীত্ব ও সম্মতের গায়ে একটা কঁটাও ফুটতে দিলো না।

এমনই হয় বোন, সতী নারীরা এমনই হয়! কিন্তু তুমি কি পেলে- এ কাহিনী থেকে কোনো শিক্ষা ও চেতনা?

ধন্য তুমি হে ফেরিওয়ালা!

ইবনুল জাওয়ী তার ঘূরণে নামক কিডাবে উল্লেখ করেছেন:

এক দরিদ্র যুবক রাস্তায় ফেরি করে করে জিনিসপত্র বিক্রি করতো। একদিন সে এক বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় এক মহিলা উঁকি দিলো। কী আছে তার কাছে- জানতে চাইলো। সে জানালো কী কী আছে তার ছোট খাজানায়। মহিলাটি তাকে ভিতরে গিয়ে জিনিস দেখাতে বললো। সে ভিতরে ঢুকতেই মহিলাটি দরোজা আটকে দিলো। তার সাথে ব্যভিচারে লিখ হওয়ার কৃ-প্রস্তাব দিলো। ফেরিওয়ালাটি পরিচ্ছিতির আকস্মিকভায় একেবারে থ হয়ে গেলো। কিন্তু হাল ছাড়লো না। বললো-
'অসম্ভব! আমি তেমন শোক নই!'

মহিলাটি ও চোখ লাল করে বললো-

তুমি সেই রানী পুঁ ১৬৬

‘তুমি রাজি না হলে আমি চীৎকার দেবো! লোক জড়ো করে বলবো, তুমি আমার উপর চড়াও হয়েছো! তখন মৃত্যু ছাড়া তোমার আর কোনো পথ থাকবে না!’

লোকটি বললো-

‘আস্তাহকে ভয় করো!’

কিন্তু মহিলাটি আস্তাহকে ভয় করলো না! তার দাবী থেকে সরে এলো না। লোকটি পেরেশান হয়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগলো। একটু পর বললো-

‘আমাকে একটু শৌচাগারে থেতে দেবে?’

এবার মহিলাটি না বলতে পারলো না। লোকটি শৌচাগারে চুকেই নীচের ট্যাংক থেকে পায়খানা নিয়ে নিয়ে দেহে ও কাপড়-চোপড়ে ‘মেখে’ বের হয়ে এলো! এ কদাকার অবস্থা দেখেই খৃণায় মহিলার সারা দেহ রি রি করে উঠলো। সে চীৎকার করে উঠলো এবং তাকে ঘর থেকে বের করে দিলো।

লোকটি তখন তার পসরা ফেলেই দৌড়ে বেরিয়ে গেলো। পথে শিশুরা তাকে এমন অবস্থায় এমন করে দৌড়াতে দেখে হল্লা করে বলতে লাগলো-

‘ঐ দেখ, একটা পাগল যাইঁ!’

‘পাগল’ বাড়িতে এসে সবকিছু খুয়ে-মুছে ‘ভালো’ হয়ে গেলো। কিন্তু এ কী! তার সারা শরীর জুড়ে যে মেশক-আবরের সুয্যান!!

ইতিহাস বলে; সব সময় লোকটির পা থেকে এই সুগঞ্জি বের হতো।

হায়! কোথায় হারিয়ে গেলো আমাদের সোনালী সেই দিনগুলো! এখন তো এক নারী এক ‘টেলিফোন সংলাপেই’ বিকিয়ে দেয় নিজের সতীত্ব ও সম্মতি!

হায় মোর অভাগা জাতি!!

দুনিয়ার যিথ্যা স্বাদে কেনো হারাচ্ছে তুমি-

আবেরাতের সুখ-প্রাপ্তি?

এতো অবলা তুমি?
এতো অদ্বিদশী তুমি?
এতো অসাধান তুমি?
এতো বোকা তুমি!
বোকা হয়েও নিজেকে ভাবো এতো চালাক তুমি?
পাপের গভৱালিকা প্রবাহে ভাসতে ভাসতেও নিজেকে সংকৃতিবান ও
শিক্ষিত ভাবো তুমি?
কবে হবে তোমার সুমতি?!

তাওবার অঞ্চলে হাসে শখন নারী।

ইবনে কুদামাহ তার بِرَبِّ الْأَنْوَارِ নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন:-
একদল দুষ্টলোক এক সুন্দরী মহিলাকে রবী ইবনে খায়সাম -এর পেছনে
লেলিয়ে দিলো । বলে দিলো-
'যদি তুম রবী ইবনে খায়সামকে তোমার রূপ-যাদুতে মুগ্ধ করে স্বল্পিত
করতে পারো, তাহলে এক হাজার দিরহাম ইনাম পাবে।'
মহিলাটি তখন সুন্দর ও দাহী কাপড় পরে এবং উন্নতমানের সুগঞ্জি বাবহার
করে তার সামনে গিয়ে হাজির হলো । তখন রবী ইবনে খায়সাম মসজিদ
থেকে বের হয়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন । এই উৎ বেশে মহিলাটিকে দেখে
তিনি বেশ ত্য পেয়ে গেলেন । বললেন-

'আজ্ঞা বলো তো, কী অবস্থা হবে তোমার- এখন যদি তুমি এমন ঝুনে
আক্রমণ হও, যা তোমার দেহের সব রূপ-রস-গঞ্জ কেড়ে নিয়ে যাবে?
অথবা এমন যদি হয় 'মালাকুল মাওত' বা মৃত্যুর ফেরেশতা এসে তোমার
হৃদপিণ্ডের ধমনীকে বক করে দেয়? কিংবা ধরো যদি 'মর্মাকির-নর্মান'-
তোমার সাথে এখন 'মন্দ ব্যবহার' করে?'
তখন যুবতীটি চীৎকালি করে কেন্দে উঠলো এবং তাঁর সামনে থেকে দ্রুত
চলে গেলো । তারপর সম্পূর্ণভাবেই বদলে গেলো । তার জীবনের দশা

তৃষ্ণি সেই রাতী ছ ১৬৮

ইবাদতে ইবাদতেই কাটতো তার বেলী বেলো । একেবাবে মৃত্যু পর্যন্ত ।
আজলী তার ইতিহাস শহে লিখেছেন-

‘এক নপৰতী মহিলা বাস কৰতো যুক্তায় । তার স্বামী-সৎসার হিন্দু
একদিন সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে স্বামীকে বললো-

‘বলো তো, এ চেহারা দেখে কে না আসক্ত হবে?’

স্বামী বললো-

‘চিকই বলেছো!’

স্ত্রী বললো-

‘কে আসক্ত হতে পারে?’

স্বামী বললো-

‘সবাই! এমনকি উবায়দ ইবনে উমায়েরও! সারাক্ষণ যিনি কাঁধ
আঙ্গিনায় ইবাদতে মশগুল থাকেন ।’

স্ত্রী এবার বললো-

‘আজহা, আমি যদি সত্যি সত্যি তাকে আকৃষ্ট কৰতে আমার চেহারা ভাল
মেলে ধরি, তুমি কি অনুমতি দেবে?’

স্বামী বললো-

‘হ্যাঁ পারলে করো!’

মহিলাটি তখন মাসআলা জিঞ্জাসা করার ছুতোয় মসজিদুল হারামের
কোণে তার সাথে দেখা কৰলো । সুযোগ বুঝে ইঠাই নিজের চেহারা জ
সামনে ‘কোকাস’ কৰলো । এক ফালি ঢাঁদের ন্যায়! তখন তিনি তার
বললেন-

‘হে আল্লাহর বান্দী! তোমার চেহারা আবৃত করো! আল্লাহকে ভয় করো!!’

তখন মহিলাটি উন্নত দিলো-

‘আমি আপনার সৌন্দর্যে বিমুক্ত! আমি আপনার প্রেমে পড়েছি!!’

তিনি তখন বললেন-

তৃষ্ণি সেই রানী ট ১৬৭

‘শোনো! আমি তোমাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করছি। যদি সঠিক উভয়
দাও, তাহলে আমি তোমার বিষয়টি ভেবে দেখবো।’

মহিলাটি তখন বললো-

‘যা জ্ঞানতে চান বলুন। আমি সত্যই বলবো।’

তিনি বললেন-

‘যদি ‘মালাকুল মণ্ড’ এসে পড়তো তোমার ঝুহ কবজ করতে, তাহলে
তৃষ্ণি কি সেই অবস্থায় চাইতে- আমি তোমার প্রেমের ডাকে সাড়া দিই?’

মহিলাটি বললো-

‘না।’

তিনি বললেন-

‘তোমাকে যদি কবরে ‘মনকি-নকিরের’ প্রশ্নের উভয় দেওয়ার জন্যে
বসানো হতো, তখন কি তৃষ্ণি চাইতে আমি তোমার কৃ-প্রবৃন্ধির ডাকে সাড়া
দিই?’

সে বললো-

‘অসম্ভব।’

তিনি বললেন-

‘হাশেরের মাঠে যখন মানুষের আমলনামা দেওয়া হবে, তখন তোমার জ্ঞান
নেই, কোন্ হাতে তোমার আমলনামা লাভ করবে তৃষ্ণি- ভান হাতে না
বাম হাতে- তখন কি তৃষ্ণি আমার সামনে এমন ঝুপ-অঙ্গ নিয়ে আমাকে
কাবু করতে আসতে?’

সে বললো-

‘না, কিছুতেই না।’

তিনি বললেন-

‘হাশেরের ময়দানে যখন মানুষের মেরী-বদী (পাপ-পুণ্য) মাপা হবে,
তোমার জ্ঞান নেই- হালকা হবে তোমার পাণ্ডা না ভারী হবে, তখন কি
পারতে ঝপের এমন বড়ই নিয়ে আমাকে এসে বিভ্রান্ত করতে?’

সে বললো-

‘কল্পনাই করা যায় না।’

তিনি তখন বললেন- ‘মনে করো, তুমি যদি দাঁড়াতে আল্লাহর সামনে তাঁর অশ্লেষ উন্নত দিতে, তখন, সেই মুহূর্তে এখন যে উদ্দেশ্যে এসেছে, তখন তা পারতে?’

সে বললো-

‘তা কী করে হয়?’

তিনি এবার বললেন-

‘তাহলে হে আল্লাহর বাসী! আল্লাহকে তয় করো। আল্লাহ তোমাকে কভো নেয়ামত দান করেছেন, তার শোকের আদায় করো। আল্লাহর নেয়ামত নিয়ে ঠাণ্ডা করো না।’

মহিলাটি তখন স্বামীর কাছে ফিরে গেলো। যেতেই স্বামী জানতে চাইলো-

‘কী করে এলে?’

জবাবে মহিলা বললো-

‘আমরা সবাই এখানে নিষ্কর্ষ! অথচ মানুষ ইবাদত করছে। আখেরাতের পাথেয় সংগ্রহ করছে! আমরা এ অবস্থায় আর বসে থাকতে পারি না।’

এরপর থেকে তাঁর ইবাদত-বন্দেগী সীমাহীন বেড়ে গেলো। কখনো সে সালাতে নিয়গু। কখনো সিয়াম সাধনায় কেটে বাজে দিনের পর দিন। মুখ্যবয়বে ভেসে বেড়াতো একটা অতৃষ্ণি- ‘আমি কি আমার রব-এর হকুম ঠিকমতো আদায় করছি?’

হে নারী! এমন ধনি হয়,
সুসংবাদ তোমার নিত্য সঙ্গী॥

যখনই নারী সৃষ্টিকর্তার সাথে নিজের সম্পর্ক ও পরিচয় গভীর করবে, তাকে মনে-প্রাণে ও কাজে-কর্মে তয় করবে, কিংবা পাপ ও অনাচার থেকে বেঁচে থাকবে, কখনো পাপ হয়ে গেলে সাথে সাথে তাওয়া করবে, আল্লাহর

তুমি সেই রানী কি ১৭১

দিকে কিরে যাবে, ভয় করবে পাপের ভয়ঙ্কর পরিণামকে, বর্জন করবে ক্ষণিকের পাপময় শাদ-আশাদকে— এবং এ সবই করবে শুধু আশ্চাহকে রাজি ও খুশি করার জন্যে, তাহলে আশ্চাহ তাকে অবশ্যই ক্ষমা করে দেবেন। তার দোষ-গ্রন্থি লুকিয়ে রাখবেন। বাস্তা আশ্চাহের কাছে তাওরা করলে আশ্চাহ ভীষণ খুশি হন। বোঝারী ও মুসলিম শরীকে এক মহিলা সাহাবীর তাওয়ার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে—

তিনি ছিলেন বিবাহিত। ধাকতেন মদীনায়। একদিন তাঁকেই শয়তান দিলো কৃ-মন্ত্রণা। এক লোকের প্রতি তাঁর হস্তয় আসক্ত হলো। লোকটিও আগে বাড়লো। এক সুরোগে লোকটি তাঁকে নিয়ে এক নির্জন স্থানে গেলো। সেখানে তাঁরা দু'জন ছাড়া আর কেউ ছিলো না। অবশ্য শয়তান ছিলো। শয়তান তো ধাকবেই। কারণ নির্জনে দুই নারী-পুরুষ একত্র হলে শয়তান সেখানে এসে হাজির হবেই। এটা তার ‘মিশন’। এখানেও তাই হলো। ফলে চোখের আড়ালে থেকে শয়তান ঐ দুজনকে ধীরে ধীরে পরস্পরের প্রতি মোহিত ও প্রলুক্ত করতে শাগলো। শেষ পর্যন্ত তাঁরা শয়তানের কাঁদে পা দিলো। ব্যভিচারে লিঙ্গ হলো!

মহিলাটি কোনো সাধারণ মহিলা ছিলেন না। ছিলেন নবীজীর সান্নিধ্যধন্যা সাহাবিয়াহ। তাই একটু পরই তাঁর হংশ হলো। ততোক্ষণে শয়তান তার শয়তানী করে চলে গেছে। পাপ কাজ সংঘটিত করে শয়তান আর ধাকে না। অন্যত্র গিয়ে নতুন ফাদ পাতে। এখানেও তাই হলো। শয়তান চলে যাওয়ার পর মহিলার ভিতরে তোলপাড় শুরু হলো। পাপবোধে তাঁর মন-মানস অঙ্ককার হয়ে গেলো। নিজের অস্তিত্বকে অসহ্য মনে হতে শাগলো। তিনি খাস-নিখাস ঠিকই নিতে পারছেন। তবুও যেনো তাঁর দম আটকে যাচ্ছে। হস্তয়টা পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। কোথাও বসতে ইচ্ছে করছে না। কোথাও দাঁড়াতেও ইচ্ছে করছে না। কিছু খেতেও ইচ্ছে করছে না। কারো সাথে কথা বলতেও ভালো শাগছে না। এভাবে আর কিছুক্ষণ থাকলেই যেনো তিনি মারা যাবেন। তাই আর দেরী করলেন না। দ্রুত ছুটে গেলেন চিকিৎসা নিতে- চিকিৎসাকেন্দ্র। সাম্যদুল মুরসালিনের কাছে। রহমাতুল-সিল-আলামীন-এর কাছে। শোনা গেলো তাঁর উদ্দেশ্যাকুল কষ্ট-

بِ رَسُولِ اللَّهِ .. زَيْت .. فَطَهْرَنِ ..

তুমি সেই রানী ৷ ১৭২

‘হে আল্লাহর রাসূল! আমি যিনায় লিখ হয়েছি। আমাকে
জলদি পবিত্র করুন।’

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কথা জনেও উচ্চে
না। মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কিন্তু যেদিকে নবীজী মুখ ফিরিয়ে নিলেন সে
দিকে গিয়ে তিনি আবার বললেন-

بِأَرْسَلَ اللَّهُ .. زَنْبَت .. فَطَهَرَنِي ..

‘হে আল্লাহর রাসূল! আমি যিনায় লিখ হয়েছি। আমাকে
জলদি পবিত্র করুন।’

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার মুখ ফিরিয়ে
নিলেন। তিনি এমনটি করলেন এ উচ্ছেশ্য যে, যেনো মহিলাটি ফিরে গিয়ে
বাঁচি কৃদের তাওবা করে। আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে এবং পেয়ে
পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। মহিলাটি এরপর চলে গেলেও পাপবোধের অসম্ভু
আগন্তে দক্ষ হচ্ছিলেন। তাঁর কিছুই ভালো লাগছিলো না। ধৈর্যের বাঁধ
বারবার ভেঙে যেতে লাগলো। পরদিন নবীজী ব্যথম মজলিসে বসলেন,
তখন আবার গিয়ে তিনি তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। বললেন-

بِأَرْسَلَ اللَّهُ .. زَنْبَت .. فَطَهَرَنِي ..

‘হে আল্লাহর রাসূল! আমি যিনায় লিখ হয়েছি। আমাকে
জলদি পবিত্র করুন।’

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবারও মুখ ফিরিয়ে
নিলেন। তখন তিনি বলে উঠলেন-

‘হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে ফিরিয়ে দেবেন, দেমন ফিরিয়ে
দিয়েছেন মায়েজকে? আল্লাহর কসম! ব্যক্তিকাজনিত কারণে আমি
গর্ভধারণী।’

আল্লাহর রাসূল এবার তাঁর দিকে তাকালেন। বললেন-

‘এখন নয়, এখন চলে যাও! সজ্ঞান জন্ম দেওয়ার পর এসো।’

তখন তিনি মসজিদ থেকে বের হয়ে চলে গেলেন। পা চলতে চায় না, তবু
পা টেনে টেনে তিনি গৃহে ফিরলেন। সুচিত্তা দিন দিন বেড়েই চললো।

ডুমি সেই রানী বু ১৭৩

শরীর ভেঙে পড়লো। অনুভাপ-দক্ষ হনুম থেকে উৎসারিত অবিরত অঞ্চলধারা জারি থাকলো। দিন শুনতে লাগলেন। অপেক্ষার কঠিন কঠিন দিন। শেষ হতেই চায় না। জন্ম নেও মনের মাটিতে বেদনার বৃক্ষ। তাওবা ছাড়া মৃত্যুর আশঙ্কায় বারবার কেঁপে উঠে সে বেদনা-বৃক্ষের ডালপালা।

এক সময় ফুরালো অপেক্ষার ‘নীল প্রহর’। এলো প্রসবকাল। এলো সন্তান। সন্তান প্রসবের পর তাঁর আর তাঁর সইলো না। ছুটে গেলেন নবজাতককে কোলে করেই— আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে। গিয়েই নবজাতককে রাখলেন তাঁর সামনে। তারপর বললেন—

بِإِنْسَانٍ مُّلْكٍ لِّلَّهِ وَمَا يَرَى

‘হে আল্লাহর রাসূল! আমি যিনায় লিঙ্গ হয়েছি। আমাকে জ্ঞানি পরিত্ব করুন।’

দয়া ও করুণার নবী তাকালেন তাঁর দিকে। দেখলেন তাঁর দূরাবস্থা। তাঁর দুচিন্তা ও অনুশোচনাধৰে ক্লান্তি ও ব্যাকুলতা। তারপর তাকালেন শিশুটির দিকে। দুঃখপূর্ণ শিশু! কেমনে চলবে মা-বিহীন? তাই বললেন—

‘ফিরে যাও! দুধ পান করাতে থাকে! দুধ ছাড়ালোর পর এসো।’

আবার চলে গেলেন তিনি। আবার ফিরে গেলেন তিনি। এবার শুরু হলো দুধ পান করানোর কঠিন দুটি বছর। সহজে কি শেষ হতে চায়? নবজাতকের মাঝারী মুখ দেখে দেখে, নীরব অশ্রাপাতের উষ্ণধারায় তার চেহারা মুছে মুছে, ‘বিদায়ী চাহনি’র ছলোছলো অভিয্যন্তিতে তাকে প্রতিদিন বিদায় জানাতে জানাতে এক সময় শেষ হয়ে এলো তাঁর অপেক্ষার বেলা। তাকে কোলে নিয়ে ছুটে গেলেন তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকটে। থামলেন গিয়ে তাঁর সামনে। বললেন—

‘হে আল্লাহর নবী! এই যে আমি এর দুধ ছাড়িয়ে এসেছি! এবার আমাকে পরিত্ব করুন।’

আল্লাহর নবী তখন তাঁর সন্তানটিকে একজনের দায়িত্বে দিয়ে তাঁকে বুক পর্যন্ত মাটিতে গেড়ে প্রস্তরাঘাতের নির্দেশ দিলেন! প্রস্তরাঘাতে তাঁর মৃত্যু

হলো!!

হ্যাঁ, তিনি মানা পেছেন! কিন্তু তাঁকে গোসল দেয়া হয়েছে। দাফন করা হয়েছে। আল্লাহর নবী শব্বাং তাঁর জানাথা পড়িয়েছেন। আর বলেছেন—
‘সে এমন তাওবা করেছে, যা মদীনার সন্দরজন তাওবাকারীর মাঝে বট্টম করে দেয়া যাবে।’

পাবে কি তুমি এমন কাউকে, যে তাওবার পথে নিজের জীবনটাই বিলিয়ে দিয়েছে? বেচায়? সম্ভবে? এমন মরণ, কার ভাগ্য— করে বরণ?

হে মহিয়াসী! ধন্য তুমি ধন্য! লিঙ্গ হয়েছিলে ব্যভিচারে! ছিল করে দিয়েছিলে আল্লাহর পর্দা! তারপর? তারপর অক্ষকার থেকে তখু আলোর দিকে ছোটা!’

ব্যভিচার! ওহ! কী ভয়ঙ্কর ও পৈশাচিক কাজ! ক্ষণিকের ‘লঘুত’ দূর হয়ে গেলে— কী থাকে আর দীর্ঘশ্বাস ও মৌল বেদনার যন্ত্রণা ছাড়া? পরকালে সাক্ষি দেবে যখন মানুষের হাত-পা বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তখন গোপন থাকবে কি ব্যভিচারের কথা? সাক্ষি দেবে পা, সাক্ষি দেবে হাত, সাক্ষি দেবে জিহ্বা, বরং সাক্ষি দেবে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। বাঁচার কোনো উপায় নেই। সুতরাং দুনিয়াতেই বাঁচতে হবে— এ কৃ-কর্ম থেকে। লাভ করতে হলে পরকাল, তার অফুরন্ত নেয়ামত। ভয় করতে হবে জাহানামের কঠিন আগুন, কঠিন শাস্তি। সে দিন ব্যভিচারী নারী-পুরুষকে হাঁটুর পেছন দিকের পেশীতেজের সাথে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হবে জাহানামে। চলতে থাকবে লোহার বেত্রাঘাত। অহারে অহারে অভিষ্ঠ হয়ে যখন তাদের কেউ পানাহ চাইবে, তখন ফেরেশতারা ঘোষণা করবে—

أينْ كَانَ هَذَا الصَّوْتُ وَأَنْتَ تَضْحِكُ.. وَتَفْرِحُ..

وَتَفْرِحُ.. وَلَا تَرَاقِبُ اللَّهَ وَلَا تَسْتَحِي مِنِّي..!!

‘কোথায় ছিলো তোমার এ কষ্ট, যখন ‘বন্য আনন্দে’
হ্যাবুড়ুর আছিলো? না পরোয়া করছিলো আল্লাহকে না
কপাল কুণ্ঠিত হয়েছিলো লজ্জায়?’

বোঝারী ও মুসলিম শরীফের হানীস। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

يا أمة محمد.. والله إله لا أحد غير من الله.. أن يزق
عبده.. أو تزني أمه.. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما
أعلم.. لضحككم قليلاً ولبكيركم كثيراً.

‘হে উম্মতে মুহাম্মদী! আল্লাহর কোনো বাস্তা বা বাস্তী
ব্যভিচারে লিখ হলে আল্লাহর ‘আজ্ঞসম্মান’ কেঁপে কেঁপে
উঠে। আল্লাহ যে সবচে’ বড় আজ্ঞসম্মানবোধসম্পন্ন! হে
উম্মতে মুহাম্মদী! আমি যতো গভীরের জিনিস জানি,
তোমরা তা জানলে কমই হাসতে, কেবল কাঁদতে আর
কাঁদতে!’

তাকাও তোমার আশ-পাশে!!

এমনই ছিলেন সে যুগের নারীরা। পাপ হয়েছে, সাথে সাথে এসেছে
তাওবাও, অনুশোচনাও। কিন্তু একটু ভাবো তো বর্তমান যুগের নারীদেরকে
নিয়ে? তাদের মধ্য থেকে কতোজনের পা ফসকে গেছে, স্বলিত হয়েছে-
পাপাচারের পিছিল জগতে, বরং তাদের আশ-পাশে শয়তান জায়গা করে
নিয়েছে বেশ স্বচ্ছন্দে, তারপর তাদেরকে বিপথগামী করেছে, বের করে
নিয়েছে ইসলামের সুসংরক্ষিত সীমানা থেকে, বাধ্য করেছে মৃত্যুজায়।
তখন নামাজ তরক করেছে তারা। নামাজের উর্ফত মৃত্যুহীন হয়ে পড়েছে
তাদের কাছে। অথচ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
বলেছেন-

الْمَهْدُ الَّذِي بَيْنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

‘আমাদের এবং কাষেরদের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয়কারী
জিনিস হলো- নামাজ। সুতরাং যে নামাজ তরক করলো
সে কুফরী করলো।’

এখন এসো, একটু ঘুরে আসি পরকাল থেকে। যাবে? হ্যা, এগিয়ে যাও!
আরো সামনে যাও! তারপর আল্লাতবাসী ও জাহান্নামী সম্পর্কে আল্লাহ কী
বলেছেন- তা নিয়ে অনেকক্ষণ চিন্তা করো!

তুমি সেই রানী ও ১৭৬

জান্মাতবাসীরা যখন জান্মাতের সুখ-আনন্দ ও ভোগ-বিলাসে
পরিপূর্ণ ও পরিত্বক হতে থাকবে, তখন তাদের মনে পড়ে শাবে দুনিয়ার
জীবনের কিছু সাধী সঙ্গীর কথা। আল্লাহর অবাধ্যাচরণ ও নাফরমানিতেই
কাটতো যাদের সারাবেলা। ওরা কেমন আছে এখন কে জানে!

ফেরেশতারা বোঝে কখন জান্মাতীরা কী চায়। জান্মাতীদের এ মনের কথা ও
তাদের কাছে অবিদিত থাকবে না। ফেরেশতারা সাথে সাথেই
জান্মাতবাসীদেরকে জানাবে যে— তারা খুব কষ্টে আছে! জাহানামের আওনে
পুঁজে। জাতুম উচ্চণ করছে। শয়তানের সাথেই ওদেরকে শৃঙ্খলিত করে
রাখা হৈয়ে।

জান্মাতবাসীদের কৌতুহল তখন বেড়ে যায়। তারা উকি দেয়— জান্মাতের
খিড়কি দিয়ে। জিজ্ঞাসা করে সেই জাহানামীদেরকে—

— (তোমাদেরকে কিসে সাকার-এ নিক্ষেপ করেছে?)

আল্লাহ বলেন—

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةً، إِلَّا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، فِي
جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُخْرِمِينَ، مَا سَلَكُكُمْ فِي سَفَرٍ.

‘প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ। তবে
দক্ষিণ পার্শ্ব ব্যক্তিগণ ব্যতিত। তারা থাকবে উদ্যানে
(জান্মাতে), তারা জিজ্ঞাসা করবে অপরাধীদের
সম্পর্কে— তোমাদেরকে কিসে সাকার-এ নিক্ষেপ
করেছে?’

হ্যা, এশ্বই বটে! বলো— মা সলককুম ফি سَفَر— (তোমাদেরকে কিসে সাকার-এ
নিক্ষেপ করেছে?)

এবার অবাব শোনো!

প্রথমতঃ (তারা বলবে, আমরা নামাজীদের অন্তর্ভুক্ত
ছিলাম না।)

দ্বিতীয়তঃ (আমরা অভাবগ্রস্তকে[।] আহার দিতাম না।)
তৃতীয়তঃ (আমরা আলোচনাকাৰীদের সাথে

আলোচনা করতাম।) অর্থাৎ ওরা যা করতো আমরা তা-ই করতাম। তারা নামাজ ছেড়ে দিলে আমরাও নামাজ ছেড়ে দিতাম। তারা আল্লাহর নামরয়ানি করলে আমরাও আল্লাহর নামরয়ানি করতাম। ওরা গান ধরলে আমরাও গান গাইতাম। ওরা ধূমপান করলে আমরাও ধূমপান করতাম। ওরা নামাজ বাদ দিয়ে ঘুমালে আমরাও ঘুমাতাম। ওরা পিতা-মাতাকে কষ্ট দিলে আমরাও কষ্ট দিতাম।

চতুর্থতঃ () ، كُلُّكُذْبٍ بِنَزْمِ الدِّينِ . حَتَّىٰ أَنْتُمُ الْبَعْنَىٰ (আমরা কর্মফল দিবস অঙ্গীকার করতাম। আমাদের নিকট মৃত্যু আগমন করা পর্যন্ত) ।

আল্লাহ বলবেন- فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ النَّاسِ (ফলে সুপারিশকারীর সুপারিশ তাদের কোনো কাজে লাগবে না ।)

হ্যা, আল্লাহর কসম! যদি সমস্ত নবী-রাসূল একত্রিত হন এবং তাঁদের সাথে থাকেন ফেরেশতারা তারপর কোনো কাফেরের জন্যে সবাই মিলে সুপারিশ করেন, তবুও আল্লাহ তাঁদের সুপারিশ কবুল করবেন না। কাফেরদের পক্ষে কারো কোনো সুপারিশ সেদিন চলবে না।

আমি কার আনুগত্য করবো?

হিজাব ও পর্দাকে যে সব দেশ না জেনে না চেনে ঘৃণা করে, তেমন এক দেশেরই একটি ঘটনা।

হিন্দা ছিলো ছেট্ট এক কিশোরী। স্কুলে যাওয়া-আসা করতো লম্বা ও শালীন পোষাক পরে। কিন্তু এ-পোষাকে শিক্ষিকা ওকে দেখলেই রাগ করতেন। বলতেন-

‘এ সব চলবে না। তোমাকে সবার মতো খাটো পোষাকে স্কুলে আসতে হবে। বুঝলে?’

একদিন শিক্ষিকা একটু বেশীই রেগে গেলেন। হিন্দার মন ভীষণ ঝারাপ হয়ে গেলো। ও কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরলো। এসে মাকে জানালো-

‘শিক্ষিকা আমাকে আমার লম্বা পোষাকের জন্যে স্কুল থেকে বের করে দিয়েছেন।’

মা বললেন-

‘আমার মা মণি! মন শক্ত রাখো! তুমি যে পোষাক পরছো তা আল্লাহর হস্তে পারো না!’

‘তা তো বুঝলাম! কিন্তু শিক্ষিকা যে মানছেন না?’

‘ভেবে দেবো, কার কথা উনবে তুমি- শিক্ষিকার কথা না আল্লাহর কথা। আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। সুন্দর আকৃতি দান করেছেন। তোমাকে অসংখ্য নেয়ামত দান করেছেন। মানতে হলে আল্লাহর হস্তে মানতে হবে- কোনো মানুষের হস্ত নয়! মানুষ তোমার কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারবে না- আল্লাহ না চাইলে।’

মেয়েটি তখন মাকে জানালো-

‘আমি আল্লাহর কথাই উনবো। তাঁর হস্তে পালন করবো।’

পরদিন মেয়েটি স্কুলে গেলো। আগের সেই লম্বা ও শালীন পোষাক পরেই। শিক্ষিকা ওকে দেখা মাত্রই কড়া ভাষায় ডর্সনা উর করলেন। মেয়েটি কেন্দে ফেললো। বললো-

‘জানি না, আমি কার আনুগত্য করবো? আপনার না তাঁর!’

শিক্ষিকা বললেন-

‘তাঁর মানে কার?’

কিশোরীটি তখন বললো-

‘আল্লাহর! আমি যদি আপনার আনুগত্য করি তাহলে আমার আল্লাহ অসম্ভৃত হবেন আর আমার আল্লাহর কথা মানলে আপনি অসম্ভৃত হবেন। তাহলে আমি কী করবো?’

এ কথা শোনার সাথে সাথেই শিক্ষিকা কান্নায় ভেঙে পড়লেন এবং সাথে সাথে ঝাঁটি দিলে তাওরা করলেন। অঙ্গসিঙ্গ ঢোকে এবং বাকরুক কঠে সঙ্গেহে প্রিয় ছাত্রীকে বললেন-

‘তুমি বরং আল্লাহর আনুগত্যই করবে! শুধু আল্লাহর আনুগত্য!!’

কিন্তু তুমি? তুমি হে নারী? তুমি কার অনুসরণ করবে?

পাঞ্চাঙ্গের চাপিয়ে দেয়া 'ফ্যাশন'-এর না ইসলামের শাশ্বত বিধান
হিজাবের? অবশ্যই হিজাবের! এতে যদি তোমার শিক্ষিকা তোমাকে ক্লাস
থেকে বের করে দেন, হাসতে হাসতে বের হয়ে এসো! বুকটা গরবে
ফুলিয়ে বের হয়ে এসো! এমন শিক্ষিকার কাছে কেনো পড়বে তুমি- যিনি
তোমাকে আল্লাহর হকুম মানতে বারণ করবে? পর্দাকে বিদ্রূপ করবে?
এমন শিক্ষিকার কবল থেকে আল্লাহ যে তোমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন- এ
জন্যেই হাসবে, গর্ব অনুভব করবে। দুনিয়ার পড়া দুনিয়াদারের কাছে
পড়তে গিয়ে যদি ধীনই সংরক্ষিত না থাকলো, তাহলে এমন পড়াকে
হাসতে হাসতেই 'বিদায়' বলো! কাঁদবে না! কাঁদলে তুমি পরাজিত হবে।
কান্না কি তোমার শোভা পায়? তুমি তো ধীন পালনের জন্যে দুনিয়াকে
হারিয়েছো! ধীন পেয়ে দুনিয়া হারিয়ে হাসবে না ধীন হারিয়ে দুনিয়া পেয়ে
হাসবে? কখন হাসবে?

কবরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে এক মহিলা..

মহিলার ভাষ্য-

'আমরা এক পারিবারিক সফর শেষে মাগরিবের একটু আগে বাড়ি
ফিরছিলাম। আমার স্বামী এক কবরস্থানের প্রাচীর-বেঠনীর কাছে অবস্থিত
একটা মসজিদের কাছে গাড়ী থামিয়ে একটু নামলেন। তখন রাত নেমে
এসেছে। আমি বসে আছি গাড়িতে একাকী। হঠাত অনুভব করলাম-
আমার শরীর কাঁপছে। মনে হলো- যেনো মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। একটু
পরই দুনিয়াকে বিদায় জানাতে হবে। আমি তাকালাম কবরস্থানের দিকে।
হায়! দুনিয়া কতো ক্ষণস্থায়ী। কতো আপনজন এর মধ্যেই ছেড়ে গেছে
দুনিয়া। কয়েকদিন আগেও তারা মাটির উপরে ছিলো। আজ তারা মাটির
নীচে। অতিদিন হাজার হাজার জনায়। তারা সাদা কাপড়ে আবৃত হয়ে
চলে যাচ্ছে কবর দেশে, মাটির ঘরে। সেখানে একাই মুখোমুখি হতে হচ্ছে
শেষ পরিপত্তি। ভালো কিংবা মন্দ। ভালো হলে তার কোনো শেষ নেই।
মন্দ হলেও তার কোনো কিনারা নেই। আজীব্ব-জন কিছুদিন তাদেরকে
মনে রাখে। তাদের স্মরণে অঙ্ক ফেলে। এক সময় ভুলে যায়।

এই তো এ-প্রাচীরের আড়ালে শুয়ে আছে কতো মানুষ! কেউ ছিলেন

তুমি সেই রানী পঁ ১৮০

আমীর, কেউ ফকির। কেউ মনিব, কেউ গোলাম। কেউ রাজা, কেউ
প্রজা। কেউ দুর্বল, কেউ সবল। কেউ জালিয়, কেউ মজলুম। এখানে এসে
নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সকল পার্থিব পরিচয়। কিন্তু নেকি ও বদি'র বদলা
সবাই পাবে এখানে।

হে আল্লাহ! এবন যদি আমার জীবন-স্পন্দন খেমে যায়, বাড়িতে আমার
ছেট ছেট ছেলেমেয়েদের কাছে কিরে যাওয়ার পরিবর্তে যদি সমাহিত হয়ে
এখানে কোনো সঙ্কীর্ণ কবরে, যেখানে নেই কোনো সূজন-বজন, নেই
কোনো প্রিয় মানুষ ও ঘনিষ্ঠজনের পরশ। আছে শুধু অক্ষকার। মনকিং
নকিরের প্রশ়্নাগণ। কঠিন জিজ্ঞাসাবাদ। আর আমার পরিবার পরিজন?
ভেজা ঢোকে ওরা আমাকে মাটিচাপা দিয়ে ধীরে ধীরে চলে যাবে। কিছুদিন
পর ভুলে যাবে আমার স্মৃতি। একেবারে ভুলে যাবে। আল্লাহ সত্য
বলেছেন-

وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرَدًا

‘কেয়ামতের দিন সবাই তার নিকট আসবে একাকী
অবস্থায়।’

শেষে তোমাকে যা বলতে চাই-

হে সুরক্ষিত জহরত!

হ্যা, তোমার কানে কানে কিছু কথা বলে আমি এবার বিদায় নেবো। আশা
করি আমার কথা তোমার কান স্পর্শ করার আগে তোমার হৃদয় স্পর্শ
করবে।

সংখ্যায় যতোই বাড়ুক- পাপাচারিণীরা- তুমি বিজ্ঞান হবে না! পর্দা নিয়ে
যারা অবহেলা করে কিংবা বাঁকা কথা বলে, কিংবা যুবকদেরকে ধরতে ক্ষান্দ
পাতে, কিংবা অবৈধ প্রণয়ের অক্ষকার পৃথিবীতে হারিয়ে যায়, হারামের
ভিতরে ঝুঁজে ফিরে ‘ত্রুটি ও শাস্তি’, নাটক সিনেমায় কাটিয়ে দেয় জীবনের
মহা মূল্যবান সময়, জীবন যাপন করে লক্ষ্যহীন, উদ্বেশ্যহীন, তাদের
সংখ্যাধিকোণ তৃষ্ণি ভেঙে পড়বে না, বিজ্ঞান হবে না। পরিষ্কার ভাষায়
তোমাকে বলতে চাই-

তুমি সেই বানী ফো ১৮১

আমরা বাস করছি এমন এক যুগে, যখন ক্ষেতনা-ফাসাদের জয়জয়কার
সর্বত্র। মুমিনের সঙ্গে সবধানে বিভিন্ন আকৃতিতে। এখানে চোখের
ক্ষেতনা। ওখানে কানের ক্ষেতনা। এখানে একজন পসরা মেলে বসেছে
অশ্লীলতার। ওখানে একজন দোকান খুলেছে পাপাচারের। কেউ আবার
ডাকছে— অবৈধ মালের দিকে। পাপের বাজারের রমরমা অবস্থা দেখে মনে
হয়— আমাদের যুগটা যেনো সে যুগেরই কাছে চলে এসেছে, যে যুগ
সম্পর্কে আচ্ছাহুর রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে গেছেন—

فَإِنْ وَرَأْتُمْ كُمْ أَيَّامَ الصِّر .. الصِّرْ فِيهِنَّ كَفْبُضٌ عَلَى
الجَهْرِ .. لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ أَحْرَ حَمْسِينَ مِنْكُمْ ..

‘তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে— ধৈর্যের দিন। তখন
ধৈর্য ধরা মানে হাতের মুঠোয় কয়লা ধরে রাখা। তখন
সৎ কাজের বিনিয়য় হবে এখন থেকে পঞ্চাশগুণ বেঙ্গী।’

শেষ জামানায় সৎ আমলকারীর বিনিয়য় অনেক বেড়ে যাবে। কেননা,
তখন সৎ কাজে কোনো বকু পাওয়া যাবে না। সাহায্যকারী মিলবে না।
পাপাচারদের জয়জয়কারে নেক আমলকারী হবে নিঃসঙ্গ, অপরিচিত।
নিঃসঙ্গই বটে। পাপাচারীরা ঢাক-চোল পিটিয়ে পাপাচার করবে আর নেক
আমলকারী তাদের দাপট ও ভিড়ে শুধু নীরবে কাদবে।

তারা গান শুনবে। গানের আসর বসাবে।

আর নেক আমলকারী গান শুনবেন না,

আসরও বসাবেন না।

তারা পরনাবীকে দেখে দেখে চোখের জুলা মেটাবে।

আর নেক আমলকারী আনত চোখে নীরবে পথ চলবেন।

তারা শিশু হবে— যানুবিদ্যা চর্চায় ও শিরকে,

আর নেক আমলকারী অটল-অবিচল ধাকবে ঈমান ইয়াকিন ও তাওহীদে।

মুসলিম শরীফের হাদীস। আচ্ছাহুর রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

তৃষ্ণি সেই রানী ৫ ১৮২

بدأ الإسلام غريباً .. ويسعد غريباً كما بدأ فطوي
للغرباء

‘ইসলাম শুরু হয়েছিলো অপরিচিত ও অচেনা অবস্থায়।
আবার ইসলাম কিরে যাবে আগের সেই নিজের অবস্থায়।
কিন্তু সুসংবাদ ইসলামকে আকড়ে ধরে থাকা সেই
অপরিচিত, অবহেলিত উপেক্ষিত ও অচেনাদের জন্যেই।’

বোধারী শরীফের হাদীস। আল্লাহর গ্রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাহু
বলেছেন—

إِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا مَا بَعْدَهُ شَرٌّ مِّنْهُ
تَلَقُوا رِبَّكُمْ

‘যে সময়ই আসবে তোমাদের সামনে তা আগের
সময়ের তুলনায় আরো খারাপ ও আরো ঝঁঝঁা-বিকুঠি
হবে। এ অবস্থা চলতে থাকবে তোমাদের প্রতিপালকের
সাথে তোমাদের সাক্ষাত (মৃত্যু) পর্যন্ত।’

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে—

আল্লাহ তা'আলা বলবেন—

وَعَزَّزْنَا لَا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي خَوْفِينَ وَلَا أَجْمَعُ لَهُ أَمْنِينَ ..
إِذَا أَمْنَى فِي الدُّنْيَا أَخْفَثَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .. وَإِذَا حَافَنَ فِي
الْدُّنْيَا أَمْتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

‘কসম আমার ইজ্জতের! আমার বাদ্দার উপর এক সঙ্গে
আমি দুটি ভয় একত্রিত করবো না। দুটি সুখ বা
নিরাপদ্বাও একত্রিত করবো না। দুনিয়াতে আমাকে সূলে
গিয়ে সে যদি নিরুদ্ধেগ থাকে, তাহলে কেয়ামতের দিন
আমি তাকে ভয়ের মুখোমুখি করবো। আর দুনিয়াতে যদি
সে আমাকে ভয় করে, তাহলে আমি আবেরাতে তাকে
সুখ ও নিরাপদ্বা দান করবো।’

হ্যাঁ, যে আল্লাহকে তরবে ইহকালে, মর্দাদা সেবে হালালকে হালাল
হিসাবে আর হারামকে হারাম হিসাবে, সে কেন্দ্রামতের দিন নিরাপদ
থাকবে। আল্লাহর দীনার লাভ করে সে ধন্য হবে। অবশ্যই জান্নাত হবে
তার শেষ ঠিকানা।

এই জান্নাতবাসীদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন-

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسْأَلُونَ. قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلًا فِي
أَعْمَالٍ مُشْفَقِينَ. فَمَنِ اللَّهُ عَلَيْنَا وَمَنِّا عَذَابُ السُّوءِ. إِنَّا
كُنَّا مِنْ قَبْلٍ نَدْعُوهُ إِلَهٌ هُوَ الْبَرُ الرَّحِيمُ.

‘তারা একে অপরের দিকে মুখ করে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।
তারা বলবে- আমরা ইতিপূর্বে নিজেদের বাসগৃহে ভীত-
কম্পিত ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুযায়ী
করেছেন এবং আমাদেরকে আজনের শান্তি থেকে রক্ষা
করেছেন। আমরা পূর্বেও আল্লাহকে ডাকতাম। তিনি
সৌজন্যশীল, পরম দয়ালু।’

পক্ষান্তরে যারা অপরাধে গো ভাসিয়ে দেবে, যাদের দিবা-নিশির চিন্তা হবে-
পেট-শালসা ও ঘোন-শালসা এবং আল্লাহর শান্তির ব্যাপারে যারা হবে
অঙ্কেপহীন ও বেপরোয়া, আবেরোভের ভয়ঙ্কর পরিণতি তাদেরক গ্রাস
করবেই।

আল্লাহ বলেছেন-

ثُرَى الطَّالِمِينَ مُشْفَقِينَ مَا كَسْبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رُوْضَاتِ الْحَنَّاتِ لَهُمْ مَا
يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ .

‘তুমি আলিমদেরকে ভীত-সন্ত্রাস দেখবে তাদের
কৃতকর্মের অন্যে; আর ইহাই আপত্তি হবে তাদের
উপর। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারা থাকবে
জান্নাতের মনোরম স্থানে। তারা যা চাইবে তাদের

তুমি সেই ব্রানী ফঁ ১৮৪

প্রতিপালকের নিকট তাই পাবে। এ হলো মহা অনুগ্রহ।

সুতরাং বিভাষ্ট হয়ে না। শুয়ুও পেয়ো না।

যদি দেখো— অলিঙ্গ ও পথহারা নারীদের সংখ্যাই বেশী আর ধীনের উপর
অটল-অবিচল মহিয়সীদের খুজে খুজে বের করতে হয়, তাহলেও তুমি
ভেঙে পড়ো না।

আর যদি দেখো— আধ্যাত্মিকতার সোপান বেয়ে বেয়ে উপরে উঠা
নারীদের সংখ্যাও একেবারে কম, তাহলেও তুমি একাকীভু ও নিঃসন্তান
অনুভব করো না।

হে আদর্শ প্রজন্ম গড়ার শিল্পী!

হে শ্রেষ্ঠ মানুষ গড়ার পুণ্যত্বত্বী!

হে সমাজ গড়ার মালিকান!

আমার এই উপদেশমালা সঁপে দিলাম তোমার হাতে। আমার গোপন ও
লুকায়িত সংগ্রহশালা থেকে— কুড়িয়ে কুড়িয়ে। এ শুলো প্রাণচালা
উপদেশমালা। কোনো ভেজাল নেই তাতে, নেই কোনো ভণিতা। আল্লাহর
কাছে আমার নিরবেদন— আল্লাহ যেনো তোমাকে হিকায়ত করেন। নিরাপদে
রাখেন। তুমি হও এ-যুগের আয়োশা-বাদিজ্ঞ। ফাতেমা-হাজেরা। যেখানেই
থাকো— তুমি আমাদের বোন। এমনকি আমাদের উপদেশমালা গ্রহণ না
করলেও। আমরা তোমার কল্যাণ চাই— সর্বাবস্থায়। দিবা-রাত্ৰি সব সময়
তোমার কল্যাণ চেয়ে আমরা হাত উঠাবো— আকাশের ঠিকানাত্ব। মহল
আল্লাহর দরগায়। তোমাকে উপদেশ দানে কিংবা তোমার রক্ষণাবেক্ষণে—
আমরা সব সময় ক্রান্তিহীন, শ্রান্তিহীন, সৎকল্পবক্ত। নিচয়ই আল্লাহ তোমার
কল্যাণ কামনায় আমাদের চিন্তা ও শ্রমকে নষ্ট করবেন না! তুমি যেদিন
আলোর পথে উঠে আসবে এবং অন্যকেও ডাকবে, সেদিনই আমাদের মুখে
হাসি ফুটবে। প্রাণির হাসি। ভূমির হাসি। অমলিন সেই হাসি! আমাকে
তোমাকে সবাইকে তাওফীক দেবেন শুধু আল্লাহ।

সালাম তোমাকে হে নারী! সালাম! আল্লাহর রহমত হোক তোমার নিত্য
পাওয়া। তাঁর বরকত হোক তোমার নিরসন পাথেয়!

পরিশিষ্ট

হে নারী! পর্দা তোমার অহঙ্কার

হে নারী! তুমি কি চেনো তোমাকে? তুমি সুরক্ষিত মুক্তো, তুমি সংরক্ষিত জহরত, তুমি স্নেহমাখা শীতল স্পর্শ!! তোমার ভালোবাসায় পূর্ণ আমার হন্দয়ের সকল সস্তা। তোমাকে নিয়ে আমাকে ভাবতেই হয়- সারাক্ষণ .. সারাবেলো। তোমার সম্মোহনী ঝুপ-লাবন্যে পড়ে যায় যে আমার আকল-বুদ্ধি! লোপ পায় যে বিচার-বুদ্ধি!! ঘূর্ম আসে না দু'চোখে- কেবল জেগে রই!

মাঝে মধ্যে অস্ত্রির বেলা কাটাই কেবল দৃশ্যচিন্তায় .. কেবল অস্ত্রিগতায়। তোমার এই অবস্থা আমাকে দেখতে হবে তা ভাবিও নি কোনোদিন! কোনোদিন আমি ভাবি নি যে, তুমি দুশ্মনের পেছনে ছুটে যাবে নিজের ধৰ্মস ডেকে আনতে! কেনো তুমি দুশ্মনের ধারালো ছুরিকে চালেও করতে গেলে? এখন যে শুধু তোমারই না- তোমার মুসলিম ভাই-বোনদের লাল রক্তেও যে ভেসে যাচ্ছে দুশ্মনের হাত!

হয়তো আমার কথায় তুমি ভীষণ বিশ্বাসবোধ করছো। অস্বত্ত্ববোধ করছো। হয়তো মনে যন্তে ভাবছো- ‘এ সব কী বলছেন আপনি?! কোথায় আমি আমার দুশ্মনের হাতে কতল হলাম?! এই যে কেমন সুন্দর করে আমি জীবনের ঝুল-রস-গুৰু উপভোগ করছি?! জীবনের সাজানো বাগান থেকে ফুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে তার মালা গোথছি! সেই বাগানের প্রাণময় দৃশ্য দেখে দেখে ঘূরে বেড়াচ্ছি?! কোথায় দেখলেন দুশ্মনের হাতে আমার রক্ত! কোথায় রক্ত! কোথায় ছুরি?! এ নিছক আপনার কঞ্জনা!’

না বোন! এ মোটেই নয় আমার কঞ্জনা! আমি যা বলছি বোঝে-তানেই বলছি। শোনো! কাফের-মুশরিকরাই আমাদের দুশ্মন। ইহুদী-খৃষ্টানরাই আমাদের দুশ্মন। ভাদের সহযোগী ও হিতাকাঞ্জিকরাও আমাদের দুশ্মন। তুমি আমাদের বিজয়-ইতিহাস পড়ে দেখো- আমাদের দুশ্মনরা কখনোই

প্রকাশ্য যুক্তে আমাদের সাথে পেরে উঠে নি। তারা ভালো করেই জানে-
আমাদের শক্তি ও বীরত্বের কথা। তারা যথের চেয়েও বেশি ক্ষয় পায়
আমাদের জিহাদী জয়বা ও বিপুরী চেতনাকে। এই জিহাদের যত্নদানে
পরান্ত হয়ে তারা বেছে নিরেছে অন্য পথ। বড়যজ্ঞ ও চক্রস্তরের পথ।
সাংকৃতিক অগ্রাসনের পথ। সত্যি কথা হলো এই নতুন যুক্তে আমরা হেঝে
যাচ্ছি। সফলতার সিঁড়ি বেয়ে দুশ্মন কুমাগত এলিয়ে যাচ্ছে সামনে।
আমাদেরকে ক্ষত-বিক্ষত করে করে, আমাদের সাথ ফেলে ফেলে। এ
পরাজয় বড়ো বিধে মনের মাঝে। এ অসম্মানে বড়ো ঘা লাগে বিবেকের
পারে!! ।

বোন আমার!

তুমি কি আনো- এ যুক্তে তাদের সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী অস্ত্র কী? এ
যুক্তে তাদের সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী অস্ত্র হলো- মুসলিম নারী।
তাদেরকে বে-পর্দা ও বেহায়াপনার দিকে প্রস্তুক করার নিরসন অপচেষ্টা ও
অপকৌশল। লক্ষ্য একটাই; তা হলো মুসলিম তরুণ সম্প্রদায়কে এর
মাধ্যমে বিপর্যাপ্তি করা এবং তাদেরকে সৈতিক অবক্ষয় ও ঝলনের দিকে
ঠেলে দেয়া। তাদেরকে ঈমানহারা করে আল্লাহর ভালোবাসা ও প্রেম থেকে
বক্ষিত করে প্রবৃত্তির নিগড়ে বন্দি করে ফেলা এবং অপসৃষ্টমান দুনিয়ার
লোড-লালসার দিকে মুসলিম জাতিকে ঠেলে দেয়া। ইতিহাস বলে; এ
ভাবেই নষ্ট করে দেয় দুশ্মনরা মুসলমান তরুণ-যুবকদের চেতনা ও
সংকলন। দুর্বল করে দেয় তাদের সাহস ও হিমাত এবং বীরকে পরিণত
করে ভীতু কাপুরুষে!

বোন আমার!

দুশ্মন প্রথমে তোমার কাছে আসবে পোষাক নিয়ে। নিত্য-নতুন আকর্ষণীয়
পোষাকের দাওয়াত নিয়ে। খুব ধীরে ধীরে তারা তোমার দিকে অগ্রসর
হবে। বিভিন্ন প্রস্তাব নিয়ে, বিভিন্ন লক্ষ্য নিয়ে। বছু ভেবে, হিতাকাঙ্ক্ষী
ভেবে তুমিও তাদের কথা, তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করতে ধাকবে নিজের
অজ্ঞানেই, একেবারে অবচেতন মনে! এমন কি তাদেরকে একেবারে আপন
ভেবে। এ জন্যেই একটু আগে আমি তোমাকে বলছিলাম- ‘কোনোদিন
আমি ভাবি নি যে, তুমি দুশ্মনের পেছনে ছুটে থাবে নিজের ধৰ্ম ডেকে
আনতে। কেনো তুমি দুশ্মনের ধারালো ছুরিকে ঢালেন্তে করতে গোলে?

তৃষ্ণি সেই রানী বি ১৮৭

এখন যে উধূ তোমারই না- তোমার মুসলিম ভাই-বোনদের লাল রক্তেও
যে ভেসে যাচ্ছে দুশ্মনের হাত !'

বোন আমার !

আমার বড়ো দুঃখ হয়- আমাদেরই কিছু আপনজন আমাদের সাথে উঠা-
বসা করে, মুসলিম পরিচয়ে চলাকেরা করে কিন্তু হনয় তাদের বাঁধা
আমাদের শক্তদের সাথে । তাদের লেখা ও বক্ষব্যে করে পড়ে পাঞ্চাত্য-
গ্রন্থির ধর্মহীন বিষ । তাদের বাহ্যিক চাল-চলন ও বেশ-ভূষা দেখলে মনে
হয়- সেই হতভাগা কাফেরের সাথে তার কোনো পার্থক্য নেই, যে দুনিয়ার
জীবনেও ব্যর্থ এবং আবেরাতের জীবনেও ব্যর্থ ।

এমন শক্তিকে শক্তি বলতে বড়ো ঘৃণা হয় !

এমন আপনকে আপন বলতে বড়ো কষ্ট হয় !

এমন মুসলমানকে মুসলমান বলতে বড়ো শক্তি হয় !

তাদের কাছ থেকে আল্লাহ'র আশ্রয় চাই ।

প্রিয় বোন আমার !

বর্তমানে মুসলিম নারীদের অধিগতন দেখলে দুঃখে-বেদনায় নীল হয়ে
যেতে হয় ! চোখে নেমে আসে সেই নীল বেদনার অঙ্গ-কাঁটা । হায় ! আজ
আমার বোনেরা পর্দাকে বানিয়েছে 'ফ্যাশন' । সত্তর ঢাকার আভরণে ধরেছে
পাঞ্চাত্যের নগ্নতা ও বেহায়াপনার পচন । তারা ক্রমে জমে এগিয়ে চলেছে
সুকুমারবৃত্তি ধৰ্মসের সেই ফাঁদের দিকে, পাঞ্চাত্য ও প্রতীচ্যের দুশ্মনরা
যা পেতে রেখেছে কুসুম-পাপড়ির ছাউনি দিয়ে । পর্দার নামে ইসলামে
পাঞ্চাত্য ধারার 'ফ্যাশন'-এর কোনো অবকাশ নেই । পর্দা এবং 'ফ্যাশন'
একসঙ্গে চলতে পারে না । অকল্পনীয় ।

পর্দার উৎস- সজ্জ ও নির্মল । আল্লাহ'র হস্তয়ের সামনে আত্মসমর্পণের
চেতনার সমৃজ্জল । আর 'ফ্যাশন'-এর উৎস- দেহ-বস্ত্রী ও কামিক সৌন্দর্য
প্রদর্শনের গোপন ইচ্ছার অপবিত্র ও কুস্তিত আকাঙ্খা । ইসলাম পর্দাকে
ফরজ করেছে এক মহান উদ্দেশ্যে । এর উপকারিতা অপরিসীম । পর্দা করে
যে মা-বোনেরা চলে তারা এক অপার্থিব ভূমির আবহে সময় কাটায় ।
সবকিছুতেই তারা খুঁজে পায় সুখ-শান্তি-ভূমি । কোনো অভাববোধের

হাহাকার ও শূন্যতা তাদেরকে কণিকের তরেও পীড়িত করে না । তাদের পর্দার সৌন্দর্য ছেয়ে যায়, ছাপিয়ে যায় সকল সৌন্দর্যকে । কারণ, ‘ফ্যাশন’-এর সৌন্দর্য যে কেন্দ্রিত কেবল মানুষের দৃষ্টি ও ভালোবাসা লাভ করার বক্ষাহারা অপরিজ্ঞ কামনায়! অপরদিকে পর্দার সৌন্দর্য বাঞ্ছময় হয়ে উঠে নারীমনের নিভৃত কোণে আল্লাহর রিয়া ও সন্তুষ্টি লাভের পরম চাওয়ায়!!

নারীর জন্যে আল্লাহ পর্দা ফরজ করেছেন নারী যাতে নিজেকে, নিজের ঝপকে আভাল করে রাখতে পারে-

পর-পুরুষ থেকে ।

তার সতীত্বের দুশ্মন থেকে ।

মানবতার হিংস্র নেকড়েদের কাছ থেকে ।

সতীত্ব ও পবিত্রতার শক্রদের কাছ থেকে ।

তাদের কাছ থেকেও যারা নারীর দিকে তাকায়-

লোভাত্তুর ও কামাত্তুর দৃষ্টিতে,

ভিতর যাদের আঁধারঘেরা, দুর্গন্ধময় ।

নারী ইসলামের এই পর্দাকে যতো বেশি আকড়ে ধাকবে ততো উচ্চতায় তার স্থান হবে । সেই উচ্চতায় বসে বসে নারী সুবাস ছড়াবে সুকুমারবৃত্তির, অনাবিলতার, শঙ্গীয় জ্যোতিধারার । সেখানে কোনোদিন পৌছতে পারবে না কোনো পক্ষিল হাতের অসুন্দর স্পর্শ । কোনো বিশ্বাসঘাতকের অসংহত পা ।

পর্দা নারীকে প্রিয় করে তোলে মানুষের কাছে । স্তুষ্টার কাছে । পর্দার ভিতরে নারী ধাকে চির সুরক্ষিত । চির পবিত্র । ‘কাআল্লাহা লু’লু’উন মাক্নুনাহ’! যেনো সে সুরক্ষিত মোতি । এমন নারীকেই পেতে চায় জীবন সফরের সঙ্গী হিসেবে আল্লাহতীক্ষ্ণ পুণ্যবানরা । এমন নারীকেই ভয় পায় পাপাচারী দুর্বৃত্তা ।

তুমি সেই গানী ফু ১৮৯

তারা স্পষ্ট ভাষায় তখন জবাব দিয়েছিলো-

‘না! তাদের দিকে তাকাতে আমাদের বুক কাঁপে। ওদেরকে দেখলেই মনে হয়— শুরাই বুঝি আমার মা, আমার বোন, আমার একান্ত আপনজন! তাই দৃষ্টি আমাদের নত হয়ে আসে।’

মানবতার নেকড়ে যারা, হাসতে হাসতে যারা লুটে নেয় নারীর ইঙ্গিত-সম্মান, তারাও পর্দানশীলা নারীকে শুধু ভয়ই পায় না— সম্মানও করে। তাদের কল্যাণ কামনা করে। তাদেরকে নিজেদের মা ভাবতে, বোন ভাবতে অনুপ্রাণিত হয়। সুতরাং পর্দাই সম্মান। পর্দাই গৌরব। পর্দাই নারীর অহঙ্কার। পর্দাকে গ্রহণ করে কোনোদিন নারী অসম্মানিত হয় নি। লাঙ্গিল হয় নি। বঞ্চিতও হয় নি। বরং পর্দা নারীকে সম্মান দিয়েছে। মহিমাপূর্ণ করেছে। তাকে পদে পদে হেফায়ত করেছে। এই পর্দানশীলা নারী যখন প্রয়োজনের খাতিরে বাইরে যায়, তাকে সারাঙ্গশ নিরাপত্তা দেয় তার স্বামী, তার ছেলে, তার একান্ত আজীবন্নরা। পথে-ঘাটে কেউ তাদেরকে উত্ত্যক্ত করার সাহস পায় না। অপদ্রুত হয়ে যারা সতীত্ব হারায়, স্বর্ণালঙ্কার পরে যারা ছিনতাইয়ের কবলে পড়ে, তাদের মধ্যে শুঁজে পাওয়া যাবে কি— পর্দানশীলা কোনো নারী? অথচ কী নিঃশেষ মনে পর্দানশীলা নারীরা হেটে বেড়ায় তাদের মাহরাম বা নিকটাত্তীয় পুরুষদের সাথে! অপরদিকে এই মাহরামরাও তাদেরকে নিয়ে চলাফেরা করে কতো গর্বভরে!! অশ্রীলতা ও বেহায়াপনার রমরমা বাজারে এই এরা যেনেো যুগের আয়োশা-খাদিজা!! এমন হবেই তো! পর্দা যে সতীত্বের প্রতীক! পর্দা যে নারীর আত্ম-পরিচয় শুঁজে পাওয়ার প্রতীক!!

প্রিয় বোন!

পর্দার ভিতরেই লুকিয়ে আছে অকল্পনীয় সৌভাগ্য ও শান্তি। অকল্পনীয় সুখ ও তৃষ্ণি। আর বে-পর্দা? তা হলো আল্লাহর হকুমের অবাধ্য হওয়া। সম্মান ও মর্যাদা থেকে এবং সতীত্বের ঐশ্বী ‘গ্যারান্টি’ থেকে ছিটকে পড়া। নিজেকে মানবকুপী নেকড়েদের মুখে তুলে দেওয়া। মানবকুপী নেকড়েদের সামনে নিজের ঝুপ-লাবন্য তুলে ধরা। কিন্তু বোন আমার! কে খায় খোলা যিষ্টি— পোকা-ঘাকড় আর কীট-পতঙ্গ ছাড়া? অন্ত ও সঙ্গনন্মা এই যিষ্টির দিকে মুখ তুলেও তাকায় না। তাদের ভালোই জানা আছে এই যিষ্টি নষ্ট, এই যিষ্টি খাবারের অনুপযুক্ত। তাই তা খোলা, পরিত্যক্ত।

তৃষ্ণি সেই রানী ঃ ১৯০

মহিলারাও ঠিক গ্র মিটির মতোই। যদি তারা পর্দাবৃত্ত থাকেন, নিজেদেরকে পর পুরুষের কাম-সৃষ্টি থেকে হেফাষত করে রাখেন, তাহলে যাইবাই এ অবস্থায় তাদেরকে দেখবে আকৃষ্ট হবে। অপরদিকে তারা যদি বেপর্দায় থাকে, খোলামেলা পোষাকে চশাফেরা করে, তাহলে সবাই তাদেরকে মন থেকে ঘৃণা করবে। তাদের দিকে ধাবিত হবে ক্ষেবল মানবতার নিকৃষ্ট কৌটোই। তারপর কী ঘটবে? তারপর ঘটবে সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা। সতীতৃ হারানোর বেদনায় তখন নীল হয়ে যাবে মানবতার সারা দেহ। নারীত্বের এই মহা সম্মানের ডু-লুঠনে আকাশ থেকে তখন বসে খসে পড়বে বেদনগ্রস্ত তারকারা! অমানুষের পায়ের নিচে পিট হবে সতীত্বের সম্মান ও নারীত্বের কোমলতা। এই অবস্থা দৃঢ়ে আল্লাহজীর বাস্তারা চেখের পানি ফেলবেন আর আফসোস করে করে বিনিন্দ্র রাত কাটাবেন। আল্লাহর আরশ কাপানো মূলাজাতের ভাষায় বলবেন-

‘হে আল্লাহ! আজ এ কী দেখতে হলো আমাদের? এ-সব দেখার চেয়ে যে মরে যাওয়াই তের ভালো ছিলো! হে আমার মাতৃজাতি! কবে হবে তোমাদের সুস্মিতি?’

বোন আমার!

তৃষ্ণি নিজের জন্যে এমন অবস্থা কি কল্পনা করতে পারো? এক মুহূর্তের জন্যেও কি ভাবতে পারো নিজের অসম্মান ও যিষ্টতি? অসম্ভব!

সুতরাং তোমার সামনে দু’টি পথ। যে কোনো একটি পথ তৃষ্ণি প্রহণ করতে পারো। পর্দার পথ গ্রহণ করলে লাভ করবে দুনিয়া-আবেরাতে নাজাত ও মুক্তি। পর্দার পথ গ্রহণ করলে শুধু আবেরাতেই তোমার নাজাত ও মুক্তি নিশ্চিত হবে না বরং এই দুনিয়াতে বসেও তৃষ্ণি লাভ করবে সম্মান ও ইঙ্গজের জিন্দেগী। আর বে-পর্দার পথ বেছে নিলে তোমার অসম্মান ও লাঙ্ঘনা কেউ ঠেকাতে পারবে না। জাহানামের আগন থেকে কেউ তোমাকে বাঁচাতে পারবে না।

প্রিয় বোন! আল্লাহ তারালা বলেছেন :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِلأَرْوَاحِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْعَيْنَ
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْهِنَّ ذَلِكَ أَدْتَنِي أَنْ يُعْرَفَنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

‘হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে, আপনার মেয়েদেরকে এবং মুমিনদের স্ত্রীদেরকে বলে দিন তারা যেনো নিজেদেরকে ‘জিলবাব’ দিয়ে ঢেকে বের হয়, তাহলে সহজেই তাদেরকে চেলা যাবে এবং তাদেরকে উত্ত্যক্ষণ করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু।’

বোন আমার!

লক্ষ্য করো! আল্লাহ উক্ত করেছেন প্রথমে তাঁর রাসূলের স্ত্রী ও মেয়েদের দিয়ে! উক্ত করেছেন পৃথিবীর সবচে ‘সঙ্গী’ ও পৰিত্র এবং পুণ্যবতী ও অহিয়সী নারীদের দিয়ে! আল্লাহ তাঁদেরকেও পর্দার নির্দেশ দিচ্ছেন। নিষেধ করছেন বেপর্দী চলাকেরা করতে। জান্নাতন্ত্রন্যদেরকে যদি আল্লাহ পর্দার জন্যে কঠোর হস্তুম দিতে পারেন –চরিত্র যাঁদের শিশির-উদ্ভু! হস্তয় যাঁদের পৃত-পৰিত্র- তাহলে আমাদের বর্তমান যুগের নারীদের বেলায় কী করল্লনা করা যায়?

বলো তো, ফেডলা-ফাসাদ ও বেহায়পনার এই যুগে,

প্রবৃত্তির জয়জয়কারের এই যুগে,

সুকুমারবৃত্তিকে গলা টিপে হত্যা করার এই যুগে,

তোমাদের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত!

যে যুগে দল বেঁধে বেঁধে বর্খাটে ডরণ্ডা–

‘গার্লফ্র্যান্ড’ খুঁজে কিবে এখানে ওখানে সবখানে?!

এমন কি অধিকাংশ শিক্ষায়তনের সবুজ (?) ক্যাম্পাসে?!

যে যুগে অবৈধ প্রেমিকার সাথে ‘ভেটিং’ করার জন্যে,

তাকে এক নজর দেখার জন্যে,

তার লাস্যঘর্যী অক্রভঙ্গি ও উচ্ছল হাসির কলকল শব্দ শোনার জন্যে–
ব্যাকুল হয়ে ছুটে যায় চরিত্রহীন উম্মত প্রেমিকরা?!

বীকার করি, বর্তমানে শরঞ্জী পর্দা মেনে চলা বড়ো কঠিন। কিন্তু বোন আমার! এক নারী হিসেবে তোমার দায়িত্ব অনেক বেশি। এ দায়িত্ব পালনে

তুমি সেই গানী ৪ ১৯২

। ম্যাত্র অবহেলা যদি তুমি করো তাহলে আল্লাহর সামনে কোন মুখে তুমি
হাজির হবে? সুতরাং এ দায়িত্ব পালনে তোমাকে এগিয়ে আসতেই হবে।
তোমাকে কেন্দ্র করেই যে এই উম্মতের ভিতরে ফেতনা ও অলন সৃষ্টি
হওয়ার আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি! আল্লাহর নবী বলে গেছেন-

ما ترَكَتْ بَعْدِي فَتَةً أَشَدَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ .

‘আমার পরে পুরুষের জন্যে সবচেয়ে কঠিন ফেতনা
হলো— নারী।’

কৃশিকা,° সহশিকা, অপসংকৃতি, স্যাটেলাইট আগ্রাসন ও মুসলিম
শাসকদের দায়িত্বালীকার কারণে যুব সম্প্রদায় এখন ধ্বনি হচ্ছে অবৈধ
প্রণয় ও প্রেম-থেলার দিকে। ধর্মহীন সাহিত্য-সংকৃতির দিকে। মন-মানস
এখন তাদের ভীষণ অসুস্থি। সবখানে তারা কেবল খুজে ফিরে নারী-
সংস্কৰণ। শিক্ষায়তনে, কর্মসূলে, প্রশিক্ষণ শিবিরে। সবখানে। নারী পাশে না
থাকলে তাদের ভালো লাগে না। কাজে মন বসে না। পণ্য ছড়ায় না।
ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার জন্যে এ হলো এক মহা অশ্বনি সংক্ষেপ। এ অবস্থা
থেকে সমাজ মুক্তি না পেলে অধঃপতনের ধস কেউ ঠেকাতে পারবে না।

বোন আমার!

এই অবস্থায় তুমি যদি সচেতন না হও, তুমি যদি পর্দার হকুম না মানো
তাহলে পরিণতি বড়ো ভয়াবহ। তুমি কোনোক্ষয়েই বৌন-উম্মাদ এই
মানব-নেকড়েদের ধারা থেকে বাঁচতে পারবে না। যে কোনো মুহূর্তে লুঠিত
হতে পারে তোমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ- সতীত্ব। এরপর? হয়ত কোনোদিন
আল্লাহর তাওফীক ধাকলে তোমার ইঞ্জিত হরণকারী ঐ নেকড়ে তাওবা
করে আবার সু-সমাজে ফিরে আসবে। অনুত্তাপ দর্শ হয়ে ক্ষমা লাভ
করবে। কিন্তু এক নারী হিসাবে তুমি সমাজকে কী করে আর মুখ দেখাবে?
তাওবার পানি দিয়ে শত বার গোসল করলেও তো তোমার সতীত্বের মহিমা
আর ফিরে আসবে না?!

বোন আমার!

আশা করি আমার কথা তুমি বুঝতে পেরেছো। সুতরাং সময় শেষ হয়ে
যাওয়ার আগেই তুমি সাবধান হও। যখন অনুত্তাপ ও কান্না কোনো কাজে
আসবে না এবং দুঃখবোধ ও অক্ষবিসর্জনও কোনো কাজে আসবে না।

*** *** ***

বর্তমানে মাতৃজাতির অধিপতন সম্পর্কে যারা জানেন,

দুঃখে ভাদের হৃদয় ঝলে যাই,

লক্ষ্যাত্ত ভাদের মাথা নুয়ে আসে,

যত্নধায় ভাদের বিবেক দাখ হয়। হৃদয়ে ইমানের আলো থাকলে সে হৃদয় মাতৃজাতির এমন করণ পরিণতিতে বেদনা-ভারাক্রান্ত হবেই। সে বেদনা অর্থ হয়ে গড়িয়ে পড়বেই। এ অবস্থায় মুসলিম উম্যাহর কোনো বিবেকবাস সদস্য হাসতে পারে না। উম্মাস করতে পারে না। উৎসবে মেঠে ঝঠতে পারে না। চোখজরে ঘুমোতেও পারে না। হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকতে পারে না। মুসলিম উম্যাহর চিহ্নিত দুশমন ইহুদী-বৃষ্টানদের ষড়যজ্ঞ-চৰকান সম্পর্কেও বেব্বর থাকতে পারে না।

বোন আমার!

লক্ষ্য করো এক ইহুদী কী বলে-

خُن الْيَهُود لَسْنًا إِلَّا سَادَةُ الْعَالَمِ وَمَفْسِدَهُ .. وَعُرَكَى
الْفَنِ وَجَلَادَهُ .

‘আমরা ইহুদী। বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে বসে বিশ্ববাসীকে নষ্ট পথের দিকে ঠেলে দেওয়া, ভাদের ভিতরে ক্ষেত্রা-ফাসাদ উকে দেওয়া এবং সুযোগ মতো ধরে ধরে ভাদের কল্প কাটা আমাদের অন্যতম যিশন।’

বিশ্বাস করো বোন!

নারীকে পণ্য বানিয়ে মুসলিম উম্যাহর নৈতিকতা ও সুকুমারবৃত্তির বিশাল প্রাসাদকে ভেঙে গড়িয়ে দেয়া এই ইহুদীদের অন্যতম একটি বাণিজ্য। কিন্তু ইসলাম নারীকে দিয়েছে তার বিরুক্তে চাপিয়ে দেয়া সকল ষড়যজ্ঞের সামনে কৃত্যে দাঁড়ানোর জন্যে এবং নিজেকে দুর্ভেদ্য প্রাচীরে সংরক্ষিত করে রাখার জন্যে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা। এই নির্দেশনা মেনে চললে অবশ্যই যিলবে সতীত্বে গ্রীষ্মী ‘গ্যারান্টি’। সভ্য ও সুশীল (আম্বাহওয়ালা)

তুমি সেই রানী ফ় ১৯৪

সমাজে সৃষ্টি হবে তার সম্মানজনক সুদৃঢ় অবস্থান। তার হাতে জন্ম নেবে আদর্শ প্রজন্ম।

মনে রাখতে হবে, পর্দা ও সৌন্দর্য প্রকাশের ক্ষেত্রে নারীর উপর ইসলাম-বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে তা সর্বত্ত্বাবেই নারীকে পুরুষের চরিত্র হনন ও নৈতিকতা ধর্মসের হাতিয়ার ও মাধ্যম হওয়ার হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে। তাকে অপমান ও লাঞ্ছনার হাত থেকে এবং অপব্যবহার ও অপপ্রয়োগের পরিধি থেকে বাঁচানোর জন্যে। এ ঘোটেই নয় তার স্বাধীনতায় কোনো হস্তক্ষেপ। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বলেছেন-

إِنَّ اللَّهَ حَسِيْ سَمَرْ بِحُبِ الْحَيَاةِ وَالسُّتْرِ "...."

‘আল্লাহ লজ্জাশীল ও আচ্ছাদনকারী, ভালোবাসেন লজ্জা
ও আচ্ছাদনকে।’

সুতরাং হে আমার প্রিয় বোন!

ভুলে যাবে না যে দুশ্মনের যুদ্ধ তোমাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে। এ যুদ্ধের লক্ষ্য ও টার্গেট- তুমিই। এবং তুমিই। পার্শ্বাত্মের দুশ্মনরা জয়া জয়া সেমিলার ও সেক্সপার্সিয়াম করে আকর্ষণীয় ও চোখ ধীরালো মডেলদের বাছাই করে। তারপর তাদেরকে মিডিয়া ও ‘ফ্যাশন-শো’গুলোতে পক্ষ পালের ন্যায় ছেড়ে দেয়।

এই সব মডেল প্রদর্শনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী- জানো?

ইসলামের সেই মহান পর্দার বিধান থেকে তোমার দৃষ্টিকে সরিয়ে দেয়া,

যে পর্দা তোমার আক্ষকে ঢেকে রাখে,

কাম-কাতর দৃষ্টি থেকে তোমাকে বাঁচিয়ে রাখে,

তোমাকে সতীত্ব ও পরিচ্ছন্নতার এক সুন্দর পৃথিবীর সঞ্চান বলে দেয়।

তারা তোমার মাথা থেকে ক্রমান্বয়ে পর্দাকে হটানোর জন্যে এ জগন্য পছন্দ বেছে নিয়েছে- শিশ্রের নামে, সংস্কৃতির নামে, নারী স্বাধীনতার নামে। তোমাকে পরাজিত করতে, তোমাকে তোমার কর্মসূল- ঘর থেকে অনাবৃত্ত করে, পর্দাহীন করে বের করে আনতে। তারা চায়- জিলবাব খুলে ফেলার

তুমি সেই রানী ফু ১৯৫

আগে তুমি যেনো লজ্জাকে ছুঁড়ে ফেলে দাও। লজ্জা না থাকলে একদিন জিলবাব তুমি ত্যাগ করবেই। তাই তারা আগে টাগেটি করে তোমার জিলবাবকে নয়— তোমার লজ্জাকে।

দুশ্মনরা মুসলিম নারীদেরকে বে-পর্দা করতে এমন কৌশলেই সামনে আড়ে। অথচ আমরা তা বুঝি না। তোমাকে জিলবাবমুক্ত করার জন্যে, তোমাকে বোরকামুক্ত করার জন্যে দুশ্মনরা নিজে নতুন ডিজাইন ও ‘ফ্যাশন’-এ বাজার সংযোগ করে দিচ্ছে। সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে ব্যাপকভাবে এর পক্ষে প্রচারণা চালাচ্ছে। নির্ভজ মডেলদের গায়ে তা পরিয়ে পরিয়ে চোখ ধাঁধানো ‘ফ্যাশন-শো’র জমকালো অনুষ্ঠান আয়োজন করছে। এ সবই করা হচ্ছে প্রধানত পর্দাপ্রথা থেকে মুসলিম মা-বোনদের সহজাত আকর্ষণ ও ভালোবাসাকে দুর্বল করে দিয়ে তাদেরকে জন্মে জন্মে পাশ্চাত্য সভ্যতার দিকে ঢেলে দেওয়ার জন্যে। বিশ্বযুক্ত নয় তথ্য, বেদনাদারক ব্যাপার হলো দুশ্মনরা এ কাজের জন্যে নিজেরা মাঠে নাথার পাশাপাশি বর্তমানে কিছু নারীবাদী (মুসলিমনামধারী) মহিলাকেও তাদের এই মিশনে নামিয়ে দিয়েছে। এতে মুসলিম মা-বোনেরা আরো বেশী বিপ্রাণ্ত হচ্ছে।

হে নারী!

পর্দাকে ত্যাগ করে কোথায় ছুঁটে চলেছো তুমি?

জানো না! এই অবগুঠনে তোমাকে কতো সুন্দর লাগে?

কী দাক্কন মানায়?

জান্নাতেও নারী এই অবগুঠনে সঙ্ঘিত হয়েই তার ‘শামী’র কাছে নিজেকে নিবেদন করবে। হাদীসে এসেছে-

وَنَصِيبُهَا (خَارِهَا) عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا
فِيهَا

‘নারীর মাধ্যম তার অবগুঠন দুনিয়া থেকে এবং দুনিয়ার ডিভরের সবকিছু থেকে উভয়।’

ইমাম আহমদ রহ, এর বর্ণনায় এসেছে-

"ولتصيف امرأة من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها "

'জান্নাতি নারীদের অবগুঠন দুনিয়া থেকে এবং দুনিয়ার
মতো আরেক দুনিয়া থেকে উৎসুক ।'

বায়ার এবং ইবন আবি দুনিয়া (আবু বকর আবদুল্লাহ- বিশিষ্ট বাগদাদী
মুহাম্মদিস) এর বর্ণনায় এসেছে—

"... ولو أخرجت الحورية نصيفها ل كانت الشمس عند
حُسْنِه مثل الفتيلة في الشمس لا ضوء لها ...".

'জান্নাতি হরের অবগুঠন যদি দুনিয়াতে প্রকাশ পেতো
তাহলে তার বলক ও সৌন্দর্যের সামনে সূর্যের আলো
এমন নিষ্প্রভ হয়ে যেতো যেমন নিষ্প্রভ হয়ে যায় সূর্যের
আলোতে প্রদীপ ।'

অবগুঠনের ঝপ-সুষমাই যদি হয় এমন তাহলে এই অবগুঠন পরবে যে হর
ও জান্নাতি নারী, তার ঝপ-সুষমা কতো বেশি হবে! কল্পনা করা যায় কি?
ইবনুল কায়্যিম রহ. এর ভাষায়:

ونصيف إحداهمن وهو حمارها ليست له الدنيا من
الأثمان

'তাদের একেকজনের অবগুঠন কেমন হবে জানো?
দুনিয়ার বিচারে তা অম্ভূজ ।

তবু কেনো পর্দাকে তুমি 'হাঁ' বলবে না!

বোন আমার!

কে বলেছে তোমাকে—

তোমার চেহারা খুলে গাঁথা জায়েয়? কে? কে?

আনন্দ বেদনার অনুভূতি কোথায় প্রকাশ পায়?

ভূমি সেই রানী ৷ ১৯৭

চোখের আবেদনয়ী ভাষা,

তার চিন্তহারী আকর্ষণ কোথায় লুকিয়ে থাকে?

কোথায় ফুটে উঠে পছন্দ-অপছন্দের অভিব্যক্তি?

কোথায় ফুটে উঠে ঝুপ-লাবন্যের আলোকিত পংক্তিমালা?

ভালোবাসা ও ঘৃণার শব্দমালা?

ওধু ওধু এবং ওধু এই চেহারায়ই নয় কি?

ওধু ওধু এবং ওধু এই চোখেই নয় কি?

ভূমি কি আমার সাথে একমত হবে না?

মনে করো; তোমার সামনে আমি সাতজন মহিলার চেহারা নয়- ওধু
তাদের হাতের ছবি দিয়ে বললাম- ‘হাত দেখে বলে দাও তো, এদের
ভিতরে কে সবচে’ সুন্দর?’

তখন ভূমি কি দু’ চোখ বিক্ষারিত করে বলবে না যে, ‘কক্খনো আমি
ফায়সালা দিতে পারবো না! ওধু হাত দেখে কী করে আমি ফায়সালা
দিতে পারি? অনেক অসুন্দর মেয়ের হাতও সুন্দর হয়ে থাকে!! সুতরাং
ওধু হাত দেখে সুন্দরতম মহিলাকে ঝুঁজে বের করা অন্যায় নয় ওধু-অসন্তুষ্টি
ও অযৌক্তিকও।’

তোমার সাথে আমিও একমত। কিন্তু তোমার সামনে যদি তুলে ধরি
সাতজন মহিলার চেহারার ছবি তাহলে ভূমি কি অন্যায়সেই বলে দিতে
পারবে না তাদের মধ্যে কে সবচে’ সুন্দর? নিচয়ই পারবে। তাদের হাত-
পা দেখার কি কোনো প্রয়োজন হবে? মোটেই না!

তাহলে কী প্রয়াণিত হলো?

চেহারা খুলে রাখার কি কোনো অবকাশ আছে?

চেহারা খোলা রাখলে কি পর্দার উদ্দেশ্য অর্জিত হবে?

সুতরাং নির্বিধায় বলা যায় যে, চেহারা নারী-সৌন্দর্যের মূল আকর্ষণ ও
কেন্দ্রস্থল হওয়ার কারণে তা ফেতনা ও দুর্ঘটনারও সবচেয়ে বড় কারণ।
আর ফেতনা ও দুর্ঘটনার বড় কারণ হওয়ার কারণেই তা চেকে রাখতে
হবে।

সুতরাং বোন আমার!

তুমি সেই বানীঃ ১৯৮

সতর্ক হয়ে যাও। এখন থেকেই সতর্ক হয়ে যাও।

একটু আয়নার সামনে দাঁড়াও তো! গভীর চোখে লক্ষ্য করো তোমার চেহারার নাঞ্জুকতা ও রূপময়তা। এবার বলো তো, তুমি কি চাও জাহানামের আগনে এই চেহারা এবং এই তুক ও গোশত ঝলসে যাক। হাজিড ছাড়া সবকিছু পুড়ে ছারখার হয়ে যাক? না চাইলে এই দুনিয়াতেই তোমাকে সতর্ক হতে হবে। পর পুরুষের কাম-কাতর দৃষ্টি থেকে তা হেফজত করতে হবে। হ্যাঁ, জাহানামের আগন থেকে বাঁচতে চাইলে তা করতেই হবে।

বলো তো, সকল সৌন্দর্যের আধার যদি তোমার এই চেহারায় না থাকে, এই চোখে না থাকে তাহলে আছে কোথায়? তাহলে তা কেনো তেকে রাখবে না? কেনো পর পুরুষের সামনে তা খোলা রেখে ফেতনার দরোজাটাও খুলে দেবে? মনে রাখবে; ইসলামকে পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করাতেই আমাদের সম্মান। পর্দাকে মন থেকে মেমে নেওয়াতেই আমাদের সম্মান।

কবিতার ভাষায়-

*** زعموا السفور و الاختلاط وسيلة

للمحمد قوم في المخانة أغرقوا

كذبوا متن كأن التعرض للحسنا ***

شيئاً تعز به الشعوب وتبقى

‘আশ্চর্য! কেমন করে এরা কেবে বসলো পর্দাহীনতা ও নানী পুরুষের অবাধ মেলায়েশার সিঁড়ি বেয়ে স্পর্শ করবে— সম্মান ও মর্যাদাকে! আসলে ওরা অশ্লীলতায় আকস্ত নিয়মজ্ঞিত।

অশ্লীলতাকে ভাবে ধারা সম্মান ও অঙ্গতির সিঁড়ি তারা খিদ্যা মরীচিকার পেছনেই কেবল ছুটে বেড়াচ্ছে।’

হে আশ্লাহ! আমাদেরকে পর্দাহীনতার অভিশাপ থেকে রক্ষা করো। বাঁচাও পাঞ্চাত্য সভ্যতার বিধবংসী ছোবল থেকে।

ইরশাম হচ্ছে :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
وَلَا يَتَبَاهَنَّ إِلَىٰ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يُضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ
حَيْوَبِهِنَّ وَلَا يَتَبَاهَنَّ إِلَىٰ لَبَعْلَوْتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ
بَعْلَوْتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بَعْلَوْتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ تَبِيِّ
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ تَبِيِّ أَخْوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ
أَوِ الْثَّابِعَنَ غَيْرِ أُولِيِّ الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطَّفَلِ الدِّينَ لَمْ
يَظْهِرُوا عَلَىٰ عَرْوَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا
يَخْفِينَ مِنْ زِيَّتِهِنَّ وَتَوَبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا إِلَيْهَا الْمُؤْمِنُونَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

“ইমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেনেো নিজেদেৱ দৃষ্টি
নত রাখে এবং তাদেৱ যৌন অক্ষেৱ হেকাযত কৰে। তারা
যেনেো যা সাধাৰণত প্ৰকাশমান তা ছাড়া তাদেৱ সৌন্দৰ্য
প্ৰকাশ না কৰে এবং তারা যেনেো তাদেৱ মাধ্যাৱ ওড়না
তাদেৱ বক্ষদেশে কেলে রাখে এবং তারা যেনেো তাদেৱ
স্বামী, পিতা, শ্বতু, পুত্ৰ, স্বামীৱ পুত্ৰ, ভাই, ভাইপো,
ভগ্নপুত্ৰ, বৌদী, যৌন কামনামুক্ত পুৰুষ ও বালক, দারা
নারীদেৱ গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদেৱ ব্যতীত কৱোৱ
সামনে তাদেৱ সৌন্দৰ্য প্ৰদৰ্শন না কৰে। তারা যেনেো
তাদেৱ গোপন সাজ-সজ্জা প্ৰকাশ কৱাৱ জন্যে জোৱ
পদক্ষেপ না হাঁটে। হে মুহিমগণ! তোমৰা সবাই আচ্ছাত্ব
কাহে ভাওৰা কৱো যাতে তোমৰা সফলকাম হতে পাৰো।”

নারীৱ পোষাকে যদি আকৰ্ষণীয় কাজ ও রঙ থাকে এবং তা যদি ছিদ্র-ছিদ্র
হয় তাহলে মাহৱাম ছাড়া নারীৱ এ-পোষাক অন্য কেউ দেখতে পাৱবে
না। বৰং এ ধৱনেৱ পোষাক পৱে বেৱ হলে অবশ্যই মহিলাদেৱকে তা
অন্য কোনো কাপড় দ্বাৰা ঢেকে বেৱ হতে হবে।

হে নারী!

হে বোন!

হে গ্রানী!

আম্বাহুর বিধান মেনে চলতে দৃঢ় প্রতীজ্ঞায় আবদ্ধ হও। আর কালকেপণ
করো না।

এক কবি তোমাকে লক্ষ্য করে কী বলছে দেখো-

أختاه يا بنت الخليج تغشمي ***
لا ترفعي عنكِ الخمار فتلامي
هذا الخمار يزيد وجهكِ محة ***
و حلاوة العينين أن تتحجبي
صوتي جمالكِ إن أردتِ كرامه ***
كَيْ لَا يصونُ عَلَيْكِ أَدْنِ ضيغِمِ
لَا تعرضي عن هدي ربكِ ساعه ***
عضايِ عليه مدى الحياة لتغشمي

‘বোন আমার! হে উপসাগরীয় ললনা! লজ্জার ভূষণে
সুৰীতি হও, কোনো অবস্থাতেই পর্দা ভ্যাগ করো না।
করলে তোমার অনুশোচনার কোনো শেষ থাকবে না।

এই অবগুঠন যে তোমার সৌন্দর্য-সুবিমা ও ঝর্প-লাবন্য
আরো বাড়িয়ে দেয়- তা কি জানো? পর্দার আবরণে
তোমার দৃষ্টিকে কতো মাহাময়-মধুময় মনে হয়- তা কি
বোরো?

সশ্যান যদি তোমার কাম্য হয় তবে তোমার ঝর্পের
হেক্ষাবত করো। কোনোদিন কোনো অভ্যন্ত শক্তি যেনো
তোমাকে আক্রমণ করতে না পারে।

মুহূর্তের জন্মেও তোমার রূব-এর দেখানো পথ খেকে

ভূমি সেই রানী ট ২০১

বিচ্যুত হবে না। হিন্দুয়াতের পথকে জীবনস্বর আকড়ে
আকার শর্তে ভোগ করে যাও দুনিয়ার তাবৎ নেয়ামত।'

হ্যাঁ .. আচ্ছাহকে ভূলে গেলে আচ্ছাহও তোমাকে ভূলে যাবেন। ইরশাদ
হচ্ছে:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مُبِيشَةً ضَئِلَّاً. وَتَحْشِرَةً
يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قَالَ رَبُّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ
بَصِيرًا. قَالَ كَذَلِكَ أَنْتَ آتَيْتَنِي فَتَسْبِيْهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ
تُسْبِيْنِي.

‘যে আমার অরণ থেকে মৃত্য ক্ষিরিয়ে নেবে তার জীবিকা
সংকীর্ণ হয়ে যাবে এবং আমি কেয়ামতের দিন অঙ্গ
অবস্থায় তাকে উপস্থিত করবো। সে বলবে- ‘হে আমার
রব! আমাকে কেনো অঙ্গ অবস্থায় উঠালেন? আমি তো
চক্ষুশান ছিলাম!’ আচ্ছাহ বলবেন- তোমার কাছে আমার
আয়াতসমূহ আসার পর তুমি যেমন তা ভূলে গিয়েছিলে
আজ তেমনি তোমাকেও ভূলে যাওয়া হবে।’

আচ্ছাহ আকবার!

প্রিয় বোন!

একটু কি ভেবেছো সেই কঠিন দিনে কী অবস্থা হবে তোমার, যদি আচ্ছাহ
ভূলে যান তোমাকে? তাঁর রহমত ও অনুগ্রহ ছাড়া তোমার নাজাত ও মুক্তির
কোনো উপায় নেই!

তারপরও কেনো তুমি এতো উদাসীন,

এতো বেখবর,

এতো বেপরোয়া?

কেনো তুমি আখেরাতের শার্থকে পায়ে দলে দুনিয়ার শার্থের পেছনে ছুটে
চলছো? সাড়-ফতি কি তুমি একদম বোঝো না? তোমাকে আবার বলছি-

তৃষ্ণি সেই রানী ♫ ২০২

পর্দার বিধান দিয়ে আল্লাহ মোটেই তোমার প্রতি জুলুম করেন নি। বরং
এই পর্দার ভিতরেই লুকিয়ে আছে তোমার ইজ্জত ও সম্মান-রহস্য। কবি
বড়ো সুন্দর বলেছেন—

ما كان ربك جائراً في شرعي ***
فاستمسكي بعراه حتى تسلمي
ودعني هراء القائلين سفاهة ***
إن التقدم في السفور الأعم ***
إن الذين تبرأوا عن دينهم ***
فهُمْ يبعون العفاف بدرهم
حل التبرج إن أردت رخصة ***
أما العفاف فدونه سفك الدم ***
لا تتحي المستشرقين تبسمًا ***
إلا ابتسامة كاشر متحمهم
أنا لا أريد بأن أراكِ جهولة ***
إن الجهة لمرة كالعلقم ***
فتعلمي وتنقفي وتنوري ***
والحق يا أختاه أن تتعلمي
لكنني أمشي وأصبح قائلًا ***
أختاه يا بنت الخليج تحشمي

‘তোমার প্রতি তোমার রব অবিচার করবেন শরীয়তের
এই বিধান দিয়ে— এটা যে অকল্পনীয়! ফিরে এসো।
আকড়ে ধরো তাঁর বিধানকে। সঁপে দাও নিজেকে তাঁর
কাছে।’

তুমি সেই রানী ষ্ট ২০৩

'সেই নির্বাখদের বাজে কথাপ্প কান দিও না বোন! যারা
বলে অঞ্চলি নিহিত পর্দা থেকে বেরিয়ে আসার
ডিতরে।'

'যারা জীনকে প্রত্যাখ্যান করেছে তারাই কেবল পারে
সামান্য অর্থের লোভ নিজেদের সতীত্ব বিকিয়ে দিতে।'

'এই সামান্য অর্থের লোভ যদি সামলাতে না পারো
তাহলে পরে নাও হে বোকা যেয়ে- পর্দাহীনতার
'অলঙ্কার'। কিন্তু যনে রাখবে। সতীত্বের পথে না হেঁটে
আর যে পথেই তুমি হাঁটো না কেনো তোমার সতীত্বের
রক্তে ক্ষেসে যাবেই তোমার দায়ান!!!'

'শোনো! প্রাচ্যতন্ত্রবিদদের মুখে বিজয়ের হাসি ঝুটতে দিও না! পারলে
ব্যর্থতার বিকৃত হাসিতে ওদের মুখ অক্ষকার করে দাও!!'

'আমি তোমাকে মূর্খতার ভূমিকায় দেখতে চাই না। জানো না! মূর্খতা সে
যে হানজাল নামের তিতা ফল।'

'তাই শেখো, জীবনকে সত্যতার অপর্কপ ঝল্পে সাজাও। আলোকিত
করো। সত্য কী- তা তোমাকে জানতেই হবে, শিখতেই হবে।'

'হে সাগর পাড়ের লজনা! তবতে পাও না? সকাল-সক্ষ্য আমি যে কেবল
বলেই চলেছি- 'পর্দার ভূষণে ভূষিত হও!!'

মনে রাখবে। জিলবাবশূল্য হয়, পর্দা ছুঁড়ে ফেলে দেয় এবং খোলামেলা ও
অশাশীন পোষাকে ধূরে বেড়ায় তারাই, যারা নির্ণজ। তুমি কী করে
তাদের মতো হতে পারো? ভুলে যেরো না! লজ্জা না ধাকলে ঈমান ধাকে
না। লজ্জা না ধাকলে মহিলাদের সব সৌন্দর্য মাটি হয়ে যায়। লজ্জা
ধাকলে, সতীত্ব ধাকলে এবং উভয় চরিত্র ধাকলেই মহিলারা হয় প্রশংসিত
ও আদর্শ।

আমাজান হয়রত আমেশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- আল্লাহর রাসূল
সান্দাচ্ছাহ আলাইহি ওয়াসান্দাম সবচে' বেশি লজ্জা করতেন কুমারী যেয়ের
খাস কামরায় যেতে।

বেদনাদাহক সত্য হলো বর্তমানে লজ্জা একেবারে উঠেই গেছে। অথবা

একেবারে কমে গেছে। লজ্জা কেনো হারালো তার মহিমা? এখন কোনো
মেয়ে যদি বেশি লাজ্জুক হয় তাহলে এটাকে মনে করা হয়— অসামাজিকতা।

তুমি চোখ লাল করে বলো—

অসামাজিকতা?

আল্লাহর হৃকুম মানলে হয় অসামাজিকতা?

তাহলে আমি অসামাজিক হতে চাই!

আমার ঢোন!

লক্ষ্য করো কবিতার ভাষা—

صوْنِ حياءُكَ صوْنِ الْعَرْضِ لَا تَهْنِي ***

وَصَابِرٍ وَاصْرِي لَهُ وَاحْتَسِي

إِنَّ الْحَيَاءَ مِنِ الْإِيمَانِ فَاتَّخِذْيِي ***

مِنْهُ حَلِيلَكَ يَا أَخْتَاهُ وَاحْتَجِي

وَبِالْقَبْحِ فَفَاهَا لَا حَيَاءَ لَهَا ***

وَإِنْ تَحْلَتْ بِغَالِي الْمَاسِ وَالنَّهَبِ

إِنَّ الْحَجَابَ الَّذِي نَفِيَهُ مَكْرَمَةً ***

لَكُلِّ حَوَاءِ مَا عَابَتْ وَلَمْ تَعْبُ

نَرِيدُ مِنْهَا احْتِشَاماً عَفْفَةً أَدْبَأً ***

وَهُمْ يَرِيدُونَ مِنْهَا قَلْةً الْأَدْبِ !

‘লজ্জা বাঁচাও। বাঁচাও তোমার সম্মান। হীনবল হয়ো না।
সবাইকে ধৈর্যের দাওয়াত দাও। নিজেও ধৈর্য ধরো।
বিনিয়য় যে আল্লাহ দেবেনই— এ বিশ্বাস করনো হারাবে
না।’

‘লজ্জা ঈমানের অংশ। সুতরাং নিজেকে সাজাও লজ্জার
অলঙ্কার দিয়ো। গর্ব করো পর্দা নিয়ে।’

তুমি সেই রাতী ৷ ২০৫

‘হাত্ত কী কৃৎসিত লাগে এ পর্দাহৃত ঘেয়েটাকে। পরক না
যতোই সে মহামূল্যবান অলঙ্কারাদি।’

‘আমরা যে পর্দা- ছদ্ম দিয়ে কামনা করি তা অতি
মহান এক জিনিস। যা হাওয়ার প্রতিটি মেয়ের জন্যেই
তা সম্মান ও গৌরব বয়ে আনে। অসমান তার কাছেও
আসতে পারে না।’

‘হায়! উদের অবিচার দেখে বড়ো কষ্ট লাগে। আমরা
চাই নারী জাতির ভূষণ হোক লজ্জা, সতীত্ব ও উত্তম
আখলাক। আর ওরা চায় তার উল্টোটা।’

বোন আমার!

বাধ্য হয়ে কখনো যদি তোমাকে বাইরে যেতে হব বা দূরে কোথাও সফর
করতে হয়, দেশের বাইরে যেতে হয়। কোনো অমুসলিম দেশে যেতে হয়।
তবু তুমি পর্দা ত্যাগ করবে না। বিজ্ঞাতি কি তোমার দেশে এসে তাদের
নিজস্ব পোষাক ছেড়ে তোমার পর্দা গ্রহণ করে? তাহলে তুমি কেনো তাদের
দেশে গিয়ে তাদের পোষাক-সংস্কৃতির শিকার হবে? তারা আমাদের দেশে
এসে আমাদের পোষাক গ্রহণ না করলে আমরা কেনো তাদের দেশে গিয়ে
তাদের পোষাক গ্রহণ করতে যাবো?

আল্লাহর হকুম সব সময় পালনীয়। সব জায়গায়, সব দেশে পালনীয়।
আল্লাহর হকুমের সাথে হ্রান-কাল-পাত্রের কোনো সম্পর্ক নেই। হ্রান-কাল-
পাত্র আল্লাহর হকুমের অনুগত ও মুখাপেক্ষী, আল্লাহর হকুম হ্রান-কাল-
পাত্রের অনুগত ও মুখাপেক্ষী নয়। কোরআনের ভাষায়-

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قُضِيَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْ
يَكُونَ لَهُمُ الْحَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَغْصِي اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ
ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا.

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো কাজের আদেশ করলে
কোনো ঈমানদার পূর্ণ ও ঈমানদার নারীর কোনো
অবকাশ নেই তাঁর নির্দেশ অমান্য করার। যে আল্লাহ ও

তাঁর রাস্তের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ
পথচিত্ততায় পতিত হয়।'

না বোন। হতাশার কোনো কারণ নেই। এতোদিন যদি তুমি না বুঝে, না
জেনে পর্দা না করে থাকো, তাহলে হতাশার কিছুই নেই। মৃত্যু পর্যন্ত
তাওবার দরোজা খোলা আছে। তাওবাকারীকে আল্লাহ ফিরিয়ে দেন না।

قُلْ يَا عَبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ
رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ
• الرَّحِيمُ .

বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের প্রতি জুলুম
করেছে তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।
নিচয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।'

*** * *** ***

শেষ করার আগে তোমাকে বলতে চাই ইসলামী হিজাবের শর্তগুলো কী
কী-

- ইসলামী হিজাবের প্রথম শর্ত, সমস্ত শরীর ঢাকতে হবে।
 - বোরকা হবে টিলেচালা। পাতলা হতে পারবে না। সৌরভযাক্তি হতে
পারবে না।
 - বোরকায় আকর্ষণীয় কোনো ডিজাইন ও কারুকাজ থাকতে পারবে না।
পর-পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে- এমন ডিজাইন ও কারুকাজ
বোরকায় বর্জন করে চলা উয়াজিব।
 - বোরকা কাঁধ থেকে হতে পারবে না। বরং মাথা থেকে হবে।
- বোন আমার! সব শেষে বলতে চাই- তোমাকে সময় সময় সতর্ক থাকতে
হবে।

তুমি সেই রানী ফু ২০৭

وَإِنْ هُوَ بِكَ إِبْلِيسٌ لِّمُعْصِيَةٍ ***

فَاهْلِكِيهِ بِالْاسْتِغْفَارِ يَتَحَبَّ

بِسَجْدَةٍ لِّكَ فِي الْأَسْحَارِ خَاشِعَةً ***

سَجْنُودٌ مُعْتَرِفٌ لِّلَّهِ مُقْتَرِبٌ

وَخَيْرٌ مَا يَفْسِلُ الْعَاصِي مَدَامَعَهُ ***

وَالْدَّمْعُ مِنْ تَائِبٍ أَنْقَى مِنْ السَّحْبِ

শয়তান যদি তোমাকে পাপের কাজে প্ররোচিত করে তাহলে ধ্বনি করে
দাও শয়তানকে-

ইন্দ্রেগফারের অঙ্গ দিয়ে।'

'প্রয়োজনে আশ্রয় নাও-

শেষ রাতের সেজদার।

যে সেজদা তোমাকে আল্লাহর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে নিয়ে যাবে।'

'পাপীকে ধূরে-মুছে একেবারে পরিষ্কার করে দেয় যা- সে তো তার
চোখের উষ্ণ-অঞ্চ! জানো না! তাওবাকারীর অঞ্চ বৃষ্টির পানির চেয়েও
বচ্ছ ও পরিষ্কার!!'

সমাপ্ত

¹ 'হে নারী পর্ণী তোমার অহক্ষর!' পরিপিট-অংশটি আরব জাহানের খ্যাতিমান লেখিকা উম্মে সুবাইয়ার
একটি পুতিকার অনুবাদ। বিষয়বস্তুর চরিত্রের সামগ্র্যের কারণে সংক্ষেপিত হলো। -অনুবাদক



বইটির লেখক-প্রকাশক, কারোরই আর্থিক ক্ষতি আমাদের কাম্য নয়।
বরং বইটিকে আরও বেশি পাঠকের কাছে পৌঁছে দেয়াই আমাদের
মূল উদ্দেশ্য। তাই বইটির মূল সংস্করণ নিজের জন্য সংগ্রহ করুন
এবং প্রিয়জনদের উপহার দিন।

বইটি কিনতে নিচের লিঙ্কগুলোতে ভিজিট করতে পারেনঃ



কিতাব ঘর^{com}

রেকমার্ক^{com}

A AL FURQAN SHOP
www.alfurqanshop.com